যেমন ছিলেন তাঁরা...

শাইখ খালিদ আল-হুসাইনান রহ.

সালাফের পথেই রয়েছে খালাফের মুক্তি

যেমন ছিলেন তাঁরা...

বই	যেমন ছিলেন তাঁরা
মূল	শাইখ খালিদ আল-হুসাইনান রহ.
অনুবাদ	হাসান মাসরুর
সম্পাদনা	আলী হাসান উসামা
প্রকাশক	মুফতী ইউনুস মাহবুব

আল ইহদা

এ উপহার সেই সব মুসাফিরের জন্য; যারা এ জীবনসফরে সালাফের মতোই পাথেয় সংগ্রহ করতে চায়।

লেখক পরিচিতি

শাইখ আবু যাইদ খালিদ বিন আব্দুর রহমান আল-হুসাইনান আল-কুয়েতী রহ.। আরব বিশ্বের প্রখ্যাত এ দাঈ সবার কাছে খালিদ আল-হুসাইনান নামেই সমধিক পরিচিত। অত্যন্ত বিনয়ী এ আলেমে দ্বীন তাঁর কথার মাধুর্যতায় যে কোনো শ্রোতারই মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটাতে পারতেন। জন্ম কুয়েতেই। লেখাপড়া করেছেন সৌদি আরবের বিখ্যাত বিদ্যাপীঠ '*ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে সাউদ ইসলামিক ইউনিভার্সিটি*'তে; শরীয়াহ আইনে। জীবনের সোনালি সময়গুলো ব্যয় করেন কুয়েতের 'সাআদ আব্দুল্লাহ সামরিক একাডেমী'র সরকারি মাসজিদের ইমাম ও খতীব হিসেবে। দাওয়াত ও জিহাদের হৃদয়ছোঁয়া বয়ানে রীতিমতো ঝড় তুলতেন কুয়েতের ইসলামপ্রিয় নিরাপত্তা বাহিনীর দেহমনে। সামরিক মহলে তাঁর জনপ্রিয়তা দিন দিন বেড়েই চলছিল দেখে তাঁর ইসলামি চিন্তাধারার প্রভাব থেকে সেনাবাহিনীকে মুক্ত রাখতে এক সময় সরকার তাঁকে সরিয়ে দেয় সেখান থেকে। পাঠিয়ে দেয় কুয়েতের কোনো এক প্রত্যন্ত অঞ্চলের মাসজিদুল আলবানীতে; ইমাম হিসেবে। এতেই তিনি দমে যাননি। চালিয়ে গেছেন তাঁর দাওয়াতি কার্যক্রম। কুয়েতের রেডিওতে আলোচনা করেছেন নিয়মিত। যুক্ত ছিলেন দ্বীনের প্রকৃত অনুসারীগণের সাথেও। দাওয়াতের বন্ধুর পথে নিরলস কাজ করে যাওয়া এ মহান মানুষটি সারা পৃথিবীর দাঈদের জন্য এক অনুপম আদর্শ হয়ে থাকবেন। পরে তিনি খোরাসানে হিজরত করেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আল্লাহর পথে জীবনবাজি রেখে দাওয়াত ও জিহাদের কাজ করে যান।

২০১২ সালে তিনি জীবনের অন্তিম অভিলাষ– শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেন। তাঁর রচনাবলির মধ্যে '*দৈনন্দিন সহস্রাধিক সুন্নাত*' বইটি বিশ্বজুড়ে সমাদৃত; যা বাংলা ভাষায়ও অনূদিত হয়েছে। '*দৈনন্দিন সহস্রাধিক আহ্বান*', '*নারীবিষয়ক সহস্রাধিক প্রশ্নের জবাব*', '*যেমন ছিলেন তাঁরা...*', '*কীভাবে আলেমগণ এগিয়ে যাবেন*'ও তাঁর অন্যতম রচনা। এছাড়া তাঁর বেশ কিছু অডিও লেকচারও রয়েছে। তাঁর রেখে যাওয়া এসব উত্তরাধিকার ইসলামপ্রিয় পাঠকদের মনে যথেষ্ট খোরাক যোগাবে আশা করি। মহান আল্লাহ লেখকের দ্বীনি সব খেদমতকে কবুল করুন এবং তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউসের উঁচু মর্যাদা দান করুন। আমীন।

ভূমিকা

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد:

বর্তমান সময়ে সালেহীন, আবেদীন ও আলেমে রব্বানীদের অবস্থা, ঘটনাবলি ও জীবনচরিত সম্পর্কে জানার গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ, তাঁদের ঘটনাবলি জানা, তাঁদের গুণাবলির প্রতি মনোনিবেশ করা এবং তাঁদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়ার মাঝে অনেক উপকারিতা রয়েছে। যেমন–

১. এ মহাপুরুষগণ যে স্তরে পৌঁছেছেন, তাঁদের জীবনী পড়লে সে স্তরে পৌঁছার জন্য মনের মাঝে দৃঢ় সংকল্প জাগবে এবং মনোবল সতেজ হবে।
২. নিজের ত্রুটি ও হীনাবস্থা সম্পর্কে জানা যাবে।
৩. প্রাত্যহিক জীবনে আমরা যে সকল আবশ্যকীয় গুণাবলি ও উত্তম চরিত্রের ব্যাপারে ব্যাপক উদাসীন হয়ে পড়েছি; অন্তর ও বিবেককে সেই উন্নত চরিত্র, মহৎ গুণাবলি ও অনুপম ইবাদতের শিক্ষায় আলোকিত করা যাবে।

আমি এ সংকলনটি প্রণয়ন করার কারণ হলো; যেন এটি সালাফে সালেহীনের গুণাবলি ও চরিত্র সম্পর্কে জানতে সহায়ক হয়। দাঈ, খতীব ও মাসজিদের ইমামগণসহ সকল মানুষ যেন এ থেকে উপকৃত হতে পারেন।

বইটি প্রণয়নে সংকলন, সংক্ষেপণ, পরিমার্জন ও বিন্যস্তকরণ ব্যতীত আমার বিশেষ কোনো কৃতিত্ব নেই। এর প্রায় সবটাই আমি মুতাকাদ্দিমীন-মুতাআখখিরীন আলেম ও মুজতাহিদগণের বাণী ও উক্তিসমূহ থেকে গ্রহণ করেছি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁদের প্রতি অশেষ রহমত বর্ষণ করুন। আমাদেরকে ও তাঁদেরকে তাঁর সুবিস্তৃত জান্নাতে ও তাঁর সন্তুষ্টিময় স্থানে আবাস দান করুন। আশ্রয়স্থল ও ভরসাস্থল একমাত্র তাঁর নিকটই।

সূচিপত্র

فاعبده واصطبر لعبادته

“সুতরাং তাঁর (আল্লাহর) ইবাদত করুন এবং তাঁর ইবাদতেই অটল থাকুন।”

الورع

তাকওয়া বা আল্লাহভীতি

وكانوا لنا خاشعين

“আর তাঁরা ছিল আমার সামনে বিনয়াবনত।”

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ
"নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকীদের ভালোবাসেন।"

الصدق منجاة
সত্যই মুক্তি

حسن الظن بالله تعالى
আল্লাহ তাআলা'র প্রতি সুধারণা

استعينوا بالله واصبروا
"তোমরা আল্লাহর নিকট সাহায্য চাও এবং ধৈর্যধারণ করো।"

الحرص على العمل بالسُّنة
সুন্নাহর ওপর আমল করার আগ্রহ

فاذكروني أذكركم
"সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ কর; আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব।"

سلامة الصدر
হৃদয়ের স্বচ্ছতা বা উদারতা

حي على الجهاد
এসো জিহাদের পথে

التوبة وظيفة العمر
তাওবা জীবনের নিয়মিত আমল

أولياء الله
আল্লাহর ওলীগণ

هل تحمل هم الآخرة؟
পরকালের ভাবনা আছে তো?

الافتقار إلى الله تعالى
আল্লাহ তাআলা'র নিকট মুখাপেক্ষিতা প্রকাশ করা

كيف نعظم الله في قلوبنا
কীভাবে আমাদের অন্তরে আল্লাহর বড়ত্ব স্থাপন করব?

مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ
"মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে, তার জন্য একজন প্রহরী নিযুক্ত আছে, যে (তা লিপিবদ্ধ করার জন্য) সদা প্রস্তুত।"

الـزهد في الدنـيـا

জুহ্দ বা দুনিয়া বিমুখতা

التـأهب للقـاء اللـه

আল্লাহর সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুতি

كـانوا يخـافون النفـاق

তাঁরা নিফাকের আশঙ্কা করতেন

التعلق باللـه تعالى وحده
এক আল্লাহ্ তাআলার সাথে সম্পর্ক জোড়া

من وصايا الصـالحين
সালাফে সালেহীনের উপদেশ থেকে

التصنع والتكلف للنـاس
কৃত্রিমতা ও লৌকিকতা করা

الـثـبـات حتى المـمـات

মৃত্যু পর্যন্ত অটল থাকা

أسـرار في حياة الصالحين

নেককারদের জীবনের গোপন রহস্যাবলি

من صفـات الصالحين

সালেহীনের কিছু বৈশিষ্ট্য

صالحـون ومصلحـون

সৎকর্মশীল ও সংশোধনকারী

ويؤثرون على أنفسهم

"তাঁরা নিজেদের ওপর অন্যদের প্রাধান্য দেয়।"

الثناء على اللـه تعالى

আল্লাহ তাআলা'র প্রশংসা করা

كيف تطيل في سجودك

কীভাবে তুমি দীর্ঘ সিজদা করবে?

فاعبده واصطبر لعبادته

"সুতরাং তাঁর (আল্লাহর) ইবাদত করুন এবং তাঁর ইবাদতেই অটল থাকুন।"[১]

ইমাম সা'দী রহ. বলেন, অর্থাৎ নিজেকে ইবাদতে অটল রাখুন, তাতে সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা করতে থাকুন। এবং সাধ্যমতো পূর্ণাঙ্গরূপে তা পালন করুন। একজন ইবাদতকারীর জন্য আল্লাহর ইবাদতে মনোনিবেশ করা যে কোনো সম্পর্ক ও কাঙ্ক্ষিত বস্তু থেকে অধিক শান্তিপ্রদায়ক।

*** সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত**

সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদতের অন্যতম হলো, বান্দার অন্তর আনুগত্যের আগ্রহে কানায় কানায় ভরপুর থাকা। যখন অন্তর ইবাদতের আগ্রহে পরিপূর্ণ থাকবে, তখন অন্তরের অনুগত হয়ে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও আমল করবে। অন্তরে ইবাদতের আগ্রহ না থাকলে, কখনো কখনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ইবাদত করতে থাকে; তবে অন্তর নিষ্কর্মই থাকে।

*** সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদতের বর্ণনায় কতিপয় সালাফে সালেহীনঃ**

- আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদতে উদাসীনতা প্রদর্শন করে থাক। আর তা হচ্ছে 'তাওয়াযু' (বিনয়)।

- হাসান বসরী রহ. বলেন, সর্বোত্তম ইবাদত হলো– গভীর রাতের নামাজ। এটা বান্দার জন্য আল্লাহর নৈকট্য লাভের নিকটতম পথ। আমি এর চেয়ে কঠিন ইবাদত আর কিছুই পাইনি।

- উমর ইবনে আব্দুল আজীজ রহ. বলেন, সর্বোত্তম ইবাদত হলো– ফরয বিধানগুলো আদায় করা, হারামসমূহ থেকে বেঁচে থাকা।

- ইবনুস সাম্মাক রহ. তাঁর ভাইয়ের উদ্দেশ্যে লেখেন, সর্বোত্তম ইবাদত হলো– গুনাহ থেকে বিরত থাকা, কামনা-বাসনা নিয়ন্ত্রণ করা। আর

....

১. সূরা মারইয়াম: ৬৫

সর্বনিকৃষ্ট লোভ হলো– আখিরাতের কাজের মাধ্যমে দুনিয়া অন্বেষণ করা।

- জনৈক বুজুর্গ বলেন, ইবাদতের মূল হলো– আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কারও নিকট প্রয়োজনীয় কোনো কিছুই না চাওয়া।

*** কীভাবে আল্লাহর দিকে অগ্রসর হবে?**

ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন, প্রাপ্ত নেয়ামতরাজির প্রতি মনোযোগ সহকারে দৃষ্টি দেওয়া ও নিজের ক্রটি-বিচ্যুতি পর্যবেক্ষণ করার মাধ্যমে একজন বান্দা আল্লাহর দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

*** আল্লাহ থেকে লজ্জা করা:**

ভয় ও একাগ্রতাহীন নামাজ দিয়ে আল্লাহর নিকটবর্তী হতে বান্দার লজ্জাবোধ করা উচিত। কারণ, এ লজ্জাবোধ বান্দাকে ইবাদত নিপুণ করতে এবং ভয় ও একাগ্রতাপূর্ণ নামাজ নিয়ে আল্লাহর নিকটবর্তী হতে সাহায্য করে।

*** কীভাবে তুমি নিজের মাঝে আল্লাহর নৈকট্য উপলব্ধি করতে পারবে?**

ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন, বান্দা আল্লাহর যতটা নিকটবর্তী, ইবাদতে তার মগ্নতা সে অনুপাতে ততটা বেশি।

*** কে প্রকৃত ফকীহ?**

- ইমাম আওযায়ী রহ. বলেন, কথিত আছে যে, ধ্বংস! ইবাদতশূন্য ফিক্‌হ চর্চাকারীদের জন্য, ধ্বংস! সন্দেহ-সংশয় দ্বারা হারামকে হালালকারীদের জন্য।

- জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি বলেন, তাকওয়াহীন ফকীহ'র উপমা সেই প্রদীপের মতো, যে নিজেকে পুড়িয়ে ঘর আলোকিত করে।

- ইমাম শা'বী রহ. বলেন, আমরা আলেম বা ফকীহ নই। আমরা এমন কিছু লোক, যারা একটি হাদীস শ্রবণ করেছি, তারপর তা তোমাদের

নিকট বর্ণনা করছি। আমরা শুনেছি, ফকীহ্ হলেন তিনি, যিনি আল্লাহ তাআলার নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ থেকে বেঁচে থাকেন। আর আলেম হলেন তিনি, যিনি মহান আল্লাহকে ভয় করেন।

*** কখন ইবাদতে স্বাদ পাওয়া যাবে?**

- বিশর ইবনুল হারিছ রহ. বলেন, তুমি ততক্ষণ পর্যন্ত ইবাদতের স্বাদ লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার ও কামনা-বাসনার মাঝে একটি লোহার প্রাচীর দাঁড় না করাবে।

- ইয়াহইয়া ইবনে মুয়াজ রহ. বলেন, শরীর রোগাক্রান্ত হয় ব্যথা-বেদনার কারণে। হৃদয় রোগাক্রান্ত হয় গুনাহের কারণে। তাই অসুস্থ হলে শরীর যেমন খাবারের স্বাদ পায় না, তেমনিভাবে গুনাহ করলেও হৃদয়ে ইবাদতের স্বাদ পাওয়া যায় না।

- উহাইব ইবনুল ওয়ার্‌দ রহ. কে বলা হলো, যে গুনাহ করে সে কি ইবাদতের স্বাদ পায়? তিনি বললেন, না। এমনকি যে গুনাহের ইচ্ছা করে, সেও না।

*** আমাদের ওপর আল্লাহর হক কী?**

- আমাদের ওপর আল্লাহর হক হলো, আমরা তাঁরই ইবাদত করব, তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করব না এবং সামান্য ইবাদতও মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য নিবেদন করব না। কারণ, একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলাই সকল প্রকার ইবাদতের হকদার। তাওহীদ শুধু তাঁরই, আনুগত্য শুধু তাঁরই। জবাই, মানত এবং কসম শুধু তাঁরই নামে হবে, তাওয়াফ কেবল তাঁর ঘরকেই করতে হবে, শাসনকর্তৃত্ব একমাত্র তাঁরই অধিকার। কারণ, একমাত্র তিনিই ইবাদতের উপযুক্ত।

- হাসান বসরী রহ. মাসজিদে প্রবেশ করে একটি মজলিসের পাশে বসলেন, যেখানে কথা চলছিল। তিনি তাদের কথা শোনার জন্য চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, এ লোকগুলোর নিকট ইবাদত বিরক্তিকর হয়ে গেছে। তাদের কাছে গল্পগুজব ইবাদতের চেয়ে

প্রিয় হয়ে গেছে। আল্লাহভীতি কমে যাওয়ার কারণে তারা (এমন) কথাবার্তা বলছে।

- ইবাদতের প্রাণ হলো, আল্লাহর বড়ত্বের অনুভূতি ও তাঁর প্রতি ভালোবাসা। যখন একটি অপরটি থেকে পৃথক হয়ে যায়, তখন ইবাদত-বন্দেগি বিনষ্ট হয়ে যায়।

*** কেন আমরা ইবাদত থেকে বঞ্চিত হই?**

- ফুযাইল ইবনে ইয়ায রহ. বলেন, যখন তুমি রাতের তাহাজ্জুদ ও দিনের রোজা থেকে বঞ্চিত হবে, তখন বুঝে নেবে যে, তুমি বঞ্চিতদের অন্তর্ভুক্ত। তোমার গুনাহই তোমাকে বঞ্চিত করে রেখেছে। তুমি বন্দি, তোমার গুনাহই তোমাকে বন্দি করে রেখেছে।

- আবু সুলাইমান আদ-দারানী রহ. বলেন, কারও গুনাহের কারণেই তার জামাআতে নামাজ ছুটে যায়।

- এক ব্যক্তি ইবরাহীম ইবনে আদহাম রহ.কে বলল, আমি রাত্রি জাগরণ করে ইবাদত করতে পারি না; তাই আমার জন্য একটি চিকিৎসা বলুন। তিনি বললেন, দিনে আল্লাহর অবাধ্য হয়ো না; তাহলে তিনিই তোমাকে রাতে তাঁর সামনে দাঁড় করাবেন। কারণ, রাতে তাঁর সামনে দাঁড়ানো অনেক বড় সম্মানের বিষয়। গুনাহগার সেই সম্মানের অধিকারী হয় না।

*** কীভাবে ইবাদত ছাড়তে পারে?**

- আবু সুলাইমান আদ-দারানী রহ. বলেন, ঐ ব্যক্তির বিষয়টি আশ্চর্যের নয়, যে এখনও ইবাদতের স্বাদ পায়নি; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, যে ইবাদতের স্বাদ পাওয়ার পরও তা ছেড়ে দিল। এরপর সে কীভাবে ইবাদত থেকে নির্লিপ্ত থাকতে পারে?

التقوي

তাকওয়া

আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى

"পক্ষান্তরে যে নিজ রবের সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে এবং প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা থেকে নিজেকে বিরত রাখে, নিশ্চয়ই জান্নাতই হবে তার ঠিকানা।"[২]

ইমাম তবারী রহ. বলেন, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ অর্থাৎ "পক্ষান্তরে যারা কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার সময় আল্লাহর নিকট জিজ্ঞাসিত হওয়াকে ভয় করে, ফরজ বিধানসমূহ আদায় করে ও গুনাহ পরিত্যাগ করে। وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى অর্থাৎ যে বিষয় আল্লাহ অপছন্দ করেন এবং যাতে তিনি সন্তুষ্ট নন, এমন বিষয়ের কামনা-বাসনা থেকে স্বীয় মনকে বারণ করে। স্বীয় প্রবৃত্তির বিরোধিতা করে আল্লাহর আদেশ মেনে চলে। فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى অর্থাৎ কিয়ামতের দিন জান্নাতই তার আবাসস্থল হিসেবে নির্ধারিত হবে।

*** আল্লাহভীতির প্রকৃত অর্থ:**

হারাম থেকে বেঁচে থাকা এবং সন্দেহজনক বিষয় থেকে দূরে থাকা।

- ইবনুল কায়্যিম রহ. আল্লাহভীতিকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করেন, পরকালের জন্য যা কিছুই ক্ষতিকর; সেগুলো পরিহার করার নামই তাকওয়া।

- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আল্লাহভীতি:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِتَمْرَةٍ

....

২. সূরা নাজিআত: ৪০

مَسْقُوطَةٍ فَقَالَ: لَوْلاَ أَنْ تَكُونَ مِنْ صَدَقَةٍ لَأَكَلْتُهَا

আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে তিনি দেখলেন, একটি খেজুর পড়ে আছে। তখন তিনি বললেন, "যদি এটি সদাকার খেজুর বলে সংশয় না থাকত; তবে আমি তা (উঠিয়ে) খেয়ে নিতাম।"[৩]

*** কীভাবে কারও আল্লাহভীতি বোঝা যাবে?**

ইউনুস ইবনে উবাইদ রহ. বলেন, কোনো ব্যক্তির তাকওয়া বোঝা যায় তার কথা থেকে। যখন সে কথা বলে, তার কথার মাঝে তাকওয়া থাকা না থাকার বিষয়টি ফুটে ওঠে।

*** সবচেয়ে কঠিন আমল:**

বিশর ইবনুল হারিছ রহ. বলেন, সর্বাধিক কঠিন আমল হলো তিনটি:

১. অসচ্ছল অবস্থায় দান করা।

২. নির্জনে তাকওয়া অবলম্বন করা।

৩. এমন ব্যক্তির সামনে হক কথা বলা, যার থেকে আশা ও আশঙ্কা দু'টোই করা হয়।

*** তিনটি বিষয় ইলমের অন্তর্ভুক্ত**

ওয়াহ্‌ব ইবনে মুনাব্বিহ রহ. বলেন, তিনটি বিষয় ইলমের অন্তর্ভুক্ত:

১. এমন আল্লাহভীতি, যা তাকে আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে বিরত রাখে।

২. এমন চরিত্র, যার মাধ্যমে সে মানুষের সাথে সদাচরণ করে।

৩. এমন সহনশীলতা, যার মাধ্যমে সে মূর্খের মূর্খতাকে প্রতিহত করে।

....

৩. সহীহ বুখারী: ২০৫৫; সহীহ মুসলিম: ১০৭১

*** আল্লাহভীতির একটি নমুনা:**

এ উম্মাহর পূর্বসূরিদের জীবনীতে হারাম থেকে তাকওয়া অবলম্বন করার অনেক ঘটনাই বর্ণিত রয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. এর একটি ঘটনা: তাঁর এক সাথী থেকে তিনি একটি কলম ধার নিয়েছিলেন। সেটি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি 'মার্ভ' থেকে সুদূর শামে ফিরে আসেন।

*** গভীর আল্লাহভীতি:**

মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে মুরাব্বা রহ. বলেন, আমি আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ.-এর নিকট ছিলাম। তাঁর নিকট একটি দোয়াত ছিল। ইত্যবসরে আবু আব্দুল্লাহ একটি হাদীস বর্ণনা করলে আমি তাঁর নিকট দোয়াত দিয়ে লেখার জন্য অনুমতি চাইলাম। তিনি বললেন, হে অমুক, তুমি লিখতে পার। আর এটাই হচ্ছে গভীর আল্লাহভীতি।

*** আল্লাহভীতির ব্যাপারে একটি মূলনীতি:**

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এ বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, ওয়াজিব বা মুস্তাহাব পালনের মাধ্যমে জুহ্দ ও তাকওয়া অর্জিত হয় না। জুহ্দ ও তাকওয়া অর্জিত হয়, হারাম ও মাকরূহ বিষয়াবলি থেকে বেঁচে থাকার মাধ্যমে।

وكانوا لنا خاشعين

"আর তাঁরা ছিল আমার সামনে বিনয়াবনত।"[৪]

ইমাম তবারী রহ. বলেন, অর্থাৎ তাঁরা আমার (আল্লাহর) প্রতি বিনয়ী ও অনুগত। আমার ইবাদত করা থেকে বিমুখ নয় ও আমাকে ডাকার ব্যাপারে অহংকারী নয়।

আবু দারদা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

....

৪. সূরা আম্বিয়া: ৯০

أَوَّلُ شَيْءٍ يُرْفَعُ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ الْخُشُوعُ، حَتَّى لَا تَرَى فِيهَا خَاشِعًا

"এই উম্মত থেকে সর্বপ্রথম যে জিনিসটি উঠিয়ে নেওয়া হবে, তা হচ্ছে 'খুশু' (একাগ্রতা)। অবশেষে এমন একটি সময় আসবে, তখন কোনো একাগ্রচিত্তকে দেখতে পাবে না।"[৫]

*** আমরা কেন বিনয়ী হই না?**

প্রকাশ্যভাবে সবার মাঝে যে অন্তরের কাঠিন্য, চোখের শুষ্কতা এবং চিন্তাশূন্যতা দেখা যাচ্ছে, এটা আসলে দুনিয়ার ব্যস্ততার কারণে। দুনিয়া আমাদের অন্তরের ওপর একচ্ছত্র প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছে; ফলে ইবাদতেও এটা আমাদের অংশীদার হচ্ছে। অন্তর ততক্ষণ পর্যন্ত তার সঠিক অবস্থায় ফিরে যেতে পারবে না, যতক্ষণ না তার সাথে যুক্ত সকল ময়লা থেকে পবিত্র হতে পারবে।

- আরিফ বিল্লাহগণ এ ব্যাপারে একমত যে, বিনয়ের কেন্দ্রস্থল হলো 'অন্তর'। আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে তার ফলাফল প্রকাশ পায়। তাই প্রকৃত বিনয়ীগণ আল্লাহর জন্য বিনয়ী হয় এবং আল্লাহর ভয়ে ভীত থাকে।

*** নামাজের মধ্যকার খুশু'র তাফসীর করা হয়েছে এভাবেঃ**

নামাজের মধ্যে খুশু হচ্ছে পূর্ণ মনোযোগ নামাজের জন্য নিয়োগ করা আর অন্য সকল কিছু থেকে মনোযোগ ফিরিয়ে রাখা।

*** খুশু'র মূল কথাঃ**

খুশু হচ্ছে অন্তর নরম, কোমল, প্রশান্ত, অনুগত ও নত হওয়া। তাই যখন অন্তর খুশুবিশিষ্ট (বিনয়ী) হয়, তখন সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও বিনয়ী হয়। কারণ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তো অন্তরেরই অনুগামী।

*** পূর্বসূরিদের খুশু'র কয়েকটি নমুনাঃ**

ইবনে জুবায়ের রাযি. যখন নামাজে দাঁড়াতেন, তখন বিনয়ের কারণে এমন

....

৫. তবারানী

হয়ে যেতেন; যেন একটি কাঠ। তিনি যখন সিজদায় যেতেন, চড়ুই পাখি তাঁকে গাছের কর্তিত ডাল মনে করে তাঁর পিঠে বসত।

*** খুশু'র অনুপস্থিতির কারণে দুটি মন্দ ফলাফল দেখা যায়:**

- **প্রথমত:** অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে বিরত না থাকা। কারণ, নামাজই অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখে। যেমনটা আল্লাহ তাআলা বলেছেন– إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ "নিশ্চয়ই নামাজ অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখে"।[৬]

- **দ্বিতীয়ত:** কিয়ামত দিবসে পরিপূর্ণ সফলতা অর্জন না হওয়া। কারণ, আল্লাহ তাআলা কিয়ামত দিবসে পরিপূর্ণ সফলতাকে যুক্ত করেছেন খুশু'র সাথে। আল্লাহ তাআলা বলেন–قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ"অবশ্যই মুমিনগণ সফল হয়েছে; যারা স্বীয় নামাজে বিনয়াবনত।"[৭]

*** নামাজের প্রাণ:**

খুশুই হলো, নামাজের প্রাণ এবং তার সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য। তাই খুশুহীন নামাজ হলো, প্রাণহীন দেহের ন্যায়।
সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব রহ. এক ব্যক্তিকে নামাজের মধ্যে অযথা কাজে লিপ্ত হতে দেখে বললেন, এই লোকের কলব বিনয়ী হলে, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও বিনয়ী হতো।

*** মুনাফিকী (কপটতাপূর্ণ) বিনয়:**

আবু ইয়াহইয়া রহ. থেকে বর্ণিত, তাঁর নিকট এ খবর পৌঁছেছে যে, আবু দারদা রাযি. অথবা আবু হুরায়রা রাযি. বলেন, তোমরা কপটতাপূর্ণ বিনয় থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। জিজ্ঞেস করা হলো, সেটা কেমন? তিনি উত্তর দিলেন, শরীর বিনয়াবনত হতে দেখা গেলেও অন্তর বিনয়ী না হওয়াই হলো, নিফাকিপূর্ণ বিনয়।

....

৬. সূরা আনকাবুত: ৪৫
৭. সূরা মূমিনুন: ১-২

*** কীভাবে আমরা খুশু অবলম্বনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারব?**

- **প্রথমত:** তুমি নামাজে তোমার ওঠা-বসা, কিরাত পাঠ, দাঁড়ানো, বসা সবকিছুতে 'আল্লাহ তোমাকে দেখছেন' এ কথা মনে রাখবে। খুশু শুধু নামাজের সাথে নির্দিষ্ট নয়। এটি একটি অন্তরের ইবাদত, প্রতিটি অবস্থায় এর প্রভাব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রকাশ পায়।

- **দ্বিতীয়ত:** রবের পরিচয় পরিপূর্ণভাবে জানা। কেননা, তা অন্তরে রবের মহত্ত্ব সৃষ্টি করবে।

- **তৃতীয়ত:** তুমি মনে করবে ও এ কথা ভাববে যে, তুমি জাহান্নামের ওপরে 'পুলসিরাত'-এ আছ; যেন তুমি তোমার চোখের সামনে জান্নাত ও জাহান্নাম দেখছ, যেন তুমি আল্লাহর সামনে হিসাব দেওয়ার জন্য দণ্ডায়মান আছ।

*** ঈমানী খুশু ও কপটতাপূর্ণ খুশুর মাঝে পার্থক্য:**

ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন, ঈমানী খুশু হলো– আল্লাহর মহত্ত্ব, বড়ত্ব, গাম্ভীর্যতা, তাঁর প্রতি ভয় ও লজ্জায় অন্তর নম্র ও বিনয়ী হওয়া। মুমিনের অন্তরে যখন ভয়, অনুতাপ, ভালোবাসা ও লজ্জা থাকবে আর সে আল্লাহর নেয়ামতরাজি প্রত্যক্ষ করে এবং নিজ অপরাধকর্মের প্রতি লক্ষ করে আল্লাহর জন্য সিজদাবনত হবে, তখন তার অন্তর আবশ্যিকরূপেই নম্র ও বিনয়ী হবে। আর এর ফলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও বিনয়ী হবে। পক্ষান্তরে কপটতাপূর্ণ বিনয় কৃত্রিমভাবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রকাশ পাবে বটে; কিন্তু অন্তর নম্র ও বিনয়ী হবে না।

*** নামাজের খুশু দু'প্রকার:**

- **বাহ্যিক খুশু:** তা হচ্ছে নামাজি ব্যক্তি স্থির ও শান্ত থাকা। সিজদার দিকে তার দৃষ্টি রাখা। ডানে বামে দৃষ্টি না ফেরানো। নামাজে অনর্থক কাজ ও ইমামের আগে বেড়ে যাওয়া থেকে দূরে থাকা।

- **আভ্যন্তরীণ খুশু:** এটি অর্জিত হবে আল্লাহর বড়ত্ব মনে উপস্থিত

করা, আয়াত ও যিকিরসমূহের অর্থ চিন্তা করা এবং শয়তানের বিভিন্ন কুমন্ত্রণার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করার মাধ্যমে।

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকীদের ভালোবাসেন।"[৮]

- ইমাম তবারী রহ. বলেন, যে আল্লাহর আনুগত্য করার মাধ্যমে, তাঁর ফরয বিধানগুলো পালন করার মাধ্যমে এবং নিষিদ্ধ বিষয়গুলো থেকে বেঁচে থাকার মাধ্যমে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন। আল্লাহ তাআলা বলেন– وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ "আর জেনে রেখ, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন।"[৯]

- ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, আল্লাহ তাঁর ঐ সকল বন্ধুর সাথে আছেন, যারা তাদের প্রতি অর্পিত আল্লাহর আদেশ-নিষেধের দায়িত্বের ব্যাপারে তাঁকে ভয় করে।

- ইমাম তবারী রহ. বলেন, "এবং তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের যুদ্ধের সময় তোমরা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস কর যে, আল্লাহ তোমাদের সাথে আছেন। তিনি তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করবেন। তোমরা যদি আল্লাহর ফরজ বিধানসমূহ পালন করার মাধ্যমে এবং গুনাহসমূহ থেকে বেঁচে থাকার মাধ্যমে তাঁকে ভয় কর; তাহলে যারা আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তাদের অবশ্যই সাহায্য করবেন।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

أَلَا إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

"শোন! শরীরের মাঝে একটি মাংসপিণ্ড আছে, যখন তা শুদ্ধ হয়ে

৮. সূরা তাওবা: ০৪
৯. সূরা তাওবা: ১২৩

যায়, তখন পুরো শরীর শুদ্ধ হয়ে যায়। আর যখন তা নষ্ট হয়ে যায়, তখন পুরো দেহ নষ্ট হয়ে যায়। শোন! আর সেটাই হলো কলব।"[১০]

* তাকওয়ার স্থান:

ইবনে রজব রহ. বলেন, তাকওয়া বা পাপাচারের মূল উৎস হলো অন্তর। তাই যখন অন্তর নেক ও তাকওয়াবান হয়ে যায়, তখন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও নেককার হয়ে যায়। আর যখন অন্তর পাপাচারী হয়, তখন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও পাপাচারী হয়ে যায়।

* তাকওয়া কী?

আবু হুরায়রা রাযি. কে প্রশ্ন করা হলো, তিনি বললেন, তুমি কি কখনও কণ্টকময় ভূমি অতিক্রম করেছ? লোকটি বলল, হাঁ। তিনি বললেন, তখন তুমি কী কর? লোকটি বলল, আমি তার থেকে আত্মরক্ষা করি। তখন তিনি বললেন, ঠিক এভাবে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা হচ্ছে তাকওয়া।

* বেশি আমল, আবার বেশি গুনাহ:

জনৈক লোক ইবনে আব্বাস রাযি. কে বলল, কোন ব্যক্তি আপনার নিকট অধিক পছন্দনীয়; যে কম আমল করে এবং কম গুনাহ করে, নাকি যে বেশি গুনাহ করে এবং বেশি আমল করে? তিনি বললেন, আমি কোনো কিছুকে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার সমতুল্য মনে করি না।

* মুত্তাকীদের কতিপয় বৈশিষ্ট্য:

তাঁরা নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য উপস্থাপন করার পূর্বেই সত্যকে স্বীকার করে নেয়, জেনে নেয় এবং তা আদায় করে নেয়। আর বাতিলকে প্রত্যাখ্যান করে, তা থেকে বেঁচে থাকে এবং সেই মহান রব আল্লাহকে ভয় করে; যাঁর নিকট কোনো গোপন বিষয়ই গোপন থাকে না।

তাঁরা আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী আমল করে। কিতাব যা কিছুকে হারাম করেছে, তাকে হারাম বলে এবং যা হালাল করেছে, তাকে হালাল বলে।

....

১০. সহীহ বুখারী: ৫২; সহীহ মুসলিম: ১৫৯৯

তাঁরা আমানতের খেয়ানত করে না, পিতামাতার অবাধ্যতা করে না, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে না, প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না, স্বীয় মুসলিম ভাইদের মারধর করে না। যারা তাঁদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তাঁরা তাদের সাথে সম্পর্ক জুড়ে রাখে।

যারা তাঁদের বঞ্চিত করে, তাঁরা তাদের দান করে। যারা তাঁদের প্রতি জুলুম করে, তাঁরা তাদের ক্ষমা করে দেয়।

তাঁদের থেকে সর্বদা কল্যাণের প্রত্যাশা করা হয়। তাঁদের তরফ থেকে কোনো প্রকার অকল্যাণ আসবে না, এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকা যায়।

তাঁরা মিথ্যা বলে না, গীবত, কপটতা, চোগলখুরী কিংবা হিংসা করে না।

লোক দেখানো কোনো কিছু করে না, মানুষকে সন্দেহে ফেলে না, মানুষের ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে না।

রবকে না দেখেই সত্যিকার অর্থেই তাঁকে ভয় করে এবং কিয়ামত দিবসের ভয়াবহ অবস্থার ব্যাপারে শঙ্কিত থাকে।

*** তাকওয়ার মর্মবাণী:**

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ حَتَّى يَدَعَ مَالَا بَأْسَ بِهِ حَذَرًا لِمَا بِهِ بَأْسٌ

"বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত মুত্তাকী হতে পারবে না; যতক্ষণ না সে সমস্যা থেকে বাঁচার জন্য তৎপ্রতি ধাবিতকারী সমস্যাহীন বস্তুগুলোকে পরিত্যাগ করবে।"[১১]

*** মর্যাদার মানদণ্ড তাকওয়া:**

আল্লাহর নিকট মর্যাদার মানদণ্ড হলো তাকওয়া। আল্লাহ বলেন–

....

১১. সুনানে তিরমিযী: ২৪৫১; সুনানে ইবনে মাজাহ: ৪২১৫

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ "নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত সে-ই, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক তাকওয়াবান।"[১২]

আল্লামা সা'দী রহ. বলেন: আল্লাহর নিকট মর্যাদা তাকওয়ার মাধ্যমে অর্জিত হয়। তাই মানুষের মধ্যে আল্লাহর নিকট সর্বাধিক মর্যাদাবান সে, যে সর্বাধিক তাকওয়াবান; তথা সর্বাধিক আনুগত্যকারী, গুনাহ থেকে দূরত্ব অবলম্বনকারী। অধিক আত্মীয়-স্বজন বা অধিক লোকবিশিষ্ট গোত্রের অধিকারী ব্যক্তি সর্বাধিক মর্যাদাবান নয়। আর আল্লাহই ভালো জানেন, কে গোপনে-প্রকাশ্যে আল্লাহকে ভয় করে? আর কে শুধু প্রকাশ্যে ভয় করে, গোপনে ভয় করে না ? তারপর তিনি প্রত্যেককেই আপন আপন প্রাপ্য অনুযায়ী প্রতিদান দেবেন।

উপরোক্ত বিষয়টি বোঝার পর এটাও জেনে রাখা প্রয়োজন যে, তাকওয়া হচ্ছে আল্লাহর আদেশসমূহ পালন করা এবং নিষিদ্ধ বিষয়াদি থেকে বেঁচে থাকা। সুতরাং মুত্তাকী তাঁরাই, আল্লাহ যাঁদের সেই কাজে দেখতে পান, যে কাজের জন্য তিনি তাঁদের আদেশ করেছেন। আর যে কাজ থেকে তিনি বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন, তাঁরা সে কাজের দিকে অগ্রসর হয় না।

*** তাকওয়া এবং স্বপ্নে তার প্রতিক্রিয়া:**

হিশাম ইবনে হাসসান রহ. বলেন, ইবনে সিরীন রহ. কে শত শত স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হতো। এর উত্তরে তিনি কেবল এ কথাই বলতেন যে, আল্লাহকে ভয় করো। জাগ্রত অবস্থায় ভালো কাজ করো। কারণ, তুমি স্বপ্নে যা দেখেছ, তা তোমার কোনো ক্ষতি করবে না।

*** আল্লাহকে ভয় কর:**

হযরত লুকমান তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন, হে বৎস! আল্লাহকে ভয় কর। আর শোন! সম্মান কুড়ানোর উদ্দেশ্যে মানুষদের দেখাতে যাবে না যে, তুমি মুত্তাকী হয়ে গেছ। অথচ প্রকৃত অর্থে, তুমি এক পাপিষ্ঠ আত্মাই রয়ে গেছ।

....

১২. সূরা হুজুরাত: ১৩

জা'ফর রহ. বলেন, আল্লাহকে ভয় কর। দীনের ব্যাপারে তোমার নিজস্ব খেয়াল মতো যুক্তি খাটিয়ো না। কারণ, সর্বপ্রথম যুক্তি খাটিয়েছে ইবলিস। আল্লাহ্ যখন আদমকে সিজদা করতে আদেশ করলেন, তখন সে বলেছিল–

أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ

"আমি তো তার চেয়ে উত্তম। আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি দ্বারা।"[১৩]

ইমাম সুদ্দি রহ. আল্লাহর এ বাণীর ব্যাপারে বলেন–

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ

"মুমিন তো তাঁরাই যাঁদের সামনে আল্লাহর কথা স্মরণ করা হলে তাঁদের অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে।"[১৪]

অর্থাৎ এমন ব্যক্তি, যে জুলুম করতে ইচ্ছা করে অথবা গুনাহ করতে ইচ্ছা করে, তখন তাকে বলা হয়– আল্লাহকে ভয় করো! তখন তার অন্তর কেঁপে ওঠে।

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি.-এর কাছে দুজন ব্যক্তি মাঝে মাঝে কিছু বস্তু বিক্রয় করত। তাদের একজন বেশি বেশি শপথ করত। সে একদিন কিছু বিক্রয় করতে আসলে তখন বারবার শপথ করছিল। এরই মধ্যে এক ব্যক্তি তাদের এ অবস্থা দেখে বিক্রেতাকে বলল, আল্লাহকে ভয় করো। অধিক শপথ তোমার রিজিক বৃদ্ধি করবে না, আর কসম না করলেও তোমার রিজিক হ্রাস পাবে না।

ইমাম আবু হানীফা রহ.কে বলা হলো, আল্লাহকে ভয় করুন। তখন তাঁর শরীর কেঁপে ওঠল। তাঁর চেহারা মলিন হয়ে গেল। তিনি মাথা নিচু করে ফেললেন। বললেন, আল্লাহ্ তোমাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

....

১৩. সূরা আ'রাফ: ১২

১৪. সূরা আনফাল: ০২

الصدق منجاة

সত্যই মুক্তি

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আর সত্যবাদীদের সঙ্গী হও।"[১৫]

*** সত্যবাদিতার নিদর্শন:**

কথা ও কাজে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি তালাশ করা, অনর্থক সাজ-সজ্জা পরিত্যাগ করা, মাখলুকের কল্যাণ কামনা করা এবং সত্য কথা বলা।

*** তোমার জিহ্বাকে সত্য ও কল্যাণকর কথনে অভ্যস্ত কর:**

কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ.

"মুখের অযাচিত কথাবার্তাই মানুষকে অধঃমুখী করে বা নাকের ওপর করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে।" "[১৬]

তোমার জিহ্বাকে সত্য কথা বলতে অভ্যস্ত কর; তাহলে তুমি সৌভাগ্যবান হতে পারবে। জনৈক কবি বলেন—

عَوِّدْ لِسَانَكَ قَوْلَ الصِّدْقِ تَحْظَ بِهِ *** إِنَّ اللِّسَانَ لِمَا عَوَّدْتَ مُعْتَادُ

'তোমার জিহ্বাকে সত্যবাদিতায় অভ্যস্ত করে তোল; সফলকাম হবে। কারণ, জিহ্বাকে তুমি যাতে অভ্যস্ত করবে, জিহ্বা তাতেই অভ্যস্ত হবে।'

....

১৫. সূরা তাওবা: ১১৯

১৬. সুনানে তিরমিযী: ২৬১৬

*** সত্য সর্বাবস্থায়ই কল্যাণকর:**

হযরত উমর রাযি. বলেন, সত্য আমাকে নিচু করা–আর এমনটা কমই হয়ে থাকে–মিথ্যার আশ্রয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করে ফেলা–আর এমনটাও কমই হয়ে থাকে–এর চেয়ে আমার কাছে অধিক পছন্দনীয়। কারণ, মিথ্যার দ্বারা অর্জিত জনপ্রিয়তা অতি সামান্য।

জনৈক হাকিম বলেন, সত্য তোমাকে মুক্তি দেবে; যদিও তুমি তাকে ভয় কর। আর মিথ্যা তোমাকে ধ্বংস করবে; যদিও তুমি তাকে নিরাপদ মনে কর।

- শাইখুল ইসলাম রহ. বলেন, তাই সত্য হলো, সকল কল্যাণের চাবিকাঠি ; যেমনিভাবে মিথ্যা হলো, সকল অকল্যাণের কলকাঠি।

*** কখন তুমি সত্যবাদিতা থেকে বঞ্চিত হবে?** সাহল আত-তাসতারী রহ. বলেন, যে অনর্থক কথাবার্তা বলে, সে-ই সততা থেকে বঞ্চিত হয়।

*** সর্বনিম্ন সত্যবাদিতা:** কুশাইরী রহ. বলেন, সর্বনিম্ন সত্য হলো, ভেতর এবং বাহির এক রকম হওয়া।

*** সত্যই শ্রেষ্ঠ সহায়ক:** শাইখুল ইসলাম রহ. বলেন, যার মাঝে আল্লাহ সততা পেয়েছেন, তিনি তাকে সাহায্য করবেন।

*** সত্যবাদিতার কিছু নিদর্শন:** বিপদাপদ এবং ইবাদত সবই গোপন রাখা এবং মানুষ এ ব্যাপারে অবগত হোক–এটাকে অপছন্দ করা।

*** সর্বাধিক উপকারী সত্যবাদিতা:** আল্লাহর নিকট নিজের দোষ-ত্রুটি স্বীকার করা। আর সর্বাধিক উপকারী লজ্জা হলো, তুমি তাঁর কাছে এমন কিছু প্রার্থনা করতে লজ্জাবোধ কর, যা তুমি ভালোবাস আর তিনি অপছন্দ করেন।

*** সূক্ষ্ম হিসাব:** আবেদা উম্মে রাবেয়া আশ-শামিয়া রহ. বলেন, আমার আস্তাগফিরুল্লাহ বলার মাঝে সত্যবাদিতার কমতির কারণে আমি পুনরায় আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

*** স্বপ্নে সত্যবাদিতার প্রতিক্রিয়া:**

শাইখুল ইসলাম রহ. বলেন, নেককারদের স্বপ্ন বেশির ভাগ সত্য হয়। কখনও তাতে এমন কিছুও ঘটে; যা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হয় না।

ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন, যে চায়, তার স্বপ্ন সত্য হোক; সে যেন সর্বদা সত্য বলে। এর প্রমাণ হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই হাদীস– وَأَصْدَقُكُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُكُمْ حَدِيثًا "তোমাদের মধ্যে তার স্বপ্ন সর্বাধিক সত্য, যে তার কথায় সর্বাধিক সত্যবাদী।"[১৭]

*** সত্য কথা কখনও কখনও কবীরা গুনাহকেও মিটিয়ে দেয়:**

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, কখন একটি নেক কাজের সাথে সত্যবাদিতা ও দৃঢ় বিশ্বাস যুক্ত থাকার কারণে তা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, তা অনেক কবীরা গুনাহকে মিটিয়ে দেয়।

*** কীভাবে তুমি তোমার নামাজে সত্যনিষ্ঠ হবে?**

ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন, সত্যনিষ্ঠতা ও কল্যাণকামিতার নিদর্শন হলো, নামাজে অন্তর আল্লাহর জন্য নিবিষ্ট থাকা। আল্লাহর প্রতি মনোযোগ ফেরানোর জন্য পূর্ণ চেষ্টা করা, স্বীয় অন্তরকে নামাজেই নিবদ্ধ রাখা এবং বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণভাবে সর্বোত্তম ও পূর্ণাঙ্গরূপে নামাজ আদায় করা। কারণ, নামাজের একটি প্রকাশ্য ও একটি ভেতরগত দিক আছে।

*** সত্যবাদিতার বিভিন্ন প্রকার:**

ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন, الَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ "যিনি সত্য নিয়ে এসেছেন" এ আয়াতের অর্থ হলো, 'কথা, কাজ ও সর্বাবস্থায় সত্যবাদিতাই যাঁর বৈশিষ্ট্য।' সত্যবাদিতা হয় এ তিনটি জিনিসের মধ্যে–

- **কথায় সত্যবাদিতা:** শস্যের ছড়ার সাথে কাণ্ডের যেরূপ মিল থাকে, কথার সাথে জিহ্বার সেরূপ মিল থাকা।

....

১৭. সহীহ মুসলিম: ২২৬৩

- **কাজে সত্যবাদিতা:** দেহের সাথে মাথার যেরূপ মিল থাকে, বাস্তবতার সাথে কাজকর্মের সেরূপ মিল থাকা।

- **অবস্থায় সত্যবাদিতা:** অন্তর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কার্যাবলি একনিষ্ঠভাবে সম্পন্ন হওয়া এবং এর জন্য চেষ্টা-পরিশ্রম করা, নিজের শক্তি-সামর্থ্য ব্যয় করা।

এগুলো অর্জনের মাধ্যমে একজন বান্দা তাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে, যারা সত্যবাদীদের কাতারে শামিল হয়েছে। এগুলো পূর্ণরূপে আদায়ের মাধ্যমে তার সত্যবাদিতার মধ্যেও পূর্ণতা অর্জিত হবে।

“মুখের অযাচিত কথাবার্তাই মানুষকে অধঃমুখী করে বা নাকের ওপর করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে।”

[সুনানে তিরমিযী: ২৬১৬]

حسن الظن بالله تعالى

আল্লাহ তাআলা'র প্রতি সুধারণা

*** আল্লাহর প্রতি সুধারণার তাৎপর্য:**

তা হচ্ছে আল্লাহর প্রতি এমন ধারণা পোষণ করা, যা তাঁর জন্য উপযুক্ত এবং এমন বিশ্বাস রাখা, যা তাঁর মহত্ত্ব এবং উত্তম নামসমূহ ও সুউচ্চ গুণাবলির যথার্থতা অনুযায়ী হয়। যা মুমিনের জীবনে এমন প্রভাব সৃষ্টি করবে, আল্লাহ যাতে সন্তুষ্ট হবেন। আলী ইবনে আবী তালিব রাযি. বলেন, আল্লাহর প্রতি সুধারণা হলো– তুমি কেবলমাত্র আল্লাহর থেকেই আশা করবে, আর তোমার গুনাহের ব্যাপারে ভয় করবে।

*** আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না:**

তোমার গুনাহ যেন তোমার কাছে এমন বিশাল মনে না হয় যে, সেটা তোমাকে আল্লাহর প্রতি সুধারণা করা থেকে ফিরিয়ে রাখে এবং তাঁর রহমত থেকে নিরাশ করে। কারণ, যে স্বীয় রবকে এবং তাঁর দয়া ও উদারতাকে জেনেছে, সে তাঁর দয়া ও ক্ষমার সামনে নিজের গুনাহকে ছোটই মনে করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন–

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

"বলুন, হে আমার বান্দারা! যারা নিজ আত্মার ওপর জুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হোয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[১৮]

*** মৃত্যুর সময় সুধারণা রাখা:**

ইমাম ইশবিলী রহ. বলেন, মৃত্যুর সময় আল্লাহর প্রতি সুধারণা রাখা

....

১৮. সূরা জুমার: ৫৩

ওয়াজিব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللهِ

"তোমাদের কেউ যেন আল্লাহর ওপর সুধারণা পোষণ না করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ না করে।"[১৯]

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, যখন তোমরা দেখবে, কারও মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে, তখন তাকে সুসংবাদ দেবে; যাতে সে স্বীয় রবের প্রতি সুধারণা রাখা অবস্থায় তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে। আর যখন সে জীবিত থাকে, তখন তাকে তার রবের ব্যাপারে ভয় দেখাবে এবং তাঁর কঠিন শাস্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেবে।

*** আল্লাহর প্রতি সুধারণার একটি নিদর্শন:** আল্লাহর ইবাদতে কঠোর পরিশ্রম করা।

*** অন্তরের স্বস্তি:** বলা হয়ে থাকে, নিরাশা তাতে আক্রান্ত ব্যক্তিকে ধ্বংস করে দেয়। আর আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ করার মাঝে অন্তরের প্রশান্তি ও স্বস্তি রয়েছে।

*** সুধারণার ফলাফলসমূহ:**

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন, সেই সত্তার শপথ! যিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই! যে কেউ আল্লাহর প্রতি সুধারণা রাখবে, আল্লাহ তাকে উক্ত ধারণা অনুপাতে দান করবেন। কারণ, কল্যাণ তাঁরই হাতে।

সুহাইল রহ. বলেন, আমি মালিক ইবনে দিনার রহ. কে তাঁর মৃত্যুর পর স্বপ্নে দেখলাম। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আবু ইয়াহইয়া! আমি যদি জানতাম, আপনি আল্লাহর সামনে কী নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন? তিনি বললেন, আমি অনেকগুলো গুনাহ নিয়ে উপস্থিত হয়েছি, আল্লাহর প্রতি আমার সুধারণা সেগুলোকে মিটিয়ে দিয়েছে।

....

১৯. সহীহ মুসলিম: ২৮৭৭

ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন, যখনই বান্দা আল্লাহর প্রতি উত্তম ধারণা, ভালো আশা ও যথাযথ তাওয়াক্কুল করে, তখন আল্লাহ তাআলা কিছুতেই তার আশা ভঙ্গ করেন না। কারণ, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোনো আশা পোষণকারীর আশা ব্যর্থ করেন না এবং কোনো আমলকারীর আমল বিনষ্ট করেন না।

- আল্লাহর প্রতি সুধারণা অন্তরকে আমলের ওপর শক্তিশালী করে

কারণ, তখন তো আপনি বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ আপনার দুর্বলতাকে শক্তিতে পরিণত করবেন। তিনি স্বীয় বান্দার সব খবর রাখেন এবং তিনি দৃঢ় ও প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী।

- আল্লাহর প্রতি সুধারণা উত্তম পরিসমাপ্তির অন্যতম উপায়

আর মন্দ ধারণা মন্দ পরিসমাপ্তির কারণ। তাই বান্দার উচিত– এ কথার প্রতি বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহ অণু পরিমাণও জুলুম করেন না, তিনি মানুষের প্রতি সামান্যতমও অবিচার করেন না। তিনি বান্দার সাথে তেমনই ফায়সালা করেন, বান্দা যেমন তাঁর সম্পর্কে ধারণা করে থাকে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

يَقُولُ اللهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي

"আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি বান্দার সাথে তেমনই ফায়সালা করি, বান্দা আমার ওপর যেমন ধারণা করে। আর সে যখন আমাকে স্মরণ করে, তখন আমি তার সাথেই থাকি।"[২০]

কোনো বুজুর্গ বলেছেন, তোমার যে কোনো বিপদ দূর করার জন্য আল্লাহর প্রতি সুধারণার আমলটি করো। কারণ, এটাই সমাধানের সহজ পথ।

মুমিন যতক্ষণ স্বীয় রবের প্রতি সুধারণা রাখে, ততক্ষণ তার অন্তর প্রশান্ত থাকে এবং তার মন স্বস্তিতে থাকে। আল্লাহর ফায়সালা ও তাকদীরের প্রতি সন্তুষ্টি এবং স্বীয় রবের প্রতি আনুগত্যের মহামূল্যবান চাদর তাকে ঢেকে রাখে।

....

২০. সহীহ বুখারী: ৭৪০৫; মুসলিম: ২৬৭৫

মুমিনের অন্তর তার রবের প্রতি সুধারণা রাখে, সর্বদা তাঁর থেকে কল্যাণেরই আশা করে। সুখে-দুঃখে সর্বদা তাঁর থেকে কল্যাণের আশা করে এবং আল্লাহর প্রতি এ বিশ্বাস রাখে যে, তিনি সর্বাবস্থায়ই তার কল্যাণ চান। এর রহস্য হলো, তার অন্তর তো আল্লাহর সাথে মিলিত। আর আল্লাহর থেকেই অবিরত কল্যাণের ফল্গুধারা প্রবাহিত হয়। তাই যখনই অন্তর তাঁর সাথে মিলিত হবে, তখনই সে এই প্রকৃত বাস্তবতাকে স্পর্শ করতে পারবে, তা সরাসরি প্রত্যক্ষ করার অনুভূতি লাভ করবে এবং তার স্বাদ আস্বাদন করবে।

* একটি জঘন্য ভুল ও সীমাহীন অজ্ঞতা:

সাফারিনী রহ. বলেন: অনেক অজ্ঞ ও মূর্খের চরিত্র হলো, আল্লাহর আদেশ নিষেধের তোয়াক্কা করে না; কিন্তু তাঁর প্রশস্ত দয়া ও ক্ষমার ওপর ভরসা করে আর মনে করে আল্লাহর প্রতি সুধারণা রাখাই যথেষ্ট। এটা একটা জঘন্য ভুল এবং সীমাহীন অজ্ঞতাপূর্ণ একটি কাজ। কারণ, তুমি যাঁর আনুগত্য করো না, তাঁর দয়ার আশা করা বোকামি ও আত্মপ্রবঞ্চনা। নিম্নলিখিত আয়াতে এ কথাই বলা হয়েছে।

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ

"এরপর তাদের পর তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়ে কিতাব (তাওরাত)-এর উত্তরাধিকারী হলো এমন সব উত্তরপুরুষ; যারা এ দুনিয়ার তুচ্ছ সামগ্রী (ঘুষরূপে) গ্রহণ করত এবং তারা বলত, 'আমাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে।' কিন্তু তার অনুরূপ সামগ্রী তাদের কাছে পুনরায় আসলে তারা (ঘুষরূপে) তাও নিয়ে নিত।"[২১]

* বান্দার অন্তরে কীভাবে দুটি বিপরীত বিষয় একত্রিত হয়?

ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন, একজন বান্দার অন্তরে কীভাবে এ দুটি জিনিস একত্রিত হতে পারে যে, সে এ কথার বিশ্বাস করবে– সে আল্লাহর সঙ্গে

....

২১. সূরা আ'রাফ: ১৬৯

সাক্ষাৎ করবে, আল্লাহ তার কথাবার্তা শোনেন, তার অবস্থান দেখেন, তার গোপন-প্রকাশ্য সবকিছু জানেন, তার কোনো গোপন বিষয়ই তাঁর নিকট গোপন নয়, সে তাঁর সামনে দণ্ডায়মান হবে এবং তাকে তার প্রত্যেক কাজের জবাবদিহি করতে হবে; অথচ সে তাঁর অসন্তুষ্টির মাঝে অবস্থান করছে, তাঁর আদেশগুলো লঙ্ঘন করছে, তাঁর হকসমূহ নষ্ট করছে, আর এতদসত্ত্বেও আবার সে আল্লাহর প্রতি সুধারণা করছে। এটা কি আত্মপ্রবঞ্চনা ও অলীক স্বপ্ন ছাড়া অন্য কিছু?

*** তাওয়াক্কুলের নামই কি আল্লাহর প্রতি সুধারণা?**

ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন, কেউ কেউ তাওয়াক্কুলের ব্যাখ্যা করেছেন– 'আল্লাহর প্রতি সুধারণা করা'। কিন্তু প্রকৃত কথা হলো, আল্লাহর প্রতি সুধারণা তাওয়াক্কুলের প্রতি উদ্বুদ্ধকারী। কারণ, যার প্রতি তোমার খারাপ ধারণা বা যার থেকে তুমি আশা কর না, তার ওপর তোমার তাওয়াক্কুল করা সম্ভব নয়।

*** কীভাবে আল্লাহর প্রতি সুধারণা আছে বলে বুঝতে পারবে?**

তা এভাবে যে, তোমার মধ্যে এ বিশ্বাস সৃষ্টি হবে– আল্লাহ তাআলাই তোমার সমস্যা সমাধানকারী, তিনিই তোমার অস্থিরতা-দূরকারী। কারণ, বান্দা যখন তার রবের প্রতি সুধারণা পোষণ করে, তখন আল্লাহ তাআলা তাঁর বরকতের দরজাসমূহ এমনভাবে খুলে দেন, যা সে কল্পনাও করতে পারে না। তাই হে আল্লাহর বান্দা! তুমি আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ করবে; তাহলে তুমি আল্লাহর থেকে এমন কিছু দেখতে পাবে, যা তোমাকে আনন্দিত করবে। আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা বলেন–

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، إِنْ ظَنَّ خَيْرًا فَلَهُ، وَإِنْ ظَنَّ شَرًّا فَلَهُ

"আমি বান্দাকে তেমনই দিয়ে থাকি, বান্দা আমার প্রতি যেভাবে ধারণা করে থাকে। সে যদি ভালো ধারণা করে তার জন্য তা-ই। আর যদি খারাপ ধারণা করে; তবে তার জন্য তা-ই।"[২২]

....

২২. মুসনাদে আহমাদঃ ৯০৭৬

তাই আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ কর এবং তোমার আশা-ভরসা শুধু তাঁর সাথে সম্পৃক্ত কর। আর আল্লাহর প্রতি খারাপ ধারণা করা থেকে বেঁচে থাক, কারণ এটা মারাত্মক ধ্বংসাত্মক বিষয়। আল্লাহ তাআলা বলেন–

الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

"যারা আল্লাহর সম্পর্কে কুধারণা করে, মন্দ পালাবর্তন তাদেরই ওপর। আল্লাহ তাদের প্রতি ক্রোধান্বিত হয়েছেন এবং তাদেরকে নিজ রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন জাহান্নাম। তা কতই না মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল।"[২৩]

*** মুমিনের ধারণা ও মুনাফিকের ধারণার মাঝে পার্থক্য:**

হাসান বসরী রহ. বলেন, মুমিন বান্দা তাঁর রবের প্রতি সুধারণা পোষণ করে; তাই সে ভালো আমল করে। আর আল্লাহর প্রতি মুনাফিকের ধারণা হয় মন্দ; তাই সে খারাপ আমল করে।

*** কোন জিনিস তোমাকে ভালো আমলে উদ্বুদ্ধ করবে?**

আবু হুরায়রা রাযি. বলেন, আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ করা আল্লাহ তাআলার উত্তম ইবাদতসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

জেনে রেখ, আল্লাহর প্রতি সুধারণা স্বতন্ত্র একটি ইবাদত। কারণ, যে বিষয়টি বান্দাকে ভালো আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে, তা হচ্ছে– আল্লাহর প্রতি তার এ ধারণা যে, আল্লাহ তাকে তার আমলের প্রতিদান বা বিনিময় দান করবেন এবং তার থেকে তা কবুল করবেন। সুতরাং যে জিনিসটি তাকে আমল করতে উদ্বুদ্ধ করল, তা হচ্ছে সুধারণা। তাই যখনই তার রবের প্রতি তার ধারণা সুন্দর হবে, তখনই তার আমলও সুন্দর হবে। অন্যথায়, প্রবৃত্তির অনুসরণের সাথে আল্লাহর প্রতি সুধারণা অনর্থক।

....

২৩. সূরা ফাতহ: ০৬

মোটকথা মুক্তির মাধ্যমগুলো অর্জন করার সাথেই সুধারণা হয়ে থাকে। ধ্বংসের কাজ করে সুধারণা করা যায় না ।

*** নিন্দনীয় প্রত্যাশা:**

ফরজ-ওয়াজিব পরিহার করে এবং গুনাহের কাজে লিপ্ত হয়ে আল্লাহর প্রতি সুধারণা করাই হলো নিন্দনীয় প্রত্যাশা। আর এটা আল্লাহর পাকড়াওয়ের ব্যাপারে নির্ভিক হয়ে যাওয়ারও নামান্তর।

*** আল্লাহর প্রতি ধারণার ক্ষেত্রে অধিকাংশ মানুষের অবস্থা:**

ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন, সৃষ্টজীবের অধিকাংশ; বরং প্রায় সবাই–শুধু তারা ব্যতীত, আল্লাহ যাদের ব্যাপারে ইচ্ছা করেননি–আল্লাহর প্রতি অন্যায় ধারণা পোষণ করে। কারণ, অধিকাংশ মানুষ এ ধারণা করে যে, সে ন্যায্য অধিকার পায়নি। তার পাওনা অসম্পূর্ণ রয়েছে। আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন, তার চেয়ে সে বেশি পাওয়ার অধিকার রাখে।

তার ভাবের অবস্থা হলো: আমার রব আমার প্রতি জুলুম করেছে (নাউযু বিল্লাহ) এবং আমি যার হকদার ছিলাম, আমাকে তা থেকে বঞ্চিত করেছে। এ ব্যাপারে তার মন তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়; যদিও মুখে সে তা স্বীকার করে না বা স্পষ্টভাবে বলার মতো দুঃসাহসিকতা দেখায় না।

*** আল্লাহর প্রতি মন্দ ধারণা করার পরিণতি ভয়াবহ:**

কারণ, আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ করা তাওহীদের জন্য একটি আবশ্যকীয় বিষয়। যা আল্লাহর রহমত, অনুগ্রহ, সম্মান, হিকমত ও তাঁর সমস্ত নাম ও গুণাবলির প্রতি ঈমান রাখার কারণেই হয়ে থাকে। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা'র প্রতি মন্দ ধারণা তাওহীদের বিরোধী।

*** আল্লাহর প্রতি মন্দ ধারণার কয়েকটি নমুনা:**

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি এ ধারণা করে যে, তিনি তাঁর রাসূলকে সাহায্য করেন না, রাসূলের লক্ষ্যকে পূর্ণ করেন না, রাসূলকে এবং তাঁর সাহাবীদের শক্তিশালী করেন না, শত্রুদের বিরুদ্ধে

তাঁদের বিজয় দান করেন না এবং তাঁর কিতাব ও দ্বীনের নুসরত করেন না; তাহলে সে আল্লাহর প্রতি কুধারণা পোষণ করল।

যে আল্লাহর ব্যাপারে এমন ধারণা করল যে, তিনি তাঁর ওলীদেরকে তাঁদের নেক আমল ও ইখলাস সত্ত্বেও শাস্তি দেন বা তাঁদের সাথে ও তাঁদের শত্রুদের সাথে সমান আচরণ করেন, সে আল্লাহর প্রতি মন্দ ধারণা করল।

যে আল্লাহর প্রতি ধারণা করল, আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিজীবকে আদেশ-নিষেধ ছাড়া এমনিতেই ছেড়ে দেবেন, তাদের প্রতি রাসূল প্রেরণ করা হবে না, তাদের ওপর কিতাব অবতীর্ণ করা হবে না; বরং তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় অনর্থক ছেড়ে দেওয়া হবে, সে আল্লাহর প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করল।

যে ধারণা করল, সে আল্লাহর আদেশ পালন করে শুধু তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য নেক আমল করা সত্ত্বেও আল্লাহ তার উক্ত নেক আমল বিনষ্ট করে দেন এবং বান্দার পক্ষ থেকে কোনো কারণ ছাড়া সেগুলোকে নিষ্ফল করে দেন অথবা তার দোষ ছাড়া তাকে শাস্তি দেন, সে আল্লাহর প্রতি মন্দ ধারণা করল।

যে ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল কর্তৃক বর্ণিত আল্লাহর গুণাবলির বিপরীত ধারণা পোষণ করল বা স্বয়ং আল্লাহ তাআলাই যার বিবরণ দিয়েছেন অথবা আল্লাহ তাআলা'র সেসব হক উপেক্ষা করল, যেগুলো তিনি ও তাঁর রাসূলগণ বর্ণনা করেছেন; তাহলে সে আল্লাহর প্রতি কুধারণা করল। যে ধারণা করল, সে আল্লাহর জন্য কোনো কিছু বর্জন করলে, আল্লাহ তাকে এর থেকে উত্তম বিনিময় দান করবেন না, অথবা কেউ আল্লাহর জন্য কোনো কিছু করলে, তিনি তাকে তার থেকে উত্তম কিছু দান করবেন না, সে আল্লাহর প্রতি মন্দ ধারণা করল।

কেউ যদি মনে করে যে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে কোনো কিছু ত্যাগ করলে তার বিনিময় আল্লাহ দেবেন না বা তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কিছু করলে তার প্রতিদানে উত্তম কিছু তিনি দেবেন না; তাহলে সে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি কুধারণা পোষণ করল।

যে ধারণা করল, আল্লাহ কোনো অপরাধ ছাড়া তার প্রতি ক্রোধান্বিত হবেন, তাকে শাস্তি দেবেন বা তাকে বঞ্চিত করবেন, সে আল্লাহর প্রতি মন্দ ধারণা করল।

যে ধারণা করল, সে যদি সত্যিকার অর্থেও আল্লাহকে ভালোবাসে, তাঁকে ভয় করে, তাঁর নিকট মিনতি করে, প্রার্থনা করে, সাহায্য চায় এবং তাঁর ওপর ভরসা করে; তথাপি আল্লাহ তাকে ব্যর্থ করবেন, তার আবেদন পুরা করবেন না, সে আল্লাহর প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করল এবং তাঁর শানে যা উপযুক্ত নয়, তাঁর প্রতি তা ধারণা করল।

*** একজন হৃদয়বান বন্ধুর উপদেশঃ**

তাই নিজের হিত কামনাকারী জ্ঞানীগণ যেন এ বিষয়টির প্রতি লক্ষ করে! স্বীয় রবের প্রতি মন্দ ধারণার জন্য প্রতিটি সময় তাওবা ও ইস্তেগফার করে। বস্তুত নিজের নফসের প্রতি মন্দ ধারণা করা উচিত; যেটা সকল মন্দের উৎস, সকল অনিষ্টের মূল এবং যা অজ্ঞতা ও জুলুমের আধার। তাই আহকামুল হাকিমীন, সর্বশ্রেষ্ঠ ইনসাফগার ও সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান আল্লাহর প্রতি মন্দ ধারণার চেয়ে নিজের নফসের প্রতি মন্দ ধারণা করাই অধিক উপযুক্ত।

استعـينوا باللـه واصبـروا

“তোমরা আল্লাহর নিকট সাহায্য চাও এবং ধৈর্যধারণ কর।”[২৪]

*** আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা:**

আল্লাহ তাআলা'র প্রতি ভরসা, দৃঢ় বিশ্বাস ও যথাসাধ্য বিনয়বনত হয়ে কোনো কিছু প্রার্থনা করাই হচ্ছে তাঁর কাছে সাহায্য চাওয়া। আর এটা শুধু আল্লাহর জন্যই হতে হবে। আর এর মধ্যে তিনটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত:

১. আল্লাহর নিকট বিনয়াবনত হওয়া।

২. মহান আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখা।

৩. আল্লাহর ওপর ভরসা করা।

এগুলো একমাত্র আল্লাহর জন্যই হবে। যদি কেউ এ তিনটি বিষয়ের উপস্থিতিসহকারে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও কাছে প্রার্থনা করে; তাহলে সে আল্লাহর সাথে শিরক করল।

*** ফেতনা এবং প্রবৃত্তিপূজার যুগে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়ার গুরুত্ব:**

সর্বোচ্চ সাহায্য কেবল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা'র নিকটই চাওয়া হবে। এটা ফেতনার জমানা। প্রবৃত্তিপূজা, ধোঁকা ও প্রতারণার জমানা। এমন জমানা, যখন মানুষ শয়তানরা জিন শয়তানদের থেকে বড় চক্রান্তকারী হয়ে গেছে এবং ইবলিশরা জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, মানুষকে তাদের দ্বীনদারী, পবিত্রতা ও সচ্চরিত্র থেকে ফিরিয়ে রাখতে। তারা এমন এমন অশ্লীলতা ও হীনকাজ আবিষ্কার করছে; যা আকলও কল্পনা করতে পারে না।

সুতরাং মানুষের জন্য আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করা, বেশি বেশি দুআ করা এবং আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা আবশ্যক। যাতে নিজেকে আল্লাহ কর্তৃক হারামকৃত বস্তুসমূহ থেকে বাঁচানো সম্ভব হয়, এ সকল ফেতনার

....

২৪. সূরা আ'রাফ: ১২৮

মুকাবেলায় দৃঢ় সংকল্প করা যায় এবং স্বীয় আত্মরক্ষার বিষয়সমূহ অর্জন করা সহজ হয়। হাদীসের মধ্যে এসেছে–

تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

"তোমরা প্রকাশ্য ও গোপন ফেতনা থেকে আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর।"[২৫]

*** আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করার সুফলঃ**

শাইখুল ইসলাম রহ. বলেন, যখন আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা হয়, তাঁর থেকে পথনির্দেশ কামনা করা হয়, তাঁর নিকট দুআ করা হয়, তাঁর নিকট মুখাপেক্ষিতা প্রকাশ করা হয় এবং তিনি যে পথে চলার আদেশ করেছেন, সে পথে চলা হয়; তখন আল্লাহ তাআলা ঈমানদারদেরকে স্বীয় হুকুমে সেই হক্বের ব্যাপারে পথনির্দেশনা দান করেন, যার ব্যাপারে তারা দোদুল্যমানতার শিকার ছিল। আর আল্লাহ যাকে চান, সরল পথের দিশা দেন।

যখন একজন মুসলিম জানবে, যে অমুখাপেক্ষী ক্ষমতাবানের হাতে সকল কল্যাণ রয়েছে, তিনি হচ্ছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা, তখন সে সৃষ্টিজীব থেকে ভ্রুক্ষেপহীনতা ও অমুখাপেক্ষিতার শিক্ষা লাভ করবে। সে জানতে পারবে যে, তা পাওয়ার একমাত্র পথ হচ্ছে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়া, তাঁর ওপর ভরসা করা, তাঁর ইবাদত করা এবং তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করা। সাথে সাথে চেষ্টা ও আমলের উপাদানগুলোও গ্রহণ করবে। এভাবে একজন মুসলিম তার চেহারাকে লাঞ্ছনা ও ভিক্ষাবৃত্তি থেকে এবং যে কোনো মানুষের নিকট হাত পাতা, নত হওয়া থেকে হেফাজত করতে পারবে; ফলে তার সম্মান রক্ষা পাবে এবং তার মর্যাদা ও অবস্থান সুসংরক্ষিত থাকবে।

ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন, সর্বদা আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা এবং তাঁর সন্তুষ্টির কার্যাবলি সম্পাদন করা ব্যতীত শয়তানের ফাঁদ ও চক্রান্ত থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনো পথ নেই।

....

২৫. সহীহ মুসলিমঃ ২৮৬৭

কোনো ইবাদত পালনের জন্য আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা। যেমন, আযানে: حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ ও حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ (নামাজের দিকে আস, সফলতার দিকে আস) বলার সময় لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ (অর্থাৎ 'আল্লাহর সাহায্য ছাড়া (গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার) কোনো উপায় এবং (নেক কাজ করার) করার কোনো শক্তি কারও নেই' বলা। কারণ, এটা নামাজ আদায়ের জন্য আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা'র নিকট সাহায্য ও আশ্রয় প্রার্থনা পরকালে মুক্তি ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভের জন্য বড় মাধ্যম হবে। কারণ, দয়াময় আল্লাহর দানের কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। যেমন কবি বলেন–

> 'যখন কোনো যুবকের পক্ষে আল্লাহর সাহায্য থাকবে না,
>
> তখন তার নিজের প্রচেষ্টাই সর্বপ্রথম তার ক্ষতি করবে।'

জনৈক সালাফ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি তাঁর ছাত্রকে জিজ্ঞেস করলেন, যখন শয়তান তোমার নিকট গুনাহকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে দেখাবে, তখন তুমি কী করবে? সে বলল, আমি তার বিরুদ্ধে মুজাহাদা করব। তিনি বললেন, এটা তো অনেক দীর্ঘ হবে। আচ্ছা বল তো, তুমি যদি একটি বকরির পালের নিকট দিয়ে গমন কর আর তখন তার (রাখালের) কুকুরটি তোমাকে দেখে ঘেউ ঘেউ করে, পথ অতিক্রম করতে বাধা দেয়, তখন তুমি কী করবে? সে বলল, আমি তার সাথে লড়াই করব এবং সর্বসাধ্য দিয়ে তাকে ফিরাব। তিনি বললেন, এটা দীর্ঘ হবে। কিন্তু তুমি যদি বকরির রাখালের কাছে (কুকুরটিকে তাড়ানোর জন্য) সাহায্য চাও; তাহলে সে-ই তোমার কাছ থেকে কুকুরটিকে তাড়িয়ে দেবে। এমনিভাবে যখন তুমি শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ পেতে চাইবে, তখন তার সৃষ্টিকর্তার নিকট সাহায্য চাইবে; তাহলে তিনিই তোমার জন্য যথেষ্ট হবেন এবং তোমাকে সাহায্য করবেন।

যে সকল বিষয় কষ্ট দূর করে: আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা, তাঁর ওপর ভরসা করা, তাঁর ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকা এবং তাঁর নির্ধারিত তাকদীরের প্রতি আত্মসমর্পণ করা।

সর্বদা আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনার গুরুত্ব: শাইখুল ইসলাম রহ. বলেন, বান্দা আল্লাহর ইবাদতের জন্য ও অন্তর স্থির রাখার জন্য সর্বদাই আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করার প্রতি মুখাপেক্ষী। আর আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কারও পক্ষে কোনো নেক আমল করার এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার কোনো ক্ষমতা নেই।

বান্দার আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা, তাওয়াক্কুল করা ও আশ্রয় প্রার্থনা করা আবশ্যক হওয়ার কারণ হলো, আল্লাহই বান্দাকে তাঁর ইবাদতে নিয়োজিত করেন এবং তাঁর অবাধ্যতার বিষয়াবলি থেকে দূরে রাখেন। আর আল্লাহর অনুগ্রহ ও সাহায্য ব্যতীত নিজ শক্তিতে কোনো বান্দার পক্ষে তা করা সম্ভব নয়। যে বিপদাপদের তিক্ততা আস্বাদন করেছে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া ব্যতীত তা প্রতিহত করার ক্ষেত্রে নিজের অক্ষমতা বুঝতে পেরেছে, তার অন্তরই অন্যদের তুলনায় এ কথার অধিক সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহর ইবাদত করতে এবং তাঁর অবাধ্যতা থেকে দূরে থাকতে তাঁর সাহায্যের প্রতিই মুখাপেক্ষী হতে হয়।

তিনটি বিষয়ে আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা আবশ্যক:

১. ইবাদতসমূহ সম্পাদনের ব্যাপারে।
২. নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ বর্জনের ব্যাপারে।
৩. তাকদীরে লিপিবদ্ধ বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে সবর করার ব্যাপারে।

*** বান্দা অক্ষম:**

বান্দা নিজে নিজে এ বিষয়গুলো অর্জন করতে অক্ষম। নিজ প্রতিপালকের নিকট সাহায্য চাওয়ার কোনো বিকল্প নেই। বান্দার জন্য দ্বীন-দুনিয়ার কোনো কাজেই আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ সাহায্যকারী নেই।

*** গভীর প্রজ্ঞাবাণী:**

যাকে আল্লাহ সাহায্য করেন, সে-ই সাহায্যপ্রাপ্ত হয়। আর যে আল্লাহর হকের ব্যাপারে অবহেলা করে, আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন না। সে হয় বঞ্চিত।

*** একটি মারাত্মক ভুল:**

অনেক মানুষ নেক আমল ও নেক নিয়তের ভরসায় আল্লাহ থেকে সাহায্য প্রার্থনা ও তাঁর নিকট মুখাপেক্ষিতা ও দীনতা প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকে। এটা একটি মারাত্মক ভুল। আল্লাহর নেক বান্দাগণ এ ব্যাপারে একমত যে, বান্দার যত কল্যাণ সাধিত হয়; তা মূলত আল্লাহ তাআলা'র তাওফীকেই হয়। আর বেশি বেশি দুআ, প্রার্থনা, সাহায্য চাওয়া এবং বেশি বেশি মুখাপেক্ষিতা ও দুর্বলতা প্রকাশ করার দ্বারাই আল্লাহর তাওফীক লাভ হয়। আর এগুলোর ব্যাপারে অবহেলা করলে তাওফীক থেকে বঞ্চিত হতে হয়।

*** কখন তোমার প্রতি আল্লাহর সাহায্য আসবে?**

ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন, যখনই বান্দা পূর্ণাঙ্গ দাসত্ব করবে, তখনই আল্লাহর পক্ষ থেকে তার ওপর সর্বোচ্চ সাহায্য আসবে।

***'আউযু বিল্লাহ' পড়ার মধ্যেও আল্লাহর থেকে সাহায্য প্রার্থনা রয়েছে:**

কুরআন পাঠে গভীর চিন্তা অর্জনের জন্য আল্লাহর নিকট সাহায্য চাওয়ার একটি নমুনা হলো, কুরআন পাঠকারীর জন্য أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ বলা এবং সূরার শুরুতে بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ বলার বিধান দেওয়া হয়েছে। এতে কুরআন পাঠে এবং বিশেষত যে সূরাটি এখন পড়ার ইচ্ছা করছে, তার মধ্যে চিন্তা অর্জনের জন্য আল্লাহর থেকে সাহায্য প্রার্থনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

*** দুআর মধ্যেও আল্লাহর থেকে সাহায্য প্রার্থনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:**

দুআর মধ্যে আল্লাহ থেকে সাহায্য প্রার্থনাও অন্তর্ভুক্ত। এটা সব বিষয়ে ও সব সময় কাম্য। এটার অধিক গুরুত্বের কারণেই আমরা নামাজের প্রতি রাকাতে তার পুনরাবৃত্তি করি– إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ "আমরা আপনারই ইবাদত করি এবং আপনার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি।"[২৬]

....

২৬. সূরা ফাতিহা: ০৫

আর বান্দার জন্য কোনো কিছুই আল্লাহর সাহায্য ছাড়া করা সম্ভব নয়। যে এর থেকে বঞ্চিত হয়, সে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

যখনই বান্দা পূর্ণাঙ্গ দাসত্ব করবে, তখনই আল্লাহর পক্ষ থেকে তার ওপর সর্বোচ্চ সাহায্য আসবে।

[ইবনুল কায়্যিম রহ.]

الحرص على العمل بالسُّـنـة

সুন্নাহর ওপর আমল করার আগ্রহ

আল্লাহ তাআলা বলেন–

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا

"নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মাঝে উত্তম আদর্শ রয়েছে; যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি আশা রাখে এবং বেশি বেশি আল্লাহকে স্মরণ করে।"[২৭]

ইমাম সা'দী রহ. বলেন, আদর্শ দুই প্রকার: উত্তম আদর্শ, মন্দ আদর্শ।

উত্তম আদর্শ রয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাঝে। যে তাঁর আদর্শ গ্রহণ করল, সে এমন পথে চলল; যা তাকে আল্লাহর নিকট সম্মান লাভের পথে নিয়ে যাবে। আর তা হচ্ছে সিরাতে মুস্তাকীম।

আর এই উত্তম আদর্শের পথে চলতে পারে এবং চলার তাওফীক দেওয়া হয় একমাত্র সেই ব্যক্তিকে; যে আল্লাহ ও পরকালের আশা রাখে। কারণ, সেই ব্যক্তির ঈমান, আল্লাহভীতি, তাঁর প্রতিদান লাভের আশা ও তাঁর শাস্তির ভয়ই তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদর্শ গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত অন্য কারও আদর্শ, যা তাঁর আদর্শের বিরোধী– তা মন্দ আদর্শ। যেমন, রাসূলগণ যখন কাফেরদেরকে তাঁদের আদর্শ গ্রহণ করতে আহ্বান করতেন, তখন তারা বলত–

إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ

"নিশ্চয়ই আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের একটি মতাদর্শের ওপর

....

২৭. সূরা আহযাব: ২১

পেয়েছি, আমরা তাদের পদাঙ্কই অনুসরণ করব।"[২৮]

* সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা কীসের প্রমাণ?

সুন্নাহর প্রতিপক্ষ অনেক হওয়া সত্ত্বেও সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা মানেই ঈমানের সত্যতা, সংকল্পের দৃঢ়তা এবং আল্লাহর ব্যাপারে কোনো নিন্দুকের নিন্দার ভয় না করার প্রমাণ। যার নিকট আল্লাহর রাসূলের সুন্নাহর পথ স্পষ্ট হয়ে যায়, তার জন্য মানুষের কারণে তা ছেড়ে দেওয়া বৈধ নয়।

নিশ্চয়ই সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা মুক্তি ও সফলতার প্রমাণ, সৌভাগ্য ও কৃতকার্যতার নিদর্শন, আল্লাহ তাআলা'র তাওফীক ও দিকনির্দেশনা লাভের ইঙ্গিত এবং সফলতা, বিজয় ও কল্যাণের আলামত। আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

"আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে নিশ্চয়ই মহাসফলতা লাভ করল।"[২৯]

* সুন্নাহর ওপর আমলই মুক্তি:

ইমাম যুহরী রহ. বলেন, পূর্ববর্তী আলেমগণ বলতেন– সুন্নাহ আঁকড়ে ধরাই মুক্তি।

ইমাম মালেক রহ.বলেন, সুন্নাহ হলো নূহ আ. এর নৌকা। যে তাতে আরোহণ করবে, সে মুক্তি পাবে। আর যে পেছনে থেকে যাবে, সে ডুবে মরবে।

* যে সুন্নাহর ওপর আমল করে, তার পুরস্কার:

০১. মুমিন বান্দার জন্য আল্লাহর ভালোবাসা অবধারিত হওয়া। যেমন, হাদীসে কুদসীতে এসেছে, ইমাম বুখারী রহ. বর্ণনা করেছেন–

....

২৮. সূরা জুখরুফ: ২২

২৯. সূরা আহজাব: ৭১

وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ

"বান্দা নাওয়াফেলের (নফল ইবাদতসমূহ) মাধ্যমে অব্যাহতভাবে আমার নিকটবর্তী হতে থাকে, একপর্যায়ে আমি তাঁকে ভালোবেসে ফেলি। আর যখন আমি তাঁকে ভালোবাসি, তখন আমি তাঁর কান হয়ে যাই, যার মাধ্যমে সে শুনে....।"[৩০]

০২. সর্বদা নফল ইবাদতের ব্যাপারে যত্নবান হলে, তা ফরযের ঘাটতিসমূহের ক্ষতিপূরণ করে।

০৩. সুন্নাহর প্রতি আমলকারীকে দেখে কেউ আমল করলে, উক্ত ব্যক্তি তার অনুকরণকারীর সাওয়াবও লাভ করে। যা উক্ত ব্যক্তির সাওয়াবেও কোনোরূপ ঘাটতি করে না। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত একটি হাদীসে এর উল্লেখ রয়েছে। তাতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ

"যে ব্যক্তি ইসলামে কোনো উত্তম সুন্নাহর (আদর্শের) প্রচলন ঘটায়, সে তার নিজের প্রতিদানও লাভ করবে এবং তার পরে যত লোক ওই সুন্নাহর ওপর আমল করবে, সবার আমলের প্রতিদানও লাভ করবে। তবে তাদের প্রতিদান থেকে বিন্দুমাত্র কমানো হবে না।[৩১]

*** সুন্নাহ বাস্তবায়নে উঁচু হিম্মত:**

ইমাম আহমাদ রহ. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যে হাদীসটিই লিপিবদ্ধ করতাম, তার ওপর নিজে আমল করতাম।

....

৩০. সহীহ বুখারী: ৬৫০২

৩১. সহীহ মুসলিম: ১০১৭

ইমাম আহমাদ রহ. ফেতনার সময় তিন দিন ইবরাহীম ইবনে হানীর ঘরে আত্মগোপন করে ছিলেন। তারপর তিনি সেখান থেকে বের হয়ে আরেক স্থানে গিয়ে আত্মগোপন করার জন্য পীড়াপীড়ি শুরু করলেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেরা গুহায় তিন দিন আত্মগোপন করেন, তারপর সেখান থেকে প্রস্থান করেন। তাই আমার জন্য শোভনীয় নয় যে, আমি স্বাচ্ছন্দ্যের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুসরণ করব আর সঙ্কটের সময় তাঁর অনুসরণ ছেড়ে দেব।

*** সুন্নাহর প্রতি যত্নশীলতার একটি উদাহরণ:**

আব্দুর রহমান ইবনে আবী লায়লা আলী ইবনে আবী তালিব রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, আলী রাযি. বলেন–

أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ خَادِمًا، فَقَالَ: أَلاَ أُخْبِرُكِ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكِ مِنْهُ؟ تُسَبِّحِينَ اللهَ عِنْدَ مَنَامِكِ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَتَحْمَدِينَ اللهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَتُكَبِّرِينَ اللهَ أَرْبَعًا وَثَلاَثِينَ ثُمَّ قَالَ سُفْيَانُ: إِحْدَاهُنَّ أَرْبَعٌ وَثَلاَثُونَ، فَمَا تَرَكْتُهَا بَعْدُ، قِيلَ: وَلَا لَيْلَةَ صِفِّينَ؟ قَالَ: وَلَا لَيْلَةَ صِفِّينَ

"ফাতিমা রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে একজন খাদেমের আবেদন করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– আমি কি তোমাকে এর থেকে উত্তম বিষয় বলে দেব? তুমি ঘুমের সময় তেত্রিশ বার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশ বার আলহামদু লিল্লাহ ও চৌত্রিশ বার আল্লাহু আকবার পাঠ করবে। (এরপর বর্ণনাকারী সুফইয়ান রহ. বলেন, একটি হলো চৌত্রিশ বার) (আলী রাযি. বলেন) এরপর কখনো আমি তা ছাড়িনি। বলা হলো, সিফফীনের যুদ্ধের রাতেও না? তিনি বললেন, সিফফীনের যুদ্ধের রাতেও না।"[৩২]

....

৩২. সহীহ বুখারী: ৫৩৬২

*** সুন্নাহ অনুসরণের ফল:**

০১. সুন্নাহর অনুসরণ ইবাদত কবুলের পূর্বশর্ত।

সুফইয়ান রহ. বলেন, আমল ব্যতীত কথা গ্রহণযোগ্য নয়। আর নিয়ত ব্যতীত কথা এবং আমল কোনোটাই যথাযথ নয়। আর কথা, আমল ও নিয়ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহর অনুসরণ ব্যতীত সঠিক নয়।

০২. সুন্নাহর অনুসরণ ইসলামের প্রধান দুটি মূলনীতির একটি। মূলনীতি দুটি হচ্ছে:

- ইখলাস ও ইবাদত শুধু আল্লাহর জন্য করাই হচ্ছে বান্দার ঈমান ও 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সাক্ষ্যের মূল কথা।
- সুন্নাহর অনুসরণ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদর্শের অনুসরণ করা হচ্ছে, বান্দার ঈমান ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আল্লাহর রাসূল বলে সাক্ষ্য দেওয়ার মূল কথা।

০৩. সুন্নাহর অনুসরণ জান্নাতে প্রবেশের মাধ্যম: এর প্রমাণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই হাদীস–

كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَنْ يَأْبَى؟
قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى

"আমার উম্মতের সকলে জান্নাতে প্রবেশ করবে; তবে যে অস্বীকার করে (সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না)। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! অস্বীকারকারী কে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে আমার অনুসরণ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে আমার অবাধ্যতা করবে, সে অস্বীকার করল।"[৩৩]

....
৩৩. সহীহ বুখারী: ৭২৮০

০৪. **সুন্নাহর অনুসরণ আল্লাহকে ভালোবাসার দলিল:** এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী–

قُلْ إن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللـه فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ اللـه وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ واللـه غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"(হে রাসূল) বলুন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাস; তবে আমাকে অনুসরণ কর। তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াশীল।"[৩৪]

০৫. সুন্নাহর অনুসরণ তাকওয়ার নিদর্শন:

আল্লাহ তাআলা বলেন–

ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللـه فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ

"এটাই আল্লাহর বিধান। আর যে আল্লাহর প্রতীকসমূহকে সম্মান করে, এটা (তার) অন্তরের তাকওয়ারই বহিঃপ্রকাশ।"[৩৫]

'শাআয়িরুল্লাহ' বা আল্লাহর প্রতীকসমূহ হলো, আল্লাহর আদেশ-নিষেধ ও তাঁর দ্বীনের প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহ। আর এর সর্বোচ্চ ও সর্বপ্রধান হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহ ও তাঁর আনীত শরীয়তের অনুসরণ করা।

....

৩৪. সূরা আলে ইমরান: ৩১

৩৫. সূরা হাজ্জ: ৩২

فاذكروني أذكركم

"সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ কর; আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব।"[৩৬]

ইমাম তবারী রহ. বলেন, অর্থাৎ হে মুমিনগণ! তোমরা আমার আদেশ-নিষেধ মেনে চলার মাধ্যমে আমাকে স্মরণ কর; তাহলে আমিও আমার রহমত ও ক্ষমার মাধ্যমে তোমাদেরকে স্মরণ করব।

আল্লামা সা'দী রহ. বলেন, আল্লাহ তাআলা তাঁর যিকিরের আদেশ করেছেন আর এর জন্য সর্বোত্তম প্রতিদানের ওয়াদা করেছেন। তা হলো– যে তাঁকে স্মরণ করবে, তিনিও তাকে স্মরণ করবেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলের ভাষায় বলেন–

فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ،

"যদি সে (বান্দা) মনে মনে আমাকে স্মরণ করে, আমিও তাকে মনে মনে স্মরণ করি। আর যদি সে কোনো মজলিসে আমাকে স্মরণ করে, আমি তাকে তাদের থেকে উত্তম মজলিসে স্মরণ করি।"[৩৭]

*** আল্লাহর সর্বোত্তম যিকির হলো, যাতে অন্তর ও জিহ্বা এক হয়:**

এমন যিকিরের দ্বারাই আল্লাহর পরিচয়, ভালোবাসা ও অধিক সাওয়াব লাভ হয়। যিকিরই কৃতজ্ঞতার মূল। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা বিশেষভাবে এটার প্রতি আদেশ করেছেন আর তারপর সাধারণভাবে শুকরিয়া করার আদেশ করেছেন– وَاشْكُرُوا لِي "এবং আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।"

- আল্লাহ তাআলা বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيرًا . وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

....

৩৬. সূরা বাকারা: ১৫২

৩৭. সহীহ বুখারী: ৭৪০৫

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ তাআলা-কে অধিক পরিমাণে স্মরণ করো এবং সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর তাসবীহ পাঠ করো।"[৩৮]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব সময় আল্লাহকে স্মরণ করতেন।

ঈসা আ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– তোমরা আল্লাহর যিকির ছাড়া বেশি কথা বলো না। কারণ, তাতে অন্তর শক্ত হয়ে যায়।

*** তোমার ঘরকে আল্লাহর যিকিরের স্থান বানাও:** রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُذْكَرُ اللهُ فِيهِ وَالْبَيْتُ الَّذِي لَا يُذْكَرُ اللهُ فِيهِ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ

"যে ঘরে আল্লাহর যিকির করা হয়, আর যে ঘরে আল্লাহর যিকির করা হয় না, উভয় ঘরের দৃষ্টান্ত হলো– জীবিত ও মৃতের ন্যায়।"[৩৯]

তাই ঘরকে বিভিন্ন ধরনের যিকির দিয়ে উজ্জীবিত করা আবশ্যক। চাই অন্তরের যিকির হোক বা জবানের হোক, অথবা নামাজ, কুরআন তিলাওয়াত, ইলমে শরয়ীর আলোচনা, ধর্মীয় কিতাব পাঠ বা উপকারী ক্যাসেট শ্রবণ হোক।

আল্লাহর যিকির না থাকার কারণে আজ কত মুসলিমের ঘর মৃত; বরং সেগুলোর অবস্থা হলো– সর্বদা শয়তানের বাঁশি, গান-বাজনা, গীবত, চোগলখুরী, অপবাদ ইত্যাদিই চলতে থাকে। আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তিনিই একমাত্র ভরসা।

সেই ঘরের অবস্থাটাই বা কেমন, যা আল্লাহর নাফরমানিতে ভরা? যেমন অবৈধ মেলামেশা, গাইরে মাহরাম নিকটআত্মীয় বা প্রতিবেশীদের মধ্যে যারা ঘরে ঢুকে যায় তাদের সামনে যাওয়া ইত্যাদি।

....

৩৮. সূরা আহজাব: ৪১-৪২

৩৯. সহীহ মুসলিম: ৭৭৯

যে ঘরের এ অবস্থা, তাতে ফেরেশতা প্রবেশ করবে কীভাবে!? তাই আল্লাহ আপনাদের প্রতি রহম করুন! আপনারা নিজেদের ঘরগুলোকে আল্লাহ তাআলার বিভিন্ন ধরনের যিকির দ্বারা আবাদ করুন।

*** সালামের মধ্যে আল্লাহর যিকির রয়েছে:** বিশিষ্ট তাবেঈ মুজাহিদ রহ. বলেন, ইবনে উমর রাযি. আমার হাত ধরে আমাকে নিয়ে বাজারে যেতেন। তিনি বলতেন, আমি বাজারে যাই; কিন্তু আমার কোনো প্রয়োজন নেই। শুধু এজন্য যাই; যাতে আমি অনেক লোককে সালাম দিতে পারি এবং আমাকেও অনেকে সালাম দেয়। এতে আমি একবার সালাম দিয়ে দশটি নেকি লাভ করি।

হে মুজাহিদ! সালাম আল্লাহর একটি নাম। তাই যে বেশি বেশি সালাম দিল, সে বেশি বেশি আল্লাহর যিকির করল। তুমি কি অনুভব করেছ, যখন তুমি তোমার মুসলমান ভাইদের সালাম দাও, তখন তুমি আল্লাহর যিকির করছ?

*** মহাউপকারী একটি জ্ঞাতব্য বিষয়:** জনৈক আলেম বলেন, কথা ও কাজের শুরুতে আল্লাহর যিকির করা হচ্ছে, ঘৃণা থেকে ভালোবাসা ও পথভ্রষ্টতা থেকে হিদায়াত লাভের ন্যায়।

*** আল্লাহর যিকিরের মধ্যে রয়েছে একশ'র অধিক উপকারিতা:** ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন, আল্লাহর যিকিরের মধ্যে একশ'রও অধিক উপকারিতা রয়েছে। যিকির আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে, শয়তানকে বিতাড়িত করে, পেরেশানি দূর করে, রিজিক বৃদ্ধি করে, আল্লাহর ভয় ও স্বাদ সৃষ্টি করে এবং আল্লাহর ভালোবাসা জাগিয়ে তোলে, যা ইসলামের প্রাণ।

*** জান্নাতের প্রাসাদসমূহ কীভাবে নির্মাণ করা হয়?** ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন, জান্নাতের প্রাসাদসমূহ নির্মাণ করা হয় যিকিরের দ্বারা। যিকিরকারী যখন যিকির থামিয়ে দেয়, তখন ফেরেশতাগণ নির্মাণকাজও থামিয়ে দেন।

*** নিফাক থেকে নিষ্কৃতি:** ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন, বেশি বেশি আল্লাহর যিকির নিফাক থেকে নিরাপত্তা দেয়। কারণ, মুনাফিকরা আল্লাহর যিকির কম করে।

سلامة الصدر

হৃদয়ের স্বচ্ছতা বা উদারতা

আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

"আর যারা তাদের পরে এসেছে, তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! ক্ষমা করো আমাদেরকে এবং আমাদের সেসকল ভাইকে, যারা পূর্বে ঈমান এনেছে। এবং আমাদের অন্তরে ঈমানদারদের প্রতি কোনো হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি অতি মমতাময়, পরম দয়ালু।"[৪০]

হৃদয়ের স্বচ্ছতার অর্থ: হৃদয়ের স্বচ্ছতা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো অন্তরে হিংসা, বিদ্বেষ ও ঘৃণা না থাকা।

*** কারা স্বচ্ছ হৃদয়ের অধিকারী?**

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

أَفْضَلُ النَّاسِ كُلُّ مَخْمُومِ الْقَلْبِ صَدُوقِ اللِّسَانِ. قَالُوا : صَدُوقُ اللِّسَانِ نَعْرِفُهُ ، فَمَا مَخْمُومُ الْقَلْبِ ؟ قَالَ : التَّقِيُّ، النَّقِيُّ ، لَا إِثْمَ فِيْهِ ، وَلَا بَغْيَ ، وَلَا غِلَّ ، وَلَا حَسَدَ

"সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হলো, প্রত্যেক স্বচ্ছ হৃদয়ের অধিকারী ও সত্যভাষী লোক। সাহাবীগণ বললেন, সত্যভাষী তো আমরা বুঝি; কিন্তু স্বচ্ছ হৃদয়ের অধিকারী দ্বারা কী উদ্দেশ্য? তিনি বললেন, আল্লাহভীরু

....

৪০. সূরা হাশর: ১০

ও পূত-পবিত্র বান্দা: যার মাঝে অবাধ্যতা, জুলুম, হিংসা-বিদ্বেষ নেই।"[৪১]

*** জান্নাতের সর্বোত্তম রাস্তা:**

কাসিম আল-জুয়ী রহ. বলেন, জান্নাতের সর্বোত্তম পথ হলো– হৃদয়ের স্বচ্ছতা।

*** হৃদয়ের স্বচ্ছতার জন্য আল্লাহর নিকট দুআ করা:**

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একটি দুআ ছিল: وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ قَلْبِي "হে আল্লাহ! আমার অন্তরের ঘৃণা দূর করে দাও।" তিরমিযী রহ. এর বর্ণনায় এসেছে এভাবে: وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ صَدْرِيْ এটি অতি উন্নত একটি বৈশিষ্ট্য, খুব কম লোকই এতে গুণান্বিত হতে পারে। কারণ, মনের জন্য এটা বড় ব্যাপার যে, সে নিজ স্বার্থ ছেড়ে দেবে, নিজের অধিকার ত্যাগ করবে। অপরদিকে বেশির ভাগ মানুষের মাঝেই জুলুম ও সীমালঙ্ঘন দেখা যাচ্ছে। তাই যে ব্যক্তি মানুষের জুলুম, অজ্ঞতা ও সীমালঙ্ঘনকে উদারতার দ্বারা মোকাবেলা করে, তার মন্দের মোকাবেলায় মন্দ প্রকাশ করে না, তার ওপর হিংসা করে না; সে উন্নত ও মহান চরিত্রের উচ্চ স্তর লাভ করে। এটা মানুষের মাঝে দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু যাঁদের জন্য আল্লাহ সহজ করেছেন, তাঁদের জন্য সহজ। এটা একমাত্র তাঁরাই লাভ করে, যাঁরা ধৈর্যশীল। এটা একমাত্র তাঁরাই লাভ করে, যাঁরা মহাসৌভাগ্যবান।

*** জান্নাতীদের বৈশিষ্ট্য:**

সুতরাং একজন মুসলিমের ওপর আবশ্যক– সে উদারতা ও অন্তরের স্বচ্ছতার শিক্ষা গ্রহণ করবে। এটা হচ্ছে জান্নাতীদের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ "তাদের অন্তরে যে হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে, তা দূর করে দেব। তারা ভাই-ভাইরূপে

....

৪১. সুনানে ইবনে মাজাহ

সামনাসামনি আসনে বসবে।"[৪২]

*** হৃদয়ে স্বচ্ছতা আনয়নের কিছু উপায়:**

০১. **ইখলাস:** ইখলাস হচ্ছে আল্লাহর নিকট যা আছে তার জন্য আকাঙ্ক্ষিত হওয়া আর দুনিয়া ও এর চাকচিক্য থেকে নিরাসক্ত হওয়া।

০২. **আল্লাহর বণ্টনের ওপর সন্তুষ্টি:** ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন, আল্লাহর বণ্টনে সন্তুষ্টি হৃদয়ে স্বচ্ছতার দুয়ার খুলে দেয়। তা অন্তরকে ধোঁকা, প্রতারণা ও হিংসা থেকে মুক্ত ও পরিশুদ্ধ করে। কেউ আল্লাহর নিকট মুক্ত অন্তর নিয়ে আসা ব্যতীত আল্লাহর আযাব থেকে মুক্তি পাবে না। আর আল্লাহর ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির সাথে হৃদয়ের স্বচ্ছতা অর্জন অসম্ভব। যখনই বান্দা আল্লাহর বণ্টনে সর্বাধিক সন্তুষ্ট থাকবে, তখন তার হৃদয়ও তত বেশি পরিশুদ্ধ হবে। তাই কেউ আল্লাহর কিতাবে চিন্তা করলে দেখতে পাবে, আল্লাহ তাআলা পূত-পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী লোকদের জন্য কী প্রস্তুত করে রেখেছেন। আল্লাহ তো সৎকর্মশীলদের গুণ বর্ণনা করেছেন। তাঁরা প্রার্থনা করে, হে আমাদের রব! আমাদের অন্তরে মুমিনদের ব্যাপারে কোনো ধরনের হিংসা-বিদ্বেষ অবশিষ্ট রাখবেন না।

০৩. **কুরআন পাঠ ও তাতে চিন্তা করা:** এটি সর্বরোগের মহৌষধ। আর বঞ্চিত সে-ই, যে আল্লাহর কিতাবের চিকিৎসা গ্রহণ করে না। আল্লাহ তাআলা বলেন– قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ "বলুন, তা ঈমানদারদের জন্য পথনির্দেশনা এবং আরোগ্য।"[৪৩]

০৪. **হিসাব ও শাস্তিকে স্মরণ করা:** مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ **"মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে, তার জন্য একজন প্রহরী নিযুক্ত আছে, যে (তা লিপিবদ্ধ করার জন্য) সদা প্রস্তুত।"**[৪৪]

....

৪২. সূরা হিজর: ৪৭

৪৩. সূরা হা-মীম সাজদা: ৪৪

৪৪. সূরা ক্বফ: ১৮

সুতরাং যে নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করে যে, তাকে প্রত্যেকটি বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হবে এবং তার থেকে হিসাব নেওয়া হবে; তার নিকট দুনিয়া তুচ্ছ হয়ে যাবে, দুনিয়ার সব বিষয় থেকে সে নিরাসক্ত হয়ে যাবে এবং ঐ সকল কাজ করতে থাকবে; যা তাকে আল্লাহর নিকট উপকৃত করবে।

০৫. **দুআ:** মুসলিমের জন্য আবশ্যক, নিজের জন্যও এই দুআ করা এবং তার মুসলিম ভাইদের জন্যও এই দুআ করা–

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

"এবং যারা তাদের পরে এসেছে, যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! ক্ষমা কর আমাদেরকে এবং আমাদের সেসকল ভাইকে; যারা পূর্বে ঈমান এনেছে এবং আমাদের অন্তরে ঈমানদারদের প্রতি কোনো হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি অতি মমতাবান, পরম দয়ালু।"[৪৫]

০৬. **সুধারণা করা এবং মানুষের কথা ও অবস্থানকে উত্তম বলে বিবেচনা করা:** আল্লাহ তাআলা বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয়ই কতক ধারণা গুনাহ।"[৪৬]

উমর রাযি. বলেন, তুমি তোমার মুসলিম ভাইয়ের কথাকে এ অবস্থায় মন্দ প্রয়োগক্ষেত্রে নিয়ে যেয়ো না, যখন তুমি তার অসংখ্য ভালো প্রয়োগক্ষেত্র পাচ্ছ।

....

৪৫. সূরা হাশর: ১০

৪৬. সূরা হুজুরাত: ১২

০৭. **সালামের প্রসার করা:** আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ

"তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না ঈমান আনয়ন করবে। আর ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসবে। আমি কি তোমাদের এমন জিনিস বলে দেব না, যা তোমাদের পরস্পরের মাঝে ভালোবাসা সৃষ্টি করবে? তোমরা নিজেদের মধ্যে সালামের প্রসার ঘটাও।"[৪৭]

আমিরুল মুমিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. বলেন– তিনটি জিনিস তোমার প্রতি তোমার ভাইয়ের ভালোবাসা সৃষ্টি করবে। সাক্ষাতে প্রথমে তাকে সালাম দেবে, মজলিসে তার জন্য জায়গা করে দেবে এবং তাকে তার সবচেয়ে পছন্দনীয় নামে ডাকবে।

০৮. **মুসলমানদের জন্য কল্যাণ কামনা করা:** আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ - أَوْ قَالَ: لِجَارِهِ - مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

"তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তার প্রতিবেশীর জন্য অথবা (বলেছেন) তার ভাইয়ের জন্য ঐ জিনিসই পছন্দ করবে; যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।"[৪৮]

মুসলমানদের জন্য কল্যাণ কামনার অন্যতম উপায় হলো, তাদের জন্য দুআ করা।

....

৪৭. সহীহ মুসলিম: ৫৪

৪৮. সহীহ মুসলিম: ৪৫

ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন, যেমনিভাবে সে পছন্দ করে, তার মুসলিম ভাই তার জন্য দুআ করুক, তেমনিভাবে তারও উচিত তার মুসলিম ভাইয়ের জন্য দুআ করা। তাই সর্বদাই এ দুআ করতে থাকবে–

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

"হে আল্লাহ! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং সমস্ত মুসলিম-মুসলিমা ও মুমিন-মুমিনাকে ক্ষমা করে দাও।"

আমাদের সালাফ সর্বদা প্রত্যেকের জন্য এ দুআ করা পছন্দ করতেন।

আমি আমাদের শায়খ ইবনে তাইমিয়া রহ. কে এ দুআটি আলোচনা করতে শুনেছি এবং তিনি এর অনেক ফযীলত ও উপকারিতা বর্ণনা করেছেন; যা এখন আমার মনে নেই। সম্ভবত এ দুআ তাঁর সেসব অযীফার অন্তর্ভুক্ত ছিল, যার ব্যাপারে তিনি ক্রটি করতেন না। আমি তাঁকে এ কথাও বলতে শুনেছি যে, দুই সিজদার মাঝখানেও এটা বলা জায়েয আছে।

*** নির্মল অন্তর:**

ইবনুল আরাবী রহ. বলেন, হৃদয় নির্মল হতে পারে না, যখন তাতে হিংসা, বিদ্বেষ, আত্মবিমুগ্ধতা ও অহংকার বিরাজ করে। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈমানের জন্য শর্ত করেছেন যে, মুমিন তার ভাইয়ের জন্য তা-ই পছন্দ করবে; যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।

ইবনে সিরীন রহ. কে জিজ্ঞেস করা হলো, নির্মল অন্তর কী? তিনি বললেন, "আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাঁর সৃষ্টির ব্যাপারে কল্যাণ কামনা করা।"

শাইখুল ইসলাম রহ. বলেন, স্বচ্ছ ও প্রশংসিত হৃদয় হলো– যা শুধু ভালো চায়, মন্দ চায় না। আর তার মধ্যে পূর্ণাঙ্গতা হলো– ভালো-মন্দ বুঝা। যে মন্দটা বুঝে না, তার মাঝে ক্রটি আছে। সে প্রশংসিত নয়।

০৯. গীবত-অপবাদ না শোনা এবং তাতে লিপ্ত ব্যক্তিদের প্রতিবাদ করা: যাতে করে সকল মানুষ খাঁটি মনের হয়ে যায়।

*** হৃদয়ের স্বচ্ছতার কয়েকটি চিত্তাকর্ষক নমুনাঃ**

ফযল ইবনে আবী আয়্যাশ রহ. বলেন, আমি ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ রহ. এর নিকট বসা ছিলাম। তখন তাঁর নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল, আমি অমুকের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলাম, সে আপনাকে গালি দিচ্ছে। তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন, শয়তান কি তোমাকে ছাড়া কোনো খবরদাতা পেল না? তারপর আমি সেখান থেকে না উঠতেই উক্ত লোকটি (যে গালি দিয়েছিল) সেখানে আসল। সে ওহাব রহ. কে সালাম দিল। তিনি উত্তর দিয়ে হাত বাড়িয়ে মুসাফাহা করলেন এবং তাকে তাঁর পাশে বসালেন।

সুফইয়ান ইবনে দিনার রহ. বলেন, আমি আলী রাযি. এর একজন শিষ্য আবু বশিরকে বললাম, আমাকে আমাদের পূর্ববর্তীদের আমল সম্পর্কে কিছু বলুন। তিনি বললেন, তাঁরা কম আমল করতেন; কিন্তু অধিক বিনিময় লাভ করতেন। আমি বললাম, এটা কীভাবে? তিনি বললেন, তাঁদের হৃদয়ের স্বচ্ছতার কারণে।

যায়েদ ইবনে আসলাম রহ. বলেন, আবু দুজানা রাযি. এর মুমূর্ষু অবস্থায় তাঁর নিকট যাওয়া হলো। তখন তাঁর চেহারা ঝলমল করছিল। তাঁকে বলা হলো, আপনার চেহারা দেখি- উজ্জ্বল হয়ে ওঠছে? তিনি বললেন, আমি যত আমল করেছি, তার মধ্যে আমার দুটি আমল অপেক্ষা নির্ভরযোগ্য আর কিছু পাইনি।

তার একটি হলো, আমি অনর্থক কথাবার্তা বলতাম না। আরেকটি হলো, আমার অন্তর মুসলমানদের জন্য নির্ভেজাল ও স্বচ্ছ ছিল।

حي علـى الجـهاد

এসো জিহাদের পথে

আল্লাহ তাআলা বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ باللـه وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللـه بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

“হে মুমিনগণ! আমি কি তোমাদের এমন এক ব্যবসার সন্ধান দেব, যা তোমাদের যন্ত্রণাময় শাস্তি থেকে রক্ষা করবে? (তা এই যে,) তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং তোমাদের সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এটা তোমাদের পক্ষে শ্রেয়, যদি তোমরা জানতে। এর ফলে আল্লাহ তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন এবং তোমাদের প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতে; যার তলদেশে নহর প্রবাহিত থাকবে এবং এমন উৎকৃষ্ট বাসগৃহে; যা স্থায়ী জান্নাতে অবস্থিত। এটাই মহাসাফল্য।”[৪৯]

*** জিহাদ জান্নাতের সংক্ষিপ্ত পথ:**

হাসান বসরী রহ. বলেন– إن لكل طريق مختصرا ومختصر طريق الجنة الجهاد

‘প্রত্যেকটি পথেরই একটি সংক্ষিপ্ত পথ আছে। আর জান্নাতের সংক্ষিপ্ত পথ হলো– জিহাদ।’

....

৪৯. সূরা সফ: ১০-১২

* **জিহাদ প্রকৃত ভালোবাসার প্রমাণ:**

শাইখুল ইসলাম রহ. বলেন, যার মধ্য জিহাদের প্রেরণা নেই, নির্ঘাত সে প্রকৃত ভালোবাসার অধিকারী নয়। তার মধ্যে নিফাক রয়েছে। যেমনটা আল্লাহ তাআলা বলেন–

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

"মুমিন তো তাঁরা, যাঁরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর কোনো সন্দেহ পোষণ করেনি এবং তাঁদের জান-মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে। তাঁরাই তো সত্যবাদী।"[৫০]

* **জিহাদের মধ্যে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ নিহিত:**

শাইখুল ইসলাম রহ. বলেন, জেনে রেখ! জিহাদের মধ্যে রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় কল্যাণ। আর তা বর্জনের মধ্যে রয়েছে ধ্বংস। আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে বলেন– قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ। "আপনি বলুন, তোমরা তো আমাদের ব্যাপারে দুটি কল্যাণের যে কোনো একটির অপেক্ষায় আছ।"[৫১]

অর্থাৎ হয়তো বিজয় ও সফলতা নতুবা শাহাদাত ও জান্নাত। সুতরাং মুজাহিদদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকেন, তারা সম্মানিত হয়ে বেঁচে থাকেন। তাঁদের জন্য আছে দুনিয়াবী প্রতিদান এবং পরকালীন মহাকল্যাণ। আর যাঁরা মারা যান বা নিহত হোন, তাঁদের জন্য রয়েছে জান্নাত।

* **শহীদদের শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্যাবলি:**

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللهِ سِتُّ خِصَالٍ يُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفْعَةٍ وَيَرَى مَقْعَدَهُ

....

৫০. সূরা হুজুরাত: ১৫

৫১. সূরা তাওবা: ৫২

مِنْ الْجَنَّةِ وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَيَأْمَنُ مِنْ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوتَةُ مِنْهُ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَيُزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِنْ الْحُورِ الْعِينِ وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَقَارِبِهِ

"আল্লাহর নিকট শহীদের জন্য ছয়টি বৈশিষ্ট্য রয়েছে: ০১. তাঁকে তাঁর রক্তের প্রথম ফোঁটা গড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে ক্ষমা করে দেওয়া হবে এবং জান্নাতে তাঁর বাসস্থান দেখিয়ে দেওয়া হবে। ০২. কবরের আযাব থেকে মুক্তি দেওয়া হবে। ০৩. কিয়ামতের মহাত্রাস থেকে নিরাপদ রাখা হবে। ০৪. তাঁর মাথায় গাম্ভীর্যের মুকুট পরানো হবে; যার একেকটি ইয়াকুতী পাথর দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে, সবকিছু থেকে উত্তম। ০৫. তাঁকে ৭২ জন ডাগর চোখবিশিষ্ট হুরের সাথে বিয়ে দেওয়া হবে। ০৬. তাঁর ৭০ জন নিকটাত্মীয়ের ব্যাপারে তাঁর সুপারিশ কবুল করা হবে।"[৫২]

*** শহীদদের সর্ববৃহৎ মর্যাদা:**

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

مَا أَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا الشَّهِيدُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ ؛ لِمَا يَرَى مِنْ الْكَرَامَةِ

"কেউ জান্নাতে প্রবেশ করে আর ফিরে আসতে চাইবে না; যদিও তাকে দুনিয়ার সবকিছু দেওয়া হয়, একমাত্র শহীদ ব্যতীত। শাহাদাতের মর্যাদা প্রত্যক্ষ করে সে কামনা করবে দুনিয়াতে ফিরে আসতে এবং অন্তত দশবার শাহাদাত বরণ করতে চাইবে।"[৫৩]

....

৫২. সুনানে তিরমিযী: ১৬৬৩; সুনানে ইবনে মাজাহ: ২৭৯৯; মুসনাদে আহমাদ: ১৬৭৩০

৫৩. সহীহ বুখারী: ২৮১৭; সহীহ মুসলিম: ১৮৭৭

*** জিহাদের মাঝে রয়েছে প্রকৃত জীবন:**

আল্লাহ তাআলা বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا للـه وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দাও, যখন তিনি তোমাদের সে কাজের প্রতি আহ্বান করেন, যা তোমাদের জীবন্ত করবে।"[৫৪]

ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন, দুনিয়া, কবর ও আখিরাতে জীবনদানকারী সর্ববৃহৎ মাধ্যমটির অন্যতম হলো– জিহাদ।

দুনিয়ায় জীবন দান তথা শত্রুদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের শক্তি ও ক্ষমতা জিহাদের মাধ্যমেই লাভ হয়।

আর কবরে জীবন লাভের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন–

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

"যাঁরা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, তাঁদের তোমরা মৃত ধারণা করো না; বরং তাঁরা জীবিত। তাঁরা তাঁদের রবের নিকট রিজিকপ্রাপ্ত।"[৫৫]

আর আখিরাতে জীবন লাভের স্বরূপ হলো: পরকালের জীবনে আল্লাহর নেয়ামত প্রাপ্তি ও পুরস্কারে অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি মহান ও মর্যাদাপূর্ণ হবে।

*** মুজাহিদের মহাপ্রতিদান:**

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

...فَإِنَّ مُقَامَ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اللـه أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ سَبْعِينَ عَاماً، أَلاَ تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللـه لَكُمْ ، وَيُدْخِلَكُمُ الجَنَّةَ

....

৫৪. সূরা আনফাল: ২৪

৫৫. সূরা আলে ইমরান: ১৬৯

؟ اغْزُوا فِي سَبِيلِ اللــه ، من قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللــه فُوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ

"কারও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে অবস্থান করা স্বীয় ঘরে ৭০ বছর নফল নামাজ পড়া থেকে উত্তম। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দিন এবং জান্নাতে প্রবেশ করান? তা হলে আল্লাহর পথে জিহাদ কর। যে আল্লাহর পথে উষ্ট্রীর দুধ দোহন পরিমাণ সময় যুদ্ধ করবে, তাঁর জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে।"[৫৬]

*** জিহাদের সমতুল্য কোনো ইবাদত নেই:**

قِيلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا يَعْدِلُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ ؟ قَالَ لَا تَسْتَطِيعُونَهُ فَأَعَادُوا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا تَسْتَطِيعُونَهُ ثم قَالَ مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِآيَاتِ اللهِ لَا يَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ وَلَا صَلَاةٍ حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! জিহাদের সমতুল্য কি আছে? তিনি উত্তর দিলেন, তোমরা সেটা করতে পারবে না। এভাবে দু'বার কি তিনবার প্রশ্ন করা হলো। তিনিও প্রতিবারই বললেন, তোমরা সেটা করতে সক্ষম নও। তারপর তিনি বললেন– আল্লাহর পথে জিহাদকারীর উদাহরণ হলো, ধারাবাহিকভাবে রোজা পালনকারী ও রাত্রি জাগরণ করে নামাজে কুরআন তিলাওয়াতকারীর ন্যায়, যে তার রোজা ও নামাজে একটুও বিরতি দেয় না, যতক্ষণ না আল্লাহর পথের মুজাহিদ গৃহে ফিরে আসে।"[৫৭]

....

৫৬. সুনানে তিরমিযী: ১৬৫০

৫৭. সহীহ বুখারী; সহীহ মুসলিম

التوبة وظيفـة العـمر

তাওবা জীবনের নিয়মিত আমল

আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَتُوبُوا إِلَى اللــه جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"হে মুমিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর নিকট তাওবা কর; যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"[৫৮]

আল্লামা সা'দী রহ. বলেন, কারণ, মুমিনের ঈমানই তাকে তাওবার প্রতি আহ্বান করে। তারপর আল্লাহ তাআলা এর ওপর সফলতাকে সম্পৃক্ত করে বলেন– لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ "যাতে তোমরা কামিয়াব হতে পার।" সুতরাং তাওবা ব্যতীত সফলতার কোনো পথ নেই। তাওবা হচ্ছে আল্লাহ তাআলার প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সব ধরনের অপছন্দনীয় বিষয় ছেড়ে তাঁর প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য পছন্দনীয় বিষয়ের দিকে ফিরে আসা। এ আয়াত এটা প্রমাণ করে যে, প্রত্যেক মুমিনই তাওবার মুখাপেক্ষী। কারণ, আল্লাহ তাআলা সকল মুমিনকে সম্বোধন করেছেন। আর এখানে তাওবায় ইখলাস রাখার প্রতিও উৎসাহ রয়েছে। যেহেতু বলা হয়েছে– وَتُوبُوا إِلَى اللهِ "তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবা কর" অর্থাৎ অন্য কোনো উদ্দেশ্য যেমন, দুনিয়াবী বিপদাপদ থেকে মুক্তি লাভ করা, মানুষকে দেখানো, সুখ্যাতি অর্জন করা– এমন অসৎ উদ্দেশ্যে নয়।

*** রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনে তাওবার গুরুত্ব:**

আগর আল মুযানী রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي، وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ، فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ

"নিশ্চয়ই আমার মনে ভয়-শঙ্কা জাগ্রত হয়। আর আমি দিনে

....

৫৮. সূরা নূর: ৩১

একশত বার আল্লাহর নিকট ইস্তেগফার করি।"[৫৯]

*** আমাদের তাওবা করার প্রয়োজনীয়তা:**

তাওবা হলো সারা জীবনের নিয়মিত আমল। জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এটাই বন্দেগীর প্রথম স্তর, মধ্যস্তর ও উচ্চস্তর। আমাদের অবশ্যই তাওবার প্রয়োজন রয়েছে; বরং এর প্রয়োজন আমাদের জন্যই অনেক বেশি। কারণ, আমরা অনেক গুনাহ করি, আল্লাহর ব্যাপারে দিন-রাত অনেক সীমালঙ্ঘন করি। তাই আমাদের অন্তরকে গুনাহর জং-মরচে থেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার জন্য তাওবা করা প্রয়োজন।

প্রতিটি আদম সন্তানই ভুলকারী, গুনাহকারী; তবে সর্বোত্তম ভুলকারী হলো– তাওবাকারী। জীবনের শেষ অংশ ভালো হলে শুরুর জীবনের ত্রুটি-বিচ্যুতি ধর্তব্য হবে না; যদি এর থেকে তাওবা করা হয়।

*** সর্বাবস্থায় বেশি বেশি ইস্তেগফার করা:**

হাসান বসরী রহ. বলেন, তোমরা তোমাদের ঘরে, পানির ঘাটে, রাস্তায়, বাজারে, মজলিসসমূহে ও তোমরা যেখানেই থাক– সর্বদা বেশি বেশি আল্লাহর নিকট ইস্তেগফার কর। কারণ, তোমরা জান না, কখন আল্লাহর মাগফিরাত নাযিল হয়।

*** বেশি বেশি ইস্তেগফার করা:**

যে যিকিরটি বেশি বেশি করা তোমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ, তা হচ্ছে ইস্তেগফার। এর অনেক ফযীলত রয়েছে। এর বরকত অনেক ব্যাপক। আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে ইস্তেগফার করার আদেশ করে বলেন–وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ "আর আল্লাহর কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[৬০] যারা স্বীয় মন্দ কর্মের কারণে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছে, আল্লাহ তাআলা তাদের প্রশংসা করে বলেন–

....

৫৯. সহীহ মুসলিম: ২৭০২

৬০. সূরা বাকারা: ১৯৯

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ

"এবং যারা কখন কোনো অশ্লীল কাজ করে ফেললে বা নিজেদের প্রতি জুলুম করলে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তার ফলে নিজেদের গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।"[৬১]

* তুমি কীভাবে গুনাহর কবল থেকে মুক্তি লাভ করবে?

গুনাহসমূহ গুনাহগারের ঘাড়ে শিকল হয়ে থাকে। তাওবা ও ইস্তেগফার ব্যতীত তা থেকে মুক্ত হওয়ার কোনো পথ নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

"এবং আল্লাহ এমন নন যে, তুমি তাদের মধ্যে থাকা অবস্থায় তাদেরকে আযাব দেবেন এবং তিনি এমনও নন যে, তারা ইস্তেগফারে রত অবস্থায় তাদেরকে আযাব দেবেন।"[৬২]

ইমাম ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন, যে ইস্তেগফার আযাবকে প্রতিহত করে, তা হচ্ছে সর্বপ্রকার গুনাহ থেকে ফিরে আসার মাধ্যমে ইস্তেগফার করা। পক্ষান্তরে যে গুনাহর মধ্যে লিপ্ত থেকেই আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, তার ইস্তেগফার তাকে আযাব থেকে রক্ষা করবে না। কারণ, মাগফিরাত বা ক্ষমার অর্থ হচ্ছে– গুনাহকে মিটিয়ে দেওয়া, তার চিহ্ন মুছে দেওয়া এবং তার অনিষ্ট দূর করা।

* গীবত থেকে তাওবা:

গীবত থেকে তাওবা করলে সে ক্ষেত্রে যার গীবত করা হয়েছে তাকে কি অবগত করে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে, না শুধু ক্ষমা প্রার্থনা করার দ্বারাই নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে? ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন, এ মাসআলাটির ব্যাপারে

....

৬১. সূরা আলে ইমরান: ১৩৫

৬২. সূরা আনফাল: ৩৩

উলামায়ে কেরামের দুই রকম মত রয়েছে। আর দুটিই ইমাম আহমাদ রহ. থেকে বর্ণিত দুই মত। তা হচ্ছে গীবত থেকে তাওবা করার জন্য যার গীবত করা হয়েছে, তার জন্য ইস্তেগফার করাই যথেষ্ট, নাকি তাকে অবগত করানো ও তার থেকে মুক্ত হওয়াও আবশ্যক? তিনি বলেন, বিশুদ্ধ মত হলো, তাকে অবগত করানো আবশ্যক নয়। তার জন্য ইস্তেগফার করা এবং যে সকল মজলিসে তার গীবত করেছে, সে সকল মজলিসে তার সুনাম করাই যথেষ্ট।

*** দুআ অনেক সমস্যার সমাধান:**

আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ

"এবং (কিতাব এই পথনির্দেশ দেয় যে,) তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে গুনাহের ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তাঁর অভিমুখী হও। তিনি তোমাদের এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত উত্তম জীবন ভোগ করতে দেবেন এবং যে কেউ বেশি আমল করবে, তাকে নিজের পক্ষ থেকে বেশি প্রতিদান দেবেন। আর তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও; তবে আমি তোমাদের জন্য এক মহাদিবসের শাস্তির আশঙ্কা করি।"[৬৩]

নূহ আ. এর জবানিতে আল্লাহ তাআলা বলেন–

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا - يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا - وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا

....

৬৩. সূরা হূদ: ০৩

"আমি তাদেরকে বলেছি, নিজ প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয়ই তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল। তিনি আকাশ থেকে তোমাদের ওপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে উন্নতি দান করবেন এবং তোমাদের জন্য সৃষ্টি করবেন উদ্যান আর তোমাদের জন্য নদ-নদীর ব্যবস্থা করে দেবেন।"[৬৪]

ইবনে বিশর রহ. বলেন, আমি ইবনে উয়্যাইনাকে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহর ক্রোধ এমন ব্যাধির মতো, যার কোনো প্রতিষেধক নেই। তখন আমি বললাম, তার প্রতিষোধক হলো, শেষ রাতে অধিক পরিমাণে ইস্তেগফার পড়া এবং একনিষ্ঠ তাওবা।

শাইখুল ইসলাম রহ. বলেন, যে ব্যক্তি কলবের এমন রোগে আক্রান্ত হয়েছে; যা তাকে অস্থির করে ছেড়েছে। তার সবচেয়ে বড় চিকিৎসা হলো– শক্তভাবে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করা, সর্বদা দুআ ও মিনতি করা। হাদীসে বর্ণিত বিভিন্ন দুআ শিখবে। এরপর কবুল হওয়ার সম্ভাব্য সময়গুলোতে যেমন, শেষ রাতে, আযান-ইকামতের সময়, সিজদার সময়, নামাজের পরে ইত্যাদি সময়গুলোতে মনোযোগসহকারে বেশি বেশি দুআ করবে এবং তার সাথে ইস্তেগফারও যুক্ত করবে।

জা'ফর ইবনে মুহাম্মাদ রহ. বলেন, হে সুফইয়ান! যখন আল্লাহ তোমাকে কোনো নেয়ামত দান করেন, এরপর তুমি চাও– তা সর্বদা স্থায়ীভাবে তোমার জন্য থাকুক, তাহলে তুমি তার জন্য বেশি বেশি আল্লাহর প্রশংসা ও শোকর আদায় কর। কারণ, আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে বলেন– لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ "তোমরা যদি কৃতজ্ঞতা আদায় কর; তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদেরকে বাড়িয়ে দেব।"[৬৫]

যখন তোমার রিজিকের সংকট দেখা দেবে, তখন অধিক পরিমাণে ইস্তেগফার পড়বে। কারণ, আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে বলেছেন–

اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا- يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا-

....

৬৪. সূরা নূহ: ১০-১২

৬৫. সূরা ইবরাহীম: ০৭

وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا

"নিজ প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয়ই তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল। তিনি আকাশ থেকে তোমাদের ওপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে উন্নতি দান করবেন এবং তোমাদের জন্য সৃষ্টি করবেন উদ্যান আর তোমাদের জন্য নদ-নদীর ব্যবস্থা করে দেবেন।"[৬৬]

*** তাওবার শর্তাবলি:**

তাওবার কালেমা একটি মহান কালেমা। এর রয়েছে গভীর তাৎপর্য। অনেকে যেমনটা মনে করে, শুধু মুখে কিছু শব্দ উচ্চারণ করে কার্যত উক্ত গুনাহই চালিয়ে যেতে থাকা– এমনটা নয়। কারণ, মূল্যবান জিনিসের জন্য অনেক শর্ত থাকে। তাই উলামায়ে কেরাম তাওবার জন্য অনেকগুলো শর্ত উল্লেখ করেছেন, যেগুলো কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও হাদীস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এখানে তার কিছু আলোচনা করা হলো:

১. তৎক্ষণাৎ উক্ত গুনাহ থেকে ফিরে আসা।

২. পূর্বে যা হয়ে গেছে, তার জন্য অনুতপ্ত হওয়া।

৩. সামনে আর গুনাহ না করার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প করা।

৪. যাদের প্রতি জুলুম করেছে, তাদের হক ফিরিয়ে দেওয়া বা তাদের থেকে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া।

কেউ আরেকটি বৃদ্ধি করেছেন: এসবের মধ্যে ইখলাস রাখা।

*** ইস্তেগফারও একটি দুআ:**

ইবনে রজব রহ. বলেন, শুধু اللهمّ اغفر لي (হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন) এতটুকু বলাটাও ক্ষমা প্রার্থনা এবং দুআ। এর হুকুম হবে অন্য সকল দুআর মতোই। এক্ষেত্রে আল্লাহ চাইলে তার দুআ কবুল করবেন এবং তাকে ক্ষমা করে দেবেন। বিশেষত যদি স্বীয় গুনাহের জন্য তাওবা

....

৬৬. সূরা নূহ: ১০-১২

ভগ্ন হৃদয়ের সাথে করা হয় এবং দুআ কবুলের সময়গুলোতে করা হয়। যেমন, সাহরীর সময়, নামাজের পরে।

লুকমান হাকিম থেকে বর্ণিত আছে, তিনি তাঁর সন্তানকে বলেন, হে বৎস! তোমার জিহ্বাকে সর্বদা اللّٰهُمَّ اغفر لي কথাটি বলতে অভ্যস্ত কর। কারণ, কিছু সময় রয়েছে, যেগুলোতে আল্লাহ কারও দুআ ফিরিয়ে দেন না।

*** তাওবায় সহায়ক বিষয়সমূহ:**

১. **ইখলাস রাখা ও আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করা:** যখন মানুষ আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ হয় এবং সত্যিকার অর্থে তাওবা করে, তখন আল্লাহ তাআলা তাকে তাতে সাহায্য করেন এবং তার জন্য তা সহজ করে দেন।

২. **স্বল্প আশা ও পরকালকে স্মরণ করা:** যখন মানুষ দুনিয়ার সীমাবদ্ধতা ও দ্রুত ধ্বংস হওয়ার কথা চিন্তা করবে, অনুধাবন করবে– এটা হচ্ছে আখিরাতের শস্যক্ষেত্র এবং নেক আমল অর্জন করার সুবর্ণ সুযোগ। আর জান্নাতের স্থায়ী নেয়ামত ও জাহান্নামের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিকে স্মরণ করবে, তখন সে দীর্ঘ দিনের প্রবৃত্তির পথ থেকে ফিরে আসতে পারবে, একনিষ্ঠ তাওবায় অনুপ্রাণিত হবে এবং সামনে নেক আমলের মাধ্যমে অতীত কর্মের ক্ষতিপূরণ করতে চাইবে।

৩. **গুনাহ উদ্দীপক ও স্মারক বিষয়সমূহ থেকে দূরে থাকা:** যে সকল জিনিস গুনাহের প্ররোচনা দেয় ও মন্দ কাজের আগ্রহ সৃষ্টি করে তা থেকে দূরে থাকবে। যে সকল জিনিস প্রবৃত্তিকে নাড়া দেয় এবং গোপন রিপু জাগিয়ে তোলে ; যেমন, নগ্ন ফিল্ম দেখা, মাতাল গান-বাদ্য শ্রবণ করা, অশ্লীল বই-পুস্তক ও ম্যাগাজিন পাঠ করা ইত্যাদি থেকে দূরে থাকবে।

৪. **ভালো লোকদের সাহচর্য গ্রহণ করা, দুষ্ট লোকদের থেকে দূরে থাকা:** সৎ সঙ্গী তোমাকে উপদেশ দেবে, তোমার দোষ-ত্রুটি ধরিয়ে দেবে। আর অসৎ সঙ্গীর কাজ হলো, সে মানুষের দ্বীন নষ্ট করে দেয়, সাথীর

দোষ-ত্রুটি ধরিয়ে দেয় না, দুষ্ট লোকদের সাথে সম্পর্ক করে দেয়, ভালো লোকদের থেকে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে এবং মানুষকে লাঞ্ছনা, অপমান ও লজ্জার পথে পরিচালিত করে।

إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي، وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ، فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ

"নিশ্চয়ই আমার মনে ভয়-শঙ্কা জাগ্রত হয়। আর আমি দিনে একশত বার আল্লাহর নিকট ইস্তেগফার করি।"

[সহীহ মুসলিম: ২৭০২]

أولــيــاء اللــه

আল্লাহর ওলীগণ

আল্লাহ তাআলা বলেন–

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

"স্মরণ রেখ, যাঁরা আল্লাহর বন্ধু, তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তাঁরা দুঃখিতও হবে না। তাঁরা সেই সব লোক, যাঁরা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে। তাদের দুনিয়ার জীবনেও সুসংবাদ আছে এবং আখিরাতেও। আল্লাহর কথায় কোনো পরিবর্তন হয় না। এটাই মহাসাফল্য।"[৬৭]

ইমাম তবারী রহ. বলেন, মহান আল্লাহ এখানে বলেছেন– জেনে রেখ, আল্লাহর সাহায্যকারীদের আখিরাতে আল্লাহর শাস্তির কোনো ভয় নেই। কারণ, আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন; তাই আল্লাহ তাদেরকে তাঁর শাস্তি থেকে নিরাপদ রাখবেন। আর তাঁরা দুনিয়ায় যা কিছু হারিয়েছে, তার জন্য দুঃখিতও হবে না।

*** ওলী কে?**

শাইখুল ইসলাম রহ. বলেন, যে-ই মুমিন ও মুত্তাকী হয়, সে-ই আল্লাহর ওলী।

হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেন, 'আল্লাহর ওলী' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো– আল্লাহ সম্বন্ধে এমন জ্ঞানী ব্যক্তি; যে নিরবিচ্ছিন্নভাবে আল্লাহর আনুগত্য করে এবং তাঁর ইবাদতে একনিষ্ঠ থাকে।

....

৬৭. সূরা ইউনুস: ৬২-৬৪

*** কীভাবে আল্লাহর শ্রেষ্ঠ ওলীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণীত হয়?**

শাইখুল ইসলাম রহ. বলেন, যেহেতু মুমিন ও মুত্তাকীগণই আল্লাহর ওলী, সেহেতু বান্দার ঈমান ও তাকওয়ার পরিমাণ হিসাবেই আল্লাহর সাথে তার ওয়ালায়াত (বন্ধুত্ব) হবে। তাই যে সবচেয়ে বেশি ঈমান ও তাকওয়ার অধিকারী, আল্লাহর সাথে তার বন্ধুত্বও সর্বাধিক হবে। সুতরাং ঈমান ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে যে যত বেশি পূর্ণতা লাভ করবে, সে আল্লাহ তাআলা'র তত বেশি বন্ধুত্বের স্তরে উন্নীত হবে।

*** আল্লাহর ওলীদের বৈশিষ্ট্যাবলি:**

শাইখুল ইসলাম রহ. বলেন, যার ভালোবাসা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, ঘৃণাও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য; যে শুধু আল্লাহর জন্যই ভালোবাসে, আল্লাহর জন্যই ঘৃণা করে, আল্লাহর জন্যই কাউকে দান করে আবার আল্লাহর জন্যই কাউকে নিষেধ করে; এমন ব্যক্তির অবস্থাই আল্লাহর পূর্ববর্তী ওলীদের অবস্থা।

ওলী ততক্ষণ পর্যন্ত ওলী হতে পারে না, যতক্ষণ না সে আল্লাহর শত্রুদের ঘৃণা করে, তাদের প্রতি শত্রুতা লালন করে এবং তাদের বিরুদ্ধাচরণ করে। তাই আল্লাহর শত্রুদের সঙ্গে শত্রুতা রাখা ও তাদের বিরুদ্ধাচরণ করা হলো ব্যক্তির ওলিত্বের পূর্ণাঙ্গতা ও বিশুদ্ধতার মাপকাঠি।

*** আল্লাহর ওলীদের বিভিন্ন স্তর:**

শাইখুল ইসলাম রহ. বলেন, আল্লাহর ওলীদের দুটি স্তর রয়েছে। একটি হলো سابقون مقربون অগ্রগামী ও নৈকট্যশীলদের স্তর। আর আরেকটি أَصْحَابُ يَمِينٍ ডানপন্থী নেককারদের স্তর। আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবের বিভিন্ন স্থানে তাঁদের কথা আলোচনা করেছেন। যেমন, সূরা ওয়াকিয়ার শুরুর দিকে এবং শেষের দিকে। আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ. أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ. ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ. وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ.

"এবং তোমরা তিনভাবে বিভক্ত হয়ে পড়বে। যাঁরা ডান দিকে, কত ভাগ্যবান তাঁরা! আর যারা বাম দিকে, কত হতভাগা তারা! অগ্রবর্তীগণ তো অগ্রবর্তীই। তাঁরাই নৈকট্যশীল, নেয়ামতপূর্ণ উদ্যানসমূহে। বহু সংখ্যক হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে এবং অল্প সংখ্যক হবে পরবর্তীদের মধ্য হতে।"[৬৮]

* **ওয়ালায়াতের প্রকারভেদ:** শায়খ ইবনে উসাইমিন রহ. বলেন, ওয়ালায়াত দুই প্রকার:

১. আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার ওয়ালায়াত।
২. বান্দার পক্ষ থেকে আল্লাহর ওয়ালায়াত।

প্রথমটির দলীল হলো, আল্লাহ তাআলা'র বাণী:

اللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا

"আল্লাহই ঈমানদারদের বন্ধু (অভিভাবক)।"[৬৯]

আর দ্বিতীয়টির দলীল হলো, আল্লাহ তাআলা'র বাণী–

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغَالِبُونَ

"আর যে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনদের সাথে বন্ধুত্ব করে (সে আল্লাহর দলে অন্তর্ভুক্ত হবে)। আর আল্লাহর দলই বিজয়ী হবে।"[৭০]

আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার প্রতি ওয়ালায়াত আবার দুই প্রকার:

- ব্যাপক ওয়ালায়াত।
- বিশেষ ওয়ালায়াত।

ব্যাপক ওয়ালায়াত হলো, বান্দার নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার ওয়ালায়াত (অভিভাবকত্ব)। এটা মুমিন-কাফেরসহ সমস্ত সৃষ্টজীবকেই অন্তর্ভুক্ত

....

৬৮. সূরা ওয়াকিয়া: ৭-১৪
৬৯. সূরা বাকারা: ২৫৭
৭০. সূরা মায়েদা: ৫৬

করে। তাই আল্লাহই বান্দাদের নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা, শাসন ইত্যাদি করে অভিভাবকত্ব করে থাকেন। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন–

ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ

"তারপর সকলকে তাদের প্রকৃত মনিবের কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হয়। স্মরণ রেখ, হুকুম কেবল তাঁরই চলে। তিনি সর্বাপেক্ষা দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।"[৭১]

বিশেষ ওয়ালায়াত: তা হচ্ছে, আল্লাহ তাঁর বিশেষ মনোযোগ, তাওফীক ও হিদায়াতের মাধ্যমে বান্দার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এটা শুধু মুমিনদের সাথেই বিশেষিত। আল্লাহ তাআলা বলেন–

اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ

"আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক। তিনি তাঁদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন। আর কাফেরদের অভিভাবক হলো শয়তান। সে তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারে নিয়ে যায়।"[৭২]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন–

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ

"স্মরণ রেখ, যাঁরা আল্লাহর বন্ধু, তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তাঁরা দুঃখিতও হবে না। তাঁরা সেই সব লোক, যাঁরা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে।"[৭৩]

....

৭১. সূরা আনআম: ৬২

৭২. সূরা বাকারা: ২৫৭

৭৩. সূরা ইউনুস: ৬২-৬৩

* আল্লাহর ওয়ালায়াত কীভাবে লাভ করা যায়?

একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের মাধ্যমেই আল্লাহর ওয়ালায়াত লাভ করা যায়।

ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন: যে স্থায়ী সৌভাগ্য লাভ করতে চায়; সে যেন আল্লাহর দাসত্বে লেগে থাকে। আল্লাহর আনুগত্য ব্যতীত ওয়ালায়াত লাভ করা যায় না।

* আল্লাহর ওয়ালায়াতের দাবিসমূহ:

০১. আল্লাহকে শাসকরূপে গ্রহণ করা: আল্লাহ তাআলা বলেন–

أَفَغَيْرَ اللهِ أَبْتَغِي حَكَماً

"আমি কি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ফায়সালাকারীরূপে গ্রহণ করব?"[৭৪]

অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে যে কোনো বিষয়ে বিচারক বা ফায়সালাকারী হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না।

০২. শুধু আল্লাহর জন্যই ইবাদত করা:

قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للــه رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ

> "বলুন, নিশ্চয়ই আমার নামাজ, আমার কুরবানি, আমার জীবন, আমার মরণ, সবই জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য; যাঁর কোনো শরীক নেই।"[৭৫]

সুতরাং যে ইবাদতে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে, সে কিছুতেই আল্লাহর ওলী হতে পারে না। কারণ, তাঁর ওলী হলে কীভাবে তাঁর সাথে শরীক করতে পারে?

০৩. সকল বিষয়ে ও সকল অবস্থায় আল্লাহর কর্তৃত্ব মেনে নেওয়া: যদি আল্লাহর সাথে তোমার বন্ধুত্ব প্রকৃতই হয়ে থাকে; তাহলে আল্লাহর

....

৭৪. সূরা আনআম: ১১৪

৭৫. সূরা আনআম: ১৬২

দীনকে আঁকড়ে ধর। আর মানব রচিত সকল নিয়ম-নীতি ও আইন-কানুন প্রত্যাখ্যান কর।

০৪. **আল্লাহর প্রিয়জনদের ভালোবাসা:** আল্লাহর প্রিয়জনদের ভালোবাসলে তাঁর ওলীদের ভালোবাসা হয়। তাই আল্লাহর প্রিয়দেরকে ভালোবাসতে হবে, আল্লাহর ওলীদেরকে ভালোবাসতে হবে এবং ওই সকল লোকের সাথে শত্রুতা করতে হবে; যারা আল্লাহর সাথে শত্রুতা করে, বিদ্বেষ পোষণ করে।

০৫. **আল্লাহর রাস্তায় দুঃখ-কষ্ট সহ্য করা:** কারণ, এ ওয়ালায়াত তোমার ওপর অনেক গুরুদায়িত্ব আরোপ করে। তোমাকে তোমার জানের কষ্টে ফেলবে, সম্পদের কষ্টে ফেলবে, আবার কখনও নিজ ভূমিও ত্যাগ করতে বলবে।

০৬. **আল্লাহর শত্রুদের বন্ধুরূপে গ্রহণ না করা:** আল্লাহ তাআলা বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইহুদি ও খ্রিস্টানদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্য হতে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই মধ্যে গণ্য হবে।"[৭৬]

বর্তমানে অনেক মুসলিম আছে; যারা কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব, অন্তরঙ্গতা, পারস্পরিক সাহায্যের জন্য জোট গঠনের দিকে দৌড়ে যায়। তাহলে কীভাবে একজন বান্দার অন্তরে একই সাথে বিপরীতমুখী দুটি বিষয় একত্রিত হতে পারে?

পরিপূর্ণভাবে সতর্ক থাকা: জনৈক সালাফ বলেন, প্রকাশ্যে আল্লাহর ওলী আর গোপনে তাঁর শত্রু হয়ো না।

....

৭৬.সূরা মায়িদা: ৫১

هل تحمل هم الآخرة؟

পরকালের ভাবনা আছে তো?

আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

"এ পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক ছাড়া কিছুই নয়। বস্তুত আখিরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন; যদি তারা জানত!"[৭৭]

ইমাম বাগাবী রহ. বলেন, اللهو হলো– দুনিয়াবী স্বাদের জিনিস শ্রবণ করা। আর اللعب হলো– অনর্থক কাজ। দুনিয়াকে এ দুটি নামে ভূষিত করা হয়েছে যেহেতু দুনিয়া একটি ধ্বংসশীল ও নশ্বর বস্তু। وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ আর পরকালীন জগতই হলো, স্থায়ী জীবনের জগত। আয়াতে الْحَيَوَانُ অর্থ হায়াত। অর্থাৎ চিরস্থায়ী হায়াত লাভ হবে। لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ 'যদি তারা জানত' দুনিয়ার ধ্বংসশীলতা ও আখিরাতের স্থায়িত্ব।

* চিন্তার প্রকারভেদ:

মানুষ চিন্তামুক্ত নয়। চিন্তা দুই প্রকার: দুনিয়ার চিন্তা, আখিরাতের চিন্তা। কেউ এর একটি থেকে মুক্ত হলে আরেকটি থেকে মুক্ত হতে পারবে না। আর গাফেল হলো সে, যার চিন্তা দুনিয়া নিয়ে। আর সেই ব্যক্তিই প্রকৃত জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান, যে আখিরাতের চিন্তায় মগ্ন থাকে। তাই মানুষ এ দুটি চিন্তার মাঝেই সীমাবদ্ধ। তৃতীয় কোনো চিন্তা নেই।

* দুনিয়া ও আখিরাতের চিন্তার কিছু দৃষ্টান্ত:

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

مَنْ كَانَ هَمَّهُ الْآخِرَةُ جَمَعَ اللهُ شَمْلَهُ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا

৭৭. সূরা মায়িদা: ৫১

وَهِيَ رَاغِمَةٌ وَمَنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ الدُّنْيَا فَرَّقَ اللهُ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنْ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ

"যার চিন্তা আখিরাত, আল্লাহ তার সকল বিস্তৃত চিন্তাগুলোকে একীভূত করে দেন, তার অন্তরে ধনাঢ্যতা দান করেন এবং দুনিয়া তার নিকট তুচ্ছ হয়ে আসে। আর যার চিন্তা দুনিয়া, আল্লাহ তার চিন্তাকে বিক্ষিপ্ত করে দেন, তার চোখের সামনে দারিদ্রতা ঢেলে দেন আর দুনিয়া তার জন্য যতুটুকু লেখা ছিল, ততটুকুই তার লাভ হয়।"[৭৮]

*** আখিরাতের চিন্তার ফলাফলসমূহ:**

পরকালের চিন্তা থেকে দাওয়াত, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাধা প্রদানের চেতনা সৃষ্টি হয়। মানুষকে সংশোধনের মনোভাব তৈরি হয়। কারণ, জান্নাতের আশা ও জাহান্নামের ভয় তাকে ব্যস্ত রাখে। তাই তার থেকে কল্যাণের ভালোবাসাই প্রকাশ পায়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

مَا رَأَيْتُ مِثْلَ النَّارِ نَامَ هَارِبُهَا ، وَلَا مِثْلَ الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا

"আমি জাহান্নামের মতো এমন কিছু দেখিনি, যা থেকে পলায়নকারী নিদ্রায় বিভোর থাকে আর জান্নাতের মতো এমন কিছু দেখিনি, যার অন্বেষণকারী ঘুমিয়ে থাকে।"[৭৯]

*** দুনিয়ার ব্যাপারে সালাফের অবস্থা:**

সালাফে সালেহীন দুনিয়ার অনেক কিছুর মালিক হতেন, ক্রয়-বিক্রয়ও করতেন; কিন্তু দুনিয়া শুধু তাঁদের সামনেই থাকত। তাদের অন্তরে থাকত আখিরাত। কিন্তু এটা বর্তমানে আমাদের অনেকের অবস্থার বিপরীত। আমাদের অন্তর পার্থিব ভোগসম্ভার, বিপদাপদ, কামনা-বাসনা ও লোভ-

....

৭৮. সূরা আনকাবুত: ৬৪

৭৯. সুনানে তিরমিযী

লালসায় ভরপুর থাকে। ফলে আমাদের অন্তরে আখিরাতের চিন্তা দুর্বল হয়ে পড়েছে, চলাফেরায় ইবাদতের প্রভাব ম্লান হয়ে পড়েছে এবং অন্তরে আল্লাহর ভালোবাসা ক্ষীণ হয়ে গেছে। সময়, মনোযোগ ও সম্পদের মূল অংশ নয়; বরং উদ্বৃতাংশগুলো আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট হচ্ছে।

*** কখন তোমার অন্তর থেকে পরকালের চিন্তা দূর হবে?**

ইমাম মালেক রহ. বলেন, তুমি যতটুকু পরিমাণ দুনিয়ার জন্য চিন্তিত হবে, তোমার অন্তর থেকে ততটুকু আখিরাতের চিন্তা বের হয়ে যাবে। আর তুমি যতটুকু পরিমাণ আখিরাতের চিন্তা করবে, তোমার অন্তর থেকে ততটুকু পরিমাণ দুনিয়ার চিন্তা বের হয়ে যাবে।

কারণ, অন্তর যখন দুনিয়া ও তার চিন্তায় ভরপুর হয়ে যায়, তার মধ্যে আখিরাত ও আখিরাতের প্রস্তুতির চিন্তা দুর্বল হয়ে যায়; তখন তার মধ্যে মহান আল্লাহর কালাম চিন্তা করার মতো স্থান থাকে না। সুতরাং আখিরাতের সাথে সম্পর্ক গড়া এবং দুনিয়া থেকে নির্লিপ্ত হয়ে যাওয়াই সব কল্যাণের মূল।

ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন, জেনে রেখ! কলব যখন দুনিয়া ও সম্পদের মোহ, নেতৃত্ব ও সুনামের কামনা থেকে মুক্ত হয়, তখন তা পরকালের সফলতার প্রস্তুতি ও চিন্তায় বিভোর হয়।

*** আল্লাহর নিকট যাওয়ার প্রস্তুতি:**

আর এটাই সকল প্রকার সফলতার চাবিকাঠি, আলোর উৎস। তখনই তার অন্তর আল্লাহর সন্তুষ্টির বিষয়গুলো জানার জন্য জেগে ওঠবে এবং তা সম্পাদন করার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করবে। আর আল্লাহর অসন্তুষ্টির বিষয়গুলো থেকে বেঁচে থাকবে। আর এটাই তার সদিচ্ছার আলামত।

*** সালাফের আখিরাত চিন্তার কিছু নমুনাঃ**

সুফইয়ান সাওরী রহ. বলেন, আমি সুফইয়ানকে অনেক রাতে দেখেছি, ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় জাগ্রত হয়ে চিৎকার করে বলে উঠত– আগুন! আগুন! জাহান্নামের চিন্তা আমাকে ঘুম ও ভোগ-বিলাস থেকে বিরত রেখেছে।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. একবার কামারের হাপরের নিকট দিয়ে অতিক্রম করলেন। তখন সেখানের আগুন দেখে তাঁর মনে ভয় জাগল। তিনি প্রায়ই কামারদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করতেন। আর জ্বলন্ত লোহা দেখে পরকালের চিন্তায় ক্রন্দন করতেন। এমনই ছিল সাহাবায়ে কেরাম ও আমাদের পূর্বসূরিদের আখিরাতভাবনা।

*** তাঁরা জীবনের প্রতিটি সময়কে গনীমত মনে করতেনঃ**

দুনিয়া বিরাগীগণ বলেন, আমি এমন কারও কথা ভাবতে পারি না, যে জান্নাত-জাহান্নামের কথা শোনার পরও তার একটি মুহূর্ত আল্লাহর আনুগত্য তথা যিকির, নামাজ, কুরআন তিলাওয়াত বা ইহসান ব্যতীত কাটাবে। তখন এক ব্যক্তি তাকে বলল, আমি সবচেয়ে বেশি কাঁদি। তিনি বললেন, যদি তুমি নিজ গুনাহের কথা স্বীকার করে হাসোও, তবুও তা মানুষকে নিজের আমল বলে বেড়ানোর পর কাঁদার থেকে ঢের উত্তম। আমল-প্রচারকারী ব্যক্তির আমল তার মাথার ওপরেই ওঠে না।

তখন উক্ত লোকটি বলল, আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন, তুমি দুনিয়াকে দুনিয়াদারদের জন্য ছেড়ে দাও; যেমন তারা আখিরাতকে আখিরাতকামীদের জন্য ছেড়ে দিয়েছে। দুনিয়াতে তুমি মৌমাছি হয়ে বাস করো, যে কিছু খেলে হালাল খায়, অন্যকে কিছু আহার করালে হালাল আহার করায়; কোনো কিছুর ওপর পড়লে তা ভেঙে ফেলে না এবং তার ওপর দাগও কাটে না।

*** আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের চিন্তাঃ**

তোমার সব চিন্তাকে এক চিন্তায় রূপান্তর করঃ আর তা হলো, আখিরাতের চিন্তা, আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের চিন্তা এবং তাঁর সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার চিন্তা।

বান্দা স্মরণ করবে যে, সে আল্লাহর নিকট ফিরে যাবে। আরও স্মরণ করবে যে, প্রত্যেক শুরুরই শেষ আছে, মৃত্যুর পর তার তাওবার কোনো সুযোগ নেই এবং মৃত্যুর পর জান্নাত-জাহান্নাম ছাড়া কোনো বাসস্থান নেই। সুতরাং মানুষ যখন চিন্তা করবে– জীবন শেষ হয়ে যাবে, ভোগসামগ্রী ধ্বংস হয়ে যাবে এবং এগুলো হলো ধোঁকা ও চোখের পর্দা, তখন আল্লাহর শপথ! এ স্মরণই তাকে দুনিয়াকে তুচ্ছজ্ঞান করতে এবং সত্য ও আন্তরিকভাবে দুনিয়ার রবের দিকে মনোযোগী হতে উদ্বুদ্ধ করবে। তখন তার হৃদয় বিগলিত হবে। যখন সে কবরগুলোর দিকে দৃষ্টি দেবে এবং কবরবাসীদের অবস্থা চিন্তা করবে, তখন তার অন্তর ভেঙে যাবে। আর তার অন্তর হবে কঠোরতা ও প্রবঞ্চনা থেকে সব থেকে বেশি মুক্ত। আল্লাহর নিকটই একমাত্র আশ্রয়!

তোমার অন্তর আখিরাতের চিন্তায় ব্যস্ত হয়, নাকি তুমি আখিরাত ভুলেই গেছ? ফলে ঐ সকল লোকদের মতো হয়ে গেছ; যারা নামাজ পড়েও পড়ে না। কেবল মাথা দিয়ে ঠোকর মারে; কিন্তু জানে না, সে কী নামাজ পড়ছে? ইমাম কী কেরাত পাঠ করেছে? সে একটি দিনও এমন স্মরণ করতে পারে না, যাতে কুরআন পাঠে হৃদয় প্রকম্পিত হয়েছে।

*** আখিরাতের চিন্তা লালনকারীদের বৈশিষ্ট্যাবলি:**

১. **আত্মসংশোধন:** এটাই তাদের দুনিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এক আল্লাহর ইবাদত করা, তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করা। তারা জানে– আল্লাহ দয়া করেন, ক্ষমা করেন, মার্জনা করেন; কিন্তু তারা এর ওপর ভরসা করে বসে থাকে না। বরং ছোট থেকে ছোট গুনাহ, ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অবহেলা-অলসতার জন্য অনুতপ্ত হয়। কারণ, তারা জানে– যে সত্তার নাফরমানি করা হচ্ছে; তিনি হচ্ছেন মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ। আপনি তাদেরকে দেখবেন, তারা মুসলিমদের বিপদাপদ ও তাদের ওপর আপতিত জুলুম ও সীমালঙ্ঘনের কারণে চিন্তিত হয়। কারণ, তাদের অন্তরসমূহ পরকালের চিন্তার ফলে মায়া-মমতায় ভরে গেছে। যে চিন্তা তাদের হৃদয়সমূহ ছেয়ে নিয়েছে।

২. **সার্বক্ষণিক হিসাব-নিকাশঃ** পরকালীন চিন্তাসম্পন্ন ব্যক্তিকে দেখতে পাবেন, সর্বদা নিজের প্রতিটি কথা ও কাজের হিসাব নিকাশ করে।

হাসান বসরী রহ. আল্লাহর বাণী– وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ "এবং শপথ করছি তিরস্কারকারী নফসের" এর তাফসীরে বলেন, আল্লাহর শপথ! এটা হচ্ছে মুমিনের নফস। প্রতিটি মুমিনই নিজেকে ভর্ৎসনা করতে থাকে, আমার এ কথাটির উদ্দেশ্য কী? আমার এ ভাবনাটির উদ্দেশ্য কী? কিন্তু পাপাচারী নিজের হিসাব করে না।

কিন্তু এ চিন্তা ও মুরাকাবা (আত্মসমালোচনা) তাদেরকে এমন শিকলে বেঁধে ফেলে না যে, মাসজিদের কোণায় বা ঘরে বসে বসে শুধু নিজের জন্য কাঁদতে থাকবে আর ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট লোকদের ব্যাপারে ভাববে না, তাদেরকে সংশোধন করবে না, নিজের আশপাশের লোকদের মন্দ কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ করবে না। বরং তাদের অন্তরে যে চিন্তা থাকবে, তা-ই তাদেরকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করবে। ফলে নিজেদেরকে সংশোধন করবে, অন্যদেরকে সংশোধন করবে এবং বিপদাপদ ও কষ্ট-মুসীবত সহ্য করবে।

৩. **মৃত লোকদের দৃশ্য ও তাদের অবস্থা দেখে শিক্ষা গ্রহণঃ** তারা তাদের জীবন্ত অন্তরের কারণে প্রতিটি দুনিয়াবী বিষয়কে আখিরাতের সাথে সম্পৃক্ত করবে। অন্যদের মৃত্যু তাদেরকে নিজেদের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসার কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। ফলে তা তাদের পরকালীন আমলের গুরুত্ব বাড়িয়ে তুলবে। তারা পরকালের জন্য আমল সঞ্চয় করতে থাকবে, যা তাদেরকে জান্নাতের উন্নত স্তরে নিয়ে যাবে।

الافتقار إلى الله تعالى

আল্লাহ তাআলা'র নিকট মুখাপেক্ষিতা প্রকাশ করা

আল্লাহ তাআলা বলেন–

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللهِ واللهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

"হে লোকসকল! তোমরাই আল্লাহর নিকট মুখাপেক্ষী আর আল্লাহ অমুখাপেক্ষী এবং প্রশংসিত।"[৮০]

শাওকানী রহ. বলেন– অর্থাৎ মানুষ দ্বীন দুনিয়ার সব বিষয়ে আল্লাহ তাআলা'র ওপর নির্ভরশীল। ফলে সার্বিকভাবেই তাঁর দিকে মুখাপেক্ষী।

*** প্রকৃত মুখাপেক্ষিতা কী?**

ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন, প্রকৃত মুখাপেক্ষিতা হলো– স্থায়ীভাবে প্রতিটি অবস্থায় আল্লাহর নিকট মুখাপেক্ষিতা প্রকাশ করা এবং বান্দা প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে প্রতিটি মুহূর্তে নিজেকে সর্বদিক থেকে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর নিকট মুখাপেক্ষী হিসাবে দেখানো।

*** অধিকাংশ মানুষের অবস্থা:**

প্রতিটি মানুষ তার প্রতিটি কথা ও কাজে এবং প্রতিটি ছোট ও বড় বিষয়ে আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষী। অথচ বর্তমানে মানুষ মানুষের পেছনে লেগে থাকে, মানুষের নিকট অভিযোগ পেশ করে। তবে যে বিষয়ে মানুষ সক্ষম, সে বিষয়ে মানুষের সাহায্য চাইলে সমস্যা নেই; কিন্তু মানুষের ওপর ভরসা করা, তাদের নিকট ভিক্ষা করা, তাদের পেছনে লেগে থাকা, এগুলোই হলো ধ্বংস। কারণ, যে আল্লাহ ব্যতীত কোনো কিছুর পেছনে ছুটে, তাকে তার দায়িত্বেই ছেড়ে দেওয়া হয়।

আমরা আত্মগর্ব ও আত্মপ্রবঞ্চনাবশত নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধির ওপর ভরসা করে ফেলি! অথচ আমাদের উচিত আল্লাহর নিকট সাহায্য ও তাওফীক

....

৮০. সূরা ফাতির: ১৫

চাওয়া, তাঁর নিকট বারবার দুআ করা এবং যে কোনো সংকটে বা সচ্ছলতায় একমাত্র তাঁর সাথে সম্পর্ক গড়া। কিন্তু কিছু মানুষ এ চিন্তা করে সবকিছুর শেষে।

*** আল্লাহর কাছে মুখাপেক্ষী হওয়ার আনন্দঃ**

স্বীয় প্রতিপালকের সামনে ভেঙে পড়া, তাঁকে ডাকা ও তাঁর নিকট দুআ করার মাঝে রয়েছে অবর্ণনীয় স্বাদ, যা অতুলনীয়।

জনৈক আল্লাহওয়ালা বলেন, আল্লাহর নিকট আমার একটি প্রয়োজন থ াকবে আর আমি তাঁর নিকট তা চাইব; ফলে আমার নিকট তাঁর মুনাজাত ও মারিফাতের কিছু অংশ লাভ হবে এবং বিনয় ও ভগ্নদশা প্রকাশ করার সুযোগ হবে। আমার এমন অবস্থা সর্বদা জারি থাকা আর আমার প্রয়োজন পূরণ হতে বিলম্বিত হওয়াই আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়।

*** আল্লাহকে পাওয়ার সংক্ষিপ্ততম পথঃ**

সাহল আত-তাসতারী রহ. বলেন, বান্দা ও তাঁর রবের মাঝে সর্বাধিক সংক্ষিপ্ত পথ হলো— দীনতা প্রকাশ করা।

*** রহমতের দরজাসমূহ কখন খুলে দেওয়া হয়?**

শাইখুল ইসলাম রহ. বলেন, যখন বান্দা আল্লাহর নিকট সত্যিকারার্থে মুখাপেক্ষিতা প্রকাশ করে এবং একনিষ্ঠভাবে তাঁর নিকট সাহায্য চায়, তখন আল্লাহ তার দুআ কবুল করেন, তার দুঃখ দূর করেন এবং তার জন্য রহমতের দরজাসমূহ খুলে দেন। আর এমন ব্যক্তিই তাওয়াক্কুল ও দুআর প্রকৃত স্বাদ আস্বাদন করতে পারে; যা অন্যরা আস্বাদন করতে পারে না।

*** আল্লাহর নিকট উসীলা পেশ করার ক্ষেত্রে যে জিনিসটি সর্বোত্তমঃ**

বান্দা সর্বোত্তম যে জিনিসের দ্বারা আল্লাহর নিকট উসীলা পেশ করবে; তা হলো সর্বাবস্থায় তাঁর নিকট মুখাপেক্ষিতা প্রকাশ করা, সকল কাজে দৃঢ়ভাবে সুন্নাহর অনুসরণ করা, হালাল পন্থায় রিজিক অন্বেষণ করা।

*** কীভাবে তুমি তোমার প্রয়োজন পূরণ করবে?**

ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন: যে ব্যর্থ হয়েছে সে কেবল কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করা এবং দুআ ও দীনতা প্রকাশে অবহেলা করার কারণেই ব্যর্থ হয়েছে। আর আল্লাহর ইচ্ছা ও সাহায্যে যে সফল হয়েছে, সে কেবল শোকর আদায়, সর্বান্তকরণে দুআ ও মুখাপেক্ষিতা প্রকাশ করার কারণেই সফল হয়েছে।

*** একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত:**

ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন, আমি শাইখুল ইসলাম রহ. কে দেখেছি– তিনি যখন বিভিন্ন মাসআলা বুঝতেন না বা কঠিন মনে করতেন, তখন দ্রুত তাওবা, ইস্তেগফার, আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা ও কাকুতি-মিনতি করতে চলে যেতেন। আল্লাহর নিকট সঠিক সিদ্ধান্ত কামনা করতেন এবং তাঁর রহমতের খাযানাসমূহ খোলার দুআ করতেন। অতঃপর অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর ওপর আল্লাহর অবারিত রহমত নাযিল হত। আল্লাহর সাহায্য একের পর এক এমনভাবে আসতে থাকত যে, তিনি কোনটা দিয়ে শুরু করবেন– এ ভাবনার সম্মুখীন হতেন।

*** আউযু বিল্লাহ বলার মধ্যেও দীনতার প্রকাশ রয়েছে:**

আউযু বিল্লাহ'র মধ্যে পরিপূর্ণ দীনতা, আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা, বান্দার জন্য তিনিই যথেষ্ট হওয়ার প্রতি বিশ্বাস রাখা এবং বর্তমান-ভবিষ্যৎ, ছোট-বড়, মানব-অমানব সৃষ্ট সকল অনিষ্ট থেকে হেফাজতের ব্যাপারে আল্লাহই যথেষ্ট– এ বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর দলীল হলো, আল্লাহর বাণী–

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ . مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ . وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ . وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ . وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

"পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে, বলুন, আমি প্রভাতের পালনকর্তার আশ্রয় গ্রহণ করছি, তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তাঁর

অনিষ্ট হতে এবং অন্ধকার রাতের অনিষ্ট হতে, যখন তা ছেয়ে যায়। এবং গিরায় ফুঁৎকার দিয়ে জাদুকারিণীদের অনিষ্ট হতে এবং হিংসুকের অনিষ্ট হতে, যখন সে হিংসা করে।"[৮১]

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ . مَلِكِ النَّاسِ . إِلَٰهِ النَّاسِ . مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ . الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ . مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

"পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে, বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি, সমস্ত মানুষের প্রতিপালকের। সমস্ত মানুষের অধিপতির। সমস্ত মানুষের উপাস্যের। সেই কুমন্ত্রণার অনিষ্ট হতে, যে পেছনে আত্মগোপন করে। যে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়। সে জিনদের মধ্য হতে হোক বা মানুষের মধ্য হতে।"[৮২]

*** দুআর মধ্যে দৃঢ়তা থাকা এবং ইন-শাআল্লাহ'র সাথে সম্পৃক্ত না করার আবশ্যকীয়তা:**

কারণ এটা কাঙ্ক্ষিত বিষয়টির গুরুত্ব না থাকা এবং আল্লাহর নিকট মুখাপেক্ষিতা প্রকাশে দুর্বলতা বোঝায়। উদাহরণত এমন বলবে না যে, হে আল্লাহ! আপনি চাইলে আমাকে তাওফীক দান করুন! অথবা কাউকে বললেন, আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন; যদি তিনি চান। অথ বা এরূপ বলা, আল্লাহ আমাদের হিদায়াত দেবেন; যদি তিনি চান। বরং দৃঢ়ভাবে দুআ করবে, তাতে ইন-শাআল্লাহ তথা যদি আল্লাহ চান, এরূপ শব্দ ব্যবহার করবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي إِنْ شِئْتَ وَلْيَعْزِمْ الْمَسْأَلَةَ فَإِنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ لَا مُكْرِهَ لَهُ

....

৮১. সূরা ফালাক: ১-৫

৮২. সূরা নাস: ১-৬

"তোমাদের কেউ যেন এরূপ না বলে, হে আল্লাহ! আপনি চাইলে আমাকে ক্ষমা করুন, আপনি চাইলে আমার প্রতি রহম করুন, আপনি চাইলে আমাকে রিযিক দান করুন! বরং দৃঢ়ভাবে চাইবে। কারণ, তিনি তো যা নিজে ইচ্ছা করেন; তাই দেবেন। তাকে তো কেউ বাধ্যকারী নেই।"[৮৩]

*** যে বিষয়টি সকল ইবাদতের মাঝে পাওয়া যায়ঃ**

আন্তরিক ও বাহ্যিক সকল আমলের ব্যাপারে কেউ চিন্তা করলে দেখবে, সবগুলোর মধ্যেই আল্লাহর প্রতি দীনতা প্রকাশ করার বিষয়টি রয়েছে। তাই এটা সকল ইবাদতের সমন্বয়ক। সুতরাং ইবাদতের মধ্যে বান্দার দীনতা প্রকাশের পরিমাণ অনুযায়ী অন্তরে তার প্রভাব পড়বে এবং দুনিয়া ও আখিরাতে তার জন্য উপকারী হবে। আপনি শুধু সর্ববৃহৎ কার্যগত ইবাদত– নামাজের মধ্যেই চিন্তা করুন। নামাজে বান্দা তার রবের সামনে শান্ত, ভীত-সন্ত্রস্ত, বিনয়ী ও অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে থাকে, সিজদার স্থানে দৃষ্টি রাখে। আর তা শুরু করে তাকবীরের মাধ্যমে যা আল্লাহর বড়ত্ব প্রকাশ করে। আর বান্দার দীনতার পরিচয় প্রমাণ করে।

আল্লাহর নিকট দীনতা প্রকাশ আল্লাহর প্রতি ঈমানকে শক্তিশালী করে।

*** কীভাবে আল্লাহর সামনে দীনতা প্রকাশ করা যায়?**

দীনতা প্রকাশ একটি উদ্দীপক। তা বান্দাকে সর্বদা তাকওয়া ও আল্লাহর আনুগত্যে নিয়োজিত থাকতে প্রেরণা যোগায়। আর এ দীনতা প্রকাশ কতগুলো জিনিসের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়।

০১. **সৃষ্টিকর্তার বড়ত্ব ও মহত্ত্ব উপলব্ধি করাঃ** যখনই বান্দা আল্লাহর ব্যাপারে, আল্লাহর নাম ও গুণাবলির ব্যাপারে সর্বাধিক জানবে, তখন সে আল্লাহর সামনে সর্বাধিক দীনতা প্রকাশকারী ও বিনয়ী হবে।

০২. **মাখলুকের দুর্বলতা ও অক্ষমতার উপলব্ধিঃ** কেউ যখন নিজেকে পরিমাপ করতে পারবে এবং বুঝতে পারবে যে– সে সম্মান, ক্ষমতা ও

....

৮৩. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম

সম্পদে যে স্থানেই পৌঁছে যাক না কেন, প্রকৃতপক্ষে সে দুর্বল, অক্ষম, নিজের ভালো-মন্দ কিছুই করার ক্ষমতা তার নেই। তখন সে নিজেকে ছোট মনে করবে, তার অহংকার শেষ হয়ে যাবে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নম্র হয়ে পড়বে, তার মনিবের সমীপে দীনতা প্রকাশ এবং তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা ও কাকুতি-মিনতি বৃদ্ধি পাবে।

*** আল্লাহ তাআলা'র কাছে মুখাপেক্ষী হওয়ার কিছু আলামত:**

১. পূর্ণ ভালোবাসা নিয়ে আল্লাহর সামনে চূড়ান্ত পর্যায়ে নত হওয়া।

২. আল্লাহ ও তাঁর প্রিয়জনদের সাথে সম্পর্ক রাখা।

৩. সর্বদা ও সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকির ও ইস্তেগফারে রত থাকা।

৪. নেক আমল কবুল না হওয়ার আশঙ্কায় থাকা।

৫. গোপনে-প্রকাশ্যে আল্লাহকে ভয় করা।

৬. আল্লাহর আদেশ-নিষেধসমূহকে বড় মনে করা।

*** আল্লাহর সামনে বিনয়ী হওয়ার স্বাদ অনুভব করা:**

যে বিষয়গুলো ঈমানকে সতেজ করে, তার মধ্যে রয়েছে– আল্লাহর সাথে নির্জনে কথা বলা ও অন্তর বিগলিত হওয়ার উপলব্ধি করা। এজন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ "বান্দা আল্লাহর সর্বাধিক নিকটবর্তী হয় সিজদার সময়।"[৮৪] কারণ, সিজদাবস্থায় যে হীনতা, দীনতা ও বিনয়বনতা রয়েছে; তা অন্য কোনো অবস্থায় নেই। এ কারণেই বান্দা সিজদাবস্থায় আল্লাহর সর্বাধিক নিকটবর্তী হয়। যেহেতু সিজদায় কপাল জমিনে রাখে; আর কপালই তার সবচেয়ে সম্মানিত অঙ্গ। কার জন্য এটা জমিনে রাখে? আল্লাহর জন্য। এজন্যই এটা আল্লাহর সবচেয়ে নিকটবর্তী অবস্থা।

....

৮৪. সুনানে আবু দাউদ: ৮৭৫

*** আল্লাহর সঙ্গে মুনাজাতে এই কথাগুলো কতই না মধুর!**

ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন, এ অবস্থায় অর্থাৎ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা'র সামনে বিগলিত ও নত হওয়ার অবস্থায় এ কথাগুলো বলা কতই না মধুর:

أَسْأَلُكَ بِعِزِّكَ وَذُلِّي إِلَّا رَحِمْتَنِي، أَسْأَلُكَ بِقُوَّتِكَ وَضَعْفِي، وَبِغِنَاكَ عَنِّي وَفَقْرِي إِلَيْكَ، هَذِهِ نَاصِيَتِي الْكَاذِبَةُ الْخَاطِئَةُ بَيْنَ يَدَيْكَ، عَبِيدُكَ سِوَايَ كَثِيرٌ، وَلَيْسَ لِي سَيِّدٌ سِوَاكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَى مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ الْمِسْكِينِ، وَأَبْتَهِلُ إِلَيْكَ ابْتِهَالَ الْخَاضِعِ الذَّلِيلِ، وَأَدْعُوكَ دُعَاءَ الْخَائِفِ الضَّرِيْعِ، سُؤَالَ مَنْ خَضَعَتْ لَكَ رَقَبَتُهُ، وَرَغِمَ لَكَ أَنْفُهُ، وَفَاضَتْ لَكَ عَيْنَاهُ، وَذَلَّ لَكَ قَلْبُهُ .

"আপনার নিকট প্রার্থনা করছি, আপনার সম্মান ও আমার হীনতার উসীলা দিয়ে, আপনি অবশ্যই আমার প্রতি দয়া করুন। আপনার নিকট প্রার্থনা করছি, আপনার শক্তি ও আমার দুর্বলতার উসীলা দিয়ে, আমার থেকে আপনার অমুখাপেক্ষিতা ও আপনার প্রতি আমার মুখাপেক্ষিতার উসীলা দিয়ে। আপনার সকাশে লুটিয়ে দিচ্ছি এ মিথ্যাবাদী ও অপরাধীর ললাট। আমি ছাড়াও আপনার অনেক গোলাম রয়েছে; কিন্তু আপনি ছাড়া আমাদের কোনো মনিব নেই। আপনি ছাড়া কোনো আশ্রয় এবং কোনো ঠিকানা নেই। আপনার নিকট প্রার্থনা করছি, এক হতদরিদ্রের ন্যায়। আপনার নিকট মিনতি করছি, এক অনুগত ও নত বান্দার ন্যায়! আপনাকে ডাকছি, এক ভীত-সন্ত্রস্ত ফরিয়াদকারীর ন্যায়; যার ঘাড় আপনার সামনে নুয়ে পড়েছে, যার নাক আপনার সামনে ধুলো মলিন হয়েছে; যার চক্ষুদ্বয় আপনার সন্তুষ্টির জন্য প্লাবিত হয়েছে এবং যার হৃদয় আপনার জন্য বিগলিত হয়েছে।"

كيف نعظم الله في قلوبنا

কীভাবে আমাদের অন্তরে আল্লাহর বড়ত্ব স্থাপন করব?

আল্লাহর তাআলা'র বড়ত্বের একটি নিদর্শন, যা আল্লাহ তাআলা স্বীয় কিতাবে তাঁর পবিত্র সত্তার ব্যাপারে বলেছেন–

وَمَا قَدَرُوا اللـه حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

"তারা আল্লাহকে তার যথোচিত মর্যাদা দেয়নি। অথচ কিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী থাকবে তাঁর মুঠোর ভেতর আর আকাশমণ্ডলী গুটানো অবস্থায় থাকবে তাঁর ডান হাতে। তিনি পবিত্র এবং তারা যে শিরক করে, তা থেকে তিনি বহু উর্ধ্বে।"[৮৫]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

يَقْبِضُ اللهُ الْأَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ

"কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা জমিনকে তাঁর মুষ্টিতে নেবেন আর আসমানসমূহকে তাঁর ডান হাতে নেবেন, অতঃপর বলবেন– আমিই একমাত্র বাদশা। দুনিয়ার বাদশারা (এখন) কোথায়?"[৮৬]

*** গভীর প্রজ্ঞাবাণী:**

শাইখুল ইসলাম রহ. বলেন, কোনো বান্দার অন্তরে আল্লাহর সম্মান ও মহত্ত্বের উপস্থিতি এ দাবি করে যে, সে যেন আল্লাহর অবশ্যপালনীয় বিধানসমূহের সম্মান করে। আর তাঁর সম্মানিত বিষয়সমূহকে সম্মান করা বান্দার মাঝে ও গুনাহের মাঝে প্রতিবন্ধক হবে। তাই যারা দুঃসাহসিকভাবে

....

৮৫. সূরা জুমার: ৬৭

৮৬. সহীহ বুখারী: ৪৮১২

আল্লাহর অবাধ্যতার কাজসমূহ করে, তারা আল্লাহর যথাযথ মর্যাদা দেয়নি।

*** এ মহাসৃষ্টির ব্যাপারে চিন্তা করা:**

- এ বিশাল সৃষ্টি– আসমান, জমিন, পাহাড়, বৃক্ষ, পানি, মাটি ইত্যাদি সমস্ত সৃষ্টিকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কিয়ামতের দিন তাঁর আঙুলে রাখবেন এবং উভয় মুষ্টিতে জমা করবেন, যেমনটা বিশুদ্ধ দলিলাদি দ্বারা প্রমাণিত।

- তাই এটাই আল্লাহ তাআলা বড়ত্বের প্রমাণ দেয়: এ বিশাল সৃষ্টি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা'র নিকট ক্ষুদ্র হওয়াই তাঁর বড়ত্ব, মহত্ত্ব ও পরাক্রমতার প্রমাণ বহন করে। এ কারণেই মহিমাময় আল্লাহ বলেছেন– وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ অর্থাৎ তারা আল্লাহর যথাযথ বড়ত্ব প্রকাশ করেনি।

মহান আল্লাহর বড়ত্ব, শক্তি, ক্ষমতা ও মহাপরাক্রমশীলতা বুঝা আমাদের কতই না প্রয়োজন!

আমাদের জন্য জরুরি আল্লাহ তাআলা'র মহত্ত্ব বুঝা এবং তাঁকে সর্বপ্রকার ত্রুটি থেকে পবিত্র জানা। আমরা যখন এটা বুঝব, তখন আমাদের অন্তরে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর আদেশ-নিষেধের ভালোবাসা, মহত্ত্ব ও সম্মান সৃষ্টি হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন– مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا "কী হলো তোমাদের! তোমরা যে আল্লাহর বড়ত্ব বজায় রাখছ না?"[৮৭] অর্থাৎ তাঁর সাথে সম্মানের ব্যবহার করছ না।

হাসান বসরী রহ. বলেন, অর্থাৎ তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহর তাআলা'র হক বোঝ না এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় কর না?

মুজাহিদ রহ. বলেন, অর্থাৎ তোমাদের রবের বড়ত্বের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করো না?

....

৮৭. সূরা নূহ: ১৩

ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, তাঁর যথাযথ সম্মান বুঝ না?

ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন, এ সকল উক্তির অর্থ একটিই। তা হচ্ছে, তারা যদি আল্লাহ তাআলা'র বড়ত্ব প্রকাশ করত এবং তাঁর যথাযথ সম্মান করত; তাহলে অবশ্যই তাঁকে এক বলে স্বীকার করত। তাঁর আনুগত্য করত এবং কৃতজ্ঞতা আদায় করত। আর আল্লাহ তাআলা'র আনুগত্য হচ্ছে– তাঁর অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকা এবং তাঁর সম্মান অনুযায়ী তাঁকে লজ্জা করা।

সবচেয়ে বড় মূর্খতা: ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন, সবচেয়ে বড় জুলুম ও মূর্খতা হলো– তুমি মানুষের নিকট হতে শ্রদ্ধা ও সম্মান কামনা করবে; অথচ তোমার অন্তর আল্লাহ তাআলা'র বড়ত্ব ও মর্যাদা থেকে খালি থাকবে। কারণ, যে মুহূর্তে মানুষ তোমাকে দেখছে বলে তুমি তাকে সম্মান কর, ঠিক সে মুহূর্তেও যে আল্লাহ তাআলা তোমাকে দেখছেন; তা তোমার জানা থাকা সত্ত্বেও তাঁকে সম্মান করছ না।

*** আন্তরিকভাবে আল্লাহকে সম্মান করার বিভিন্ন রূপ:**

১. আল্লাহ তাআলা-কে সম্মান করার একটি আলামত হলো, তাঁর কোনো সৃষ্টিকে তাঁর সমকক্ষ মনে না করা, কথার মাধ্যমেও না। যেমন, এরূপ বলা– আল্লাহ ও তোমার শপথ, আল্লাহ ও তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই, আল্লাহ এবং তুমি যা চাও ইত্যাদি।

২. ভালোবাসা, সম্মান ও মর্যাদাদানের ক্ষেত্রেও না (অর্থাৎ এসব ক্ষেত্রে কাউকে সমকক্ষ বানানো যাবে না)।

৩. এবং আনুগত্যের ক্ষেত্রেও না। যেমন, তুমি মাখলুকের আদেশ-নিষেধের এমনভাবে আনুগত্য করলে; যেমনিভাবে আল্লাহ তাআলা'র আনুগত্য করো, বরং এর চেয়ে বেশি করলে, যেমনটা অধিকাংশ জালেম ও পাপাচারী করে থাকে।

৪. ভয় ও আশার মধ্যে সমকক্ষ স্থির করবে না। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার বিষয়গুলোকে সহজভাবে দেখবে না, তাঁর হককে ছোট করে দেখবে না। সেগুলোর ব্যাপারে এ কথা বলবে না যে, এগুলো সব ক্ষমা করে

দেওয়া হবে এবং এগুলোকে অতিরিক্ত বিষয় বানাবে না বা এগুলোর ওপর মাখলুকের হককে প্রাধান্য দেবে না।

৫. এমন যেন না হয় যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল একদিকে আর মানুষজন অন্যদিকে। তখন তুমি মানুষের দিকে থাকলে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে থাকলে না।

৬. মাখলুকের সাথে কথা বলার সময় তাদেরকে স্বীয় মন ও বিবেক সঁপে দেওয়া আর আল্লাহর (দীনের) খেদমত করার সময় শুধু শরীর ও জিহ্বা দেওয়া– এমন অবস্থা থেকে বিরত থাকবে।

৭. নিজের উদ্দেশ্যকে আল্লাহর উদ্দেশ্যের ওপর প্রাধান্য দেবে না।

৮. আল্লাহর সম্মানের আরেকটি রূপ হলো, স্বীয় মনের ভেতরের খারাপ অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহর অবগত হওয়াকে লজ্জা করবে। তিনি তোমার মধ্যে দেখছেন এমন জিনিসকে, যা তিনি অপছন্দ করেন।

৯. তাঁর সম্মানের আরেকটি রূপ হলো, নামী-দামি মানুষকে যতটা লজ্জা করবে, নির্জনে আল্লাহ তাআলা-কে তার চেয়ে বেশি লজ্জা করবে।

- এসব হলো, অন্তরে আল্লাহর সম্মান থাকার বিভিন্ন রূপ। যে ব্যক্তি আল্লাহকে যথাযথভাবে সম্মান করবে না, আল্লাহ তাআলা মানুষের অন্তরে তার সম্মান বা ভয় সৃষ্টি করবেন না। বরং মানুষের অন্তর থেকে তার ভয় ও সম্মান উঠে যাবে। যদিও তার অনিষ্টের ভয়ে তাকে (বাহ্যিক) সম্মান দেখায়; কিন্তু এটা হচ্ছে ঘৃণার সম্মান। ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার সম্মান নয়।

*** আল্লাহ তাআলা'র নাম ও গুণাবলিতে তাঁর বড়ত্বের কথা চিন্তা কর:**

আল্লাহ তাআলা'র বড়ত্বের ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহর মাঝে অনেক বর্ণনা রয়েছে। একজন মুসলিম যখন তা ভাববে, তখন তার অন্তর কেঁপে ওঠবে, হৃদয় স্পন্দিত হবে, মন বিনয়াবনত হবে, তার চেহারা মহামহিম আল্লাহর সামনে ঝুঁকে যাবে, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ আল্লাহর জন্য নুয়ে পড়বে। পূর্ববর্তী-পরবর্তী সকল সৃষ্টির রবের প্রতি ভয় বেড়ে যাবে এবং দাসত্বের মেহরাবে তার গর্দান সিজদায় লুটিয়ে পড়বে।

- তাঁর যে সমস্ত সুন্দর নাম ও উন্নত গুণাবলি আমাদের নিকট পৌঁছেছে, তার মধ্যে রয়েছে–

- الْعَظِيمِ الْمُهَيْمِنُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْقُوَى الْقَهَّارُ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ سُبْحَانَه وَتَعَالَى

"তিনি মহান, প্রতাপশালী, পরাক্রমশালী, বড়ত্বের অধিকারী, শক্তিশালী, ক্ষমতাশালী, বড়, সুউচ্চ, পবিত্র, উন্নত।"

- وهُوَ الْحَيُّ الَّذِيْ لَا يَمُوْتُ وَالْجِنّ وَالْإِنْسِ يَمُوْتُوْنَ

"তিনি চিরঞ্জীব, কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না। আর জিন ও মানুষ মৃত্যুবরণ করে।"

- وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ

"তিনি নিজ বান্দাদের ওপর ক্ষমতাশালী। বজ্র ও ফেরেশতাগণ তাঁর ভয়ে তাঁর প্রশংসাসহ তাসবীহ পাঠ করে।"

- عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ، قَيُّوْمٌ لَا يَنَامُ، وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ، يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ

"তিনি পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী। চিরপ্রতিষ্ঠিত, কখনও ঘুমান না। তিনি সব জিনিসকে ইলমের মাধ্যমে পরিব্যাপ্ত করে আছেন। তিনি চোখের গোপন খেয়ানত এবং অন্তরে যা আছে, তাও জানেন।"

*** গুনাহের কিছু কুফল:**

- ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন, গুনাহের একটি কুফল হলো, তা অন্তরে মহান আল্লাহর বড়ত্ব কমিয়ে দেয়।

- বিশর আল-হাফি রহ. বলেন, মানুষ যদি আল্লাহর বড়ত্বের ব্যাপারে চিন্তা করত, তাহলে কখনো তাঁর অবাধ্য হতো না।

- তাঁর যে সমস্ত সুন্দর নাম ও উন্নত গুণাবলি আমাদের নিকট পৌঁছেছে, তার মধ্যে রয়েছে–

- الْعَظِيمِ الْمُهَيْمِنُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْقُوى الْقَهَّارُ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ سُبْحَانَه وَتَعَالَى

“তিনি মহান, প্রতাপশালী, পরাক্রমশালী, বড়ত্বের অধিকারী, শক্তিশালী, ক্ষমতাশালী, বড়, সুউচ্চ, পবিত্র, উন্নত।”

- وهُوَ الْحَيُّ الَّذِيْ لَا يَمُوْتُ وَالْجِنّ وَالْإِنْسِ يَمُوْتُوْنَ

“তিনি চিরঞ্জীব, কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না। আর জিন ও মানুষ মৃত্যুবরণ করে।”

- وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ

“তিনি নিজ বান্দাদের ওপর ক্ষমতাশালী। বজ্র ও ফেরেশতাগণ তাঁর ভয়ে তাঁর প্রশংসাসহ তাসবীহ পাঠ করে।”

- عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ، قَيُّوْمٌ لَا يَنَامُ، وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ، يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ

“তিনি পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী। চিরপ্রতিষ্ঠিত, কখনও ঘুমান না। তিনি সব জিনিসকে ইলমের মাধ্যমে পরিব্যাপ্ত করে আছেন। তিনি চোখের গোপন খেয়ানত এবং অন্তরে যা আছে, তাও জানেন।”

*** গুনাহের কিছু কুফল:**

- ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন, গুনাহের একটি কুফল হলো, তা অন্তরে মহান আল্লাহর বড়ত্ব কমিয়ে দেয়।

- বিশর আল-হাফি রহ. বলেন, মানুষ যদি আল্লাহর বড়ত্বের ব্যাপারে চিন্তা করত, তাহলে কখনো তাঁর অবাধ্য হতো না।

যার অন্তরে আল্লাহর বড়ত্ব হালকা হয়ে যায়, যার অন্তরে আল্লাহর মহত্ত্ব দুর্বল হয়ে যায়, তার গুনাহ ও অবাধ্যতা করা সহজ হয়ে যায়। সে যেন জেনে রাখে যে, সে নিজেরই ক্ষতি করছে। আল্লাহ তাআলা'র অসংখ্য বান্দা রয়েছে; যারা আল্লাহ তাআলা'র আদেশের অবাধ্যতা করে না এবং তাদেরকে যে আদেশ করা হয়, তারা তা-ই পালন করে। যারা সংখ্যায় আমাদের চেয়েও অধিক এবং আমাদের চেয়েও বেশি ভয় ও ইবাদত করে। তারা দিবারাত্রি আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করে, কখনও বিরতি দেয় না।

*** নিজেকে আল্লাহর বড়ত্ব বর্ণনায় অভ্যস্ত করঃ**

যখন বান্দা নামাজের মধ্যে হৃদয় ও আত্মাকে বিনয়, স্থিরতা এবং মনোযোগ ও ভাবনার ওপর অভ্যস্ত করে তুলবে, তখন তার মনে আল্লাহর ভয় ও ভালোবাসা গেঁথে যাবে। তাঁর দান ও নেয়ামত পাবার আশা দৃঢ় হবে এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহর ভয় তাকে সহায়তা করবে। তার কোনো অবস্থা ও কোনো কাজ তার সৃষ্টিকর্তার ভয়শূন্য হবে না।

ফলে শয়তান যখন তাকে কোনো বিষয়ে প্ররোচিত করবে, কোনো মন্দ বিষয়কে তার সামনে সুন্দর করে তুলবে, তখন সে এ কথা বলে তা থেকে মুক্ত থাকবে– إِنِّي أَخَافُ اللهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ "আমি সকল জগতের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে ভয় করি।"

*** যিকির দুই প্রকারঃ**

কাযী ইয়ায রহ. বলেন, আল্লাহর যিকির দুই প্রকারঃ অন্তরের যিকির এবং জবানের যিকির। অন্তরের যিকির আবার দুই প্রকারঃ

ক. আল্লাহ তাআলা'র বড়ত্ব, মহত্ত্ব, ক্ষমতা, রাজত্ব এবং জমিন ও আসমানে তাঁর নিদর্শনাবলির ব্যাপারে চিন্তা করা। এটাই হলো, সর্বোন্নত ও সবচেয়ে বড় যিকির।

খ. তাঁর আদেশ-নিষেধ পালনের সময় অন্তরে তাঁকে স্মরণ করা। আর স্মরণ করার মাধ্যমে তিনি যা আদেশ করেছেন, তা পালন করা আর তিনি যা নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাকা এবং যে সকল বিষয় সন্দেহপূর্ণ

তার নিকট থেমে যাওয়া।

আর জবানের যিকির: এটা হলো যিকিরসমূহের মাঝে দুর্বল যিকির; কিন্তু তথাপি এর মধ্যেও মহাফযীলত রয়েছে, যা অসংখ্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

*** আল্লাহর যিকিরের সুফল:**

আল্লাহ তাআলা'র যিকির অন্তরে তাঁর বড়ত্বের উপলব্ধি সৃষ্টি করে এবং এ কথার অনুভূতি সৃষ্টি করে যে, তিনিই সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান, তিনি চিরঞ্জীব, চিরপ্রতিষ্ঠিত। তিনি আসমানসমূহ ও জমিনকে টলে যাওয়া থেকে রক্ষা করেন এবং এগুলোর সংরক্ষণে তিনি ক্লান্ত হন না। আর তখনই যিকিরকারী সফলতা ও প্রশান্তি অনুভব করবে, যে সফলতা ও প্রাপ্তির অনুভূতি তার অন্তর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ঢেকে নেবে।

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

"যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণে প্রশান্ত হয়। শুনে রেখ, আল্লাহর যিকিরে অন্তর প্রশান্ত হয়।"[৮৮]

*** আল্লাহ মহামহিয়ান:**

ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন, আমি নিম্নলিখিত বিষয়গুলোতে আশ্চর্যবোধ করি:

- তুমি আল্লাহর পরিচয় লাভ করেছ; কিন্তু তাঁকে ভালোবাসো না। তুমি আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর আওয়াজ শুন; কিন্তু সাড়া দিতে বিলম্ব কর। আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আমল করলে কী লাভ– তা তুমি জান; কিন্তু তুমি সে আমলটা আল্লাহর জন্য না করে অন্যের জন্য কর। আল্লাহর গযবের ভয়াবহতা সম্পর্কে তুমি জান; কিন্তু সেই গযবের কাজেই নিপতিত হও।

- তুমি আল্লাহ তাআলা'র অবাধ্যতার মধ্যে বিষণ্নতার যন্ত্রণা অনুভব কর; তথাপি তুমি তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর ঘনিষ্ঠতা অন্বেষণ কর না। তুমি আল্লাহর কথা ব্যতীত অন্য কিছুতে লিপ্ত হওয়া ও তাঁর আলোচনা করার

....

৮৮. সূরা রা'দ:২৮

মাঝে অন্তরের সংকীর্ণতা অনুভব কর; তথাপি তাঁর স্মরণ ও তাঁর সঙ্গে মুনাজাতের মাধ্যমে বক্ষ প্রশস্ত করার প্রতি আগ্রহী হও না।

- তুমি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর সাথে অন্তর সম্পর্কিত হলে অস্বস্তি অনুভব কর; কিন্তু তবুও আল্লাহর দিকে মনোযোগী ও অনুরাগী হওয়ার মাধ্যমে তা থেকে পলায়ন কর না।

- এর থেকে আরও আশ্চর্যজনক হলো, তুমি জান– তাঁকে ছাড়া তোমার কোনো উপায় নেই এবং তুমিই তাঁর নিকট সবচেয়ে বেশি মুখাপেক্ষী; তথাপি তুমি তাঁর থেকে বিমুখ হয়ে আছ। আর যা তাঁর থেকে দূরত্ব সৃষ্টি করবে, তুমি সেদিকেই ধাবিত হচ্ছ।

*** সর্বাধিক আশ্চর্যজনক জিনিস:**

ফুযাইল ইবনে ইয়াযকে বলা হলো, সর্বাধিক আশ্চর্যজনক জিনিস কী? তিনি বললেন, তা হলো– তুমি আল্লাহকে চেন; কিন্তু তারপরও তাঁর অবাধ্যতা কর।

*** প্রকৃত মুমিন:**

যার অন্তরে আল্লাহর বড়ত্ব বিচরণ করে, তার দেহ-মন সিজদায় লুটিয়ে পড়ে। যার অন্তর অনুগত হয় এবং মন বিনীত হয়, সে তার রুকুতে রবের সাথে নিজের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলে– হে আল্লাহ! তোমার জন্যই রুকু করলাম, তোমার প্রতিই ঈমান এনেছি এবং তোমার নিকটই আত্মসমর্পণ করেছি। আমার কর্ণ, চক্ষু, মগজ, অস্থি, চর্বি সব তোমার সামনে নত হয়েছে।

এ কারণেই ইমাম আহমাদ রহ. বলেন, তুমি যদি তোমার অন্তর পরিশুদ্ধ করে নিতে পার; তাহলে তুমি আর কাউকে ভয় করবে না।

এই যে ইয্ ইবনে আব্দুস সালাম, তিনি এক জালেম শাসকের সামনে এসে কঠোর ভাষায় কথা বললেন। তারপর যখন তিনি প্রত্যাগমন করলেন, তখন লোকজন তাকে জিজ্ঞেস করল, হে ইমাম! আপনি তাকে ভয় করলেন

না? তিনি বললেন, আমি আল্লাহর বড়ত্বের কথা চিন্তা করছিলাম, এ কারণে সে আমার নিকট বিড়ালের ন্যায় হয়ে গেল।

কিন্তু এখন দেখি– অনেক মানুষ অফিসার, আইন-প্রশাসন ইত্যাদিকে আল্লাহর থেকে অধিক ভয় করে! কোনো সন্দেহ নেই যে, এটা তাদের অন্তরের সমস্যা। আর জ্ঞানী ব্যক্তি নিজেই স্বীয় কল্যাণ অনুধাবন করতে পারে।

*** মুসলিমের জীবনে আল্লাহর বড়ত্ব অনুধাবনের গুরুত্ব:**

যে আল্লাহর বড়ত্ব ও মহত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি দেবে, সে তাঁর সম্মানিত বিষয়সমূহকে সম্মান করবে এবং তাঁর যথাযথ মূল্যায়ন করবে, তাঁর আদেশ-নিষেধকে বড় মনে করবে এবং তাঁর একটি ছোট অবাধ্যতাও তার কাছে অনেক ভারী মনে হবে। সে আল্লাহকে এমন ভয় করবে; যেন একটি আস্ত পাহাড় তার ওপর পতিত হবে।

আমরা যদি আল্লাহর বড়ত্ব অনুধাবন করি, তাঁর প্রতি যে দাসত্ব, আনুগত্য ও বিনয় প্রদর্শন করা আবশ্যক; তা উপলব্ধি করি এবং তাঁর যথাযথ হক বুঝতে সক্ষম হই; তাহলে আমরা নিজেদের মন থেকে বেশি বেশি হিসাব নিতে পারব। আমাদের প্রতি আল্লাহর নেয়ামতরাজি ও আমাদের পক্ষ থেকে তাঁর অবাধ্যতার পরিমাণ মিলিয়ে দেখতে পারব এবং আমাদের প্রতি তাঁর হক ও আমরা আমাদের আখিরাতের জন্য কি অগ্রে প্রেরণ করেছি; তাও মিলিয়ে দেখতে পারব।

*** বড়ত্ব আল্লাহর একটি গুণ:**

ইমাম আসবাহানী রহ. বলেন, বড়ত্ব আল্লাহর একটি গুণ, কোনো সৃষ্টি এর উপযুক্ত নয়।
তবে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টির মাঝেও এক প্রকার বড়ত্ব সৃষ্টি করেছেন, এর মাধ্যমে একজন অন্যজনকে মর্যাদা দান করে।

- যেমন মানুষের মধ্যে কেউ সম্পদকে বড় মনে করে।
- কেউ সম্মানকে বড় মনে করে।

- কেউ ইলমকে বড় মনে করে।
- কেউ ক্ষমতাকে বড় মনে করে।
- কেউ পদকে বড় মনে করে।
- এভাবে প্রত্যেকেই একটিকে অপরটির তুলনায় বড় মনে করে এবং একে অপরকে সম্মান প্রদর্শন করে।

আর আল্লাহ তাআলা সর্বাবস্থায়ই বড় এবং সম্মানিত। সুতরাং যে আল্লাহর বড়ত্বের হক বুঝতে পেরেছে, তার উচিত এমন কথা না বলা; যা আল্লাহ অপছন্দ করেন। আর কোনো গুনাহে লিপ্ত হয়ে আল্লাহর অসন্তুষ্টিতে নিপতিত না হওয়া, কারণ তিনি বান্দার সকল কর্ম সম্পর্কে অবগত।

ফুযাইল ইবনে ইয়াযকে বলা হলো, সর্বাধিক আশ্চর্যজনক জিনিস কী? তিনি বললেন, তা হলো– তুমি আল্লাহকে চেন; কিন্তু তারপরও তাঁর অবাধ্যতা কর।

مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

"মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে, তার জন্য একজন প্রহরী নিযুক্ত আছে, যে (তা লিপিবদ্ধ করার জন্য) সদা প্রস্তুত।"[৮৯]

ইমাম ইবনে কাসীর রহ. বলেন, আদম সন্তান যত কথা বলে, তার প্রতিটি কথা পর্যবেক্ষণকারী ফেরেশতা সদা উপস্থিত রয়েছে। যে প্রতিটি কথা লিখে রাখে, একটি শব্দ বা একটি হরকতও ছাড়ে না। অনুরূপ অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন–

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ . كِرَامًا كَاتِبِينَ

"নিশ্চয়ই তোমাদের সাথে প্রহরীগণ নিযুক্ত আছে। তাঁরা হলেন সম্মানিত লেখকগণ।"[৯০]

*** জিহ্বার দৃঢ়তার কারণে অন্তরের দৃঢ়তা:**

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

لَا يَسْتَقِيمُ إِيمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ ، وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ

"বান্দার ঈমান মজবুত হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার অন্তর ঠিক না হয়। আর বান্দার অন্তর ঠিক হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার জিহ্বা ঠিক না হয়।"[৯১]

*** জিহ্বাকে উপকারী কথায় ব্যস্ত রাখার প্রয়োজনীয়তা:**

জিহ্বাকে আল্লাহর যিকিরে ব্যস্ত রাখ। তাঁর আনুগত্য, হামদ, তাসবীহ, তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা) ও ইস্তেগফারে ব্যস্ত রাখ। রাসূলুল্লাহ

....

৮৯. সূরা ক্বফ: ১৮
৯০. সূরা ইনফিতার: ১০-১১
৯১. মুসনাদে আহমাদ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মজলিসে ৭০ বারের অধিক আল্লাহর নিকট ইস্তেগফার করতেন। আমরা কি আমাদের কোনো মজলিসে একবারও আল্লাহর নিকট ইস্তেগফার করি?

*** তুমি কত পুরস্কার ও কল্যাণ নষ্ট করে দিলে:**

হে আল্লাহর বান্দা! তুমি একটি মজলিসে বসে কথাবার্তা বলছ; কিন্তু তুমি জানো না, তুমি কী হারাচ্ছ? তুমি যদি যিকির ও ইস্তেগফারে মনোনিবেশ করতে, তাহলে সেটা তোমার জন্য কতই না ভালো হতো। এতে তোমার হয়তো দুই মিনিট বা তিন মিনিট সময় ব্যয় হতো। তুমি যদি এ দুনিয়ায় একটি খেজুর বৃক্ষ রোপণ করতে চাইতে; তাহলে তাতে তুমি কত চেষ্টা ও সময় ব্যয় করতে! পানি দিতে, রক্ষণাবেক্ষণ করতে, পরিচর্যা করতে। এতে ফল দিতে হয়তো এক বছর লেগে যেত। আবার কখনও ফল না দেওয়ার সম্ভাবনাও থাকত। কিন্তু তিন সেকেণ্ডের মধ্যে তুমি জান্নাতে একটি খেজুর বৃক্ষ লাভ করতে পারতে, যার কাণ্ড হতো স্বর্ণের। তুমি কি কখনও কোনো মজলিসে একশত বার সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি বলে দেখেছ? তাতে তোমার পাঁচ মিনিটের বেশি সময় লাগত না।

হে ভাই! তুমি জবানের ব্যাপারে উদাসীন হওয়া থেকে সাবধান হও। কারণ, এটি হলো– একটি হিংস্র, ক্ষতিকর জন্তুর ন্যায়, তুমি যার প্রথম শিকার।

হে ভাই! জবানের ব্যাপারে উদাসীন হওয়া থেকে সাবধান হও। কারণ, তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোর মধ্যে এটাই (তোমার বিরুদ্ধে) সর্বাধিক অপরাধ করে থাকে। তুমি তোমার আমলনামায় কিয়ামতের দিন যত বদ আমল দেখতে পাবে, তার অধিকাংশই তোমার জিহ্বা তোমার বিরুদ্ধে লিখিয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ - إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ ؟

"মানুষের জিহ্বার ফসলগুলোই মানুষকে জাহান্নামে উল্টোমুখী করে বা নাকের ওপর করে নিক্ষেপ করে।"[৯২]

....

৯২. সুনানে তিরমিযী: ২৬১৬

এ কারণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

"যে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে। সে যেন ভালো কথা বলে, নয়তো চুপ থাকে।"[৯৩]

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন, দীর্ঘ সময় বন্দি করে রাখার ক্ষেত্রে তোমার জিহ্বা থেকে উপযুক্ত জিনিস আর কিছু নেই।

*** ভদ্রতা কী?**

আহনাফ ইবনে কায়সকে ভদ্রতা ও মানবতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি বললেন— সত্য কথন, মুসলিম ভাইদের সাথে সদাচরণ ও সর্বস্থানে আল্লাহর স্মরণ।

প্রাজ্ঞবাণী: অনেক কথা মুখ দিয়ে চলে আসে, আর তার কারণে মানুষ ধ্বংস হয়।

*** প্রকৃত মুসলিম:**

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

"সেই ব্যক্তি প্রকৃত মুসলিম, যার জিহ্বা ও হাত থেকে মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে।"[৯৪]

*** সবচেয়ে কঠিন আমল:**

দাউদ আত-তায়ী রহ. একদা মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল আজীজ রহ. কে বললেন, তুমি কি জানো না?— জবানের হেফাজত করাই সবচেয়ে কঠিন ও সর্বশ্রেষ্ঠ আমল। তিনি বললেন, হ্যাঁ; কিন্তু আমাদের কী অবস্থা হবে?

....

৯৩. সহীহ বুখারী: ৬০১৯; সহীহ মুসলিম: ৪৮

৯৪. সহীহ বুখারী: ১০; সহীহ মুসলিম: ৪১

*** জবানের ব্যাপারে সালাফের অবস্থা:**

হাসান বসরী রহ. বলেন, জিহ্বা হলো দেহের নিয়ন্ত্রক। যখন জিহ্বা কোনো অপরাধ করে, তখন অন্যান্য অঙ্গও অপরাধে লিপ্ত হয়। জিহ্বা বিরত থাকলে অন্যান্য অঙ্গও বিরত থাকে।

হাসান ইবনে সালেহ রহ. বলেন, আমি তাকওয়ার অনুসন্ধান করলাম। জিহ্বার চেয়ে কম তাকওয়া অন্য কোনো অঙ্গে পাইনি।

উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি আবু বকর সিদ্দীক রাযি. এর নিকট গেলেন। তিনি দেখলেন, আবু বকর রাযি. তাঁর জিহ্বা টেনে ধরেছেন। উমর রাযি. বললেন, থামুন! আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন! আবু বকর রাযি. বললেন, এ বস্তুই আমাকে মুসীবতে ফেলেছে।

কে বললেন এ কথা? তিনি হলেন নবী-রাসূলগণের পরে সর্বোত্তম ব্যক্তি– আবু বকর রাযি.। তাউস ইবনে কাইসান রহ. দীর্ঘ নীরবতার ব্যাপারে ওযর পেশ করতেন। তিনি বলতেন, আমি আমার জিহ্বাকে পরীক্ষা করেছি, আমি দেখলাম সে অনেক তিরস্কৃত ও হীন প্রকৃতির।

*** কীভাবে তুমি তোমার দোষ-ত্রুটি গোপন করবে?**

ইমাম নববী রহ. বলেন, কাস ইবনে সায়িদা ও আকসাম ইবনে সাইফী রহ. এক জায়গায় একত্রিত হলেন। একজন আরেকজনকে বললেন, আদম সন্তানের মধ্যে কী পরিমাণ দোষ পেলে? অপরজন বলল, তা অগণিত। আমি আট হাজার জনকে গুনেছি। তারপর একটি পদ্ধতি পেয়েছি, যেটি অবলম্বন করলে তুমি তোমার সব দোষ গোপন করতে পারবে। প্রথমজন বললেন, তা কী? অপরজন বললেন, তা হচ্ছে জবানের হেফাজত করা।

*** জবানের হেফাজত মুত্তাকীদের বৈশিষ্ট্য:**

জনৈক তাবেয়ী বলেন, আমি আতা ইবনে আবী রাবাহ রহ. এর সাথে ত্রিশ বছর মক্কা মোকাররমায় অবস্থান করেছি। এ সময় তিনি কখনও আল্লাহ ও তাঁর আয়াতসমূহের আলোচনা, সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজ থেকে

নিষেধ ও অতি প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া কোনো কথা বলেননি। আমরা তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, তোমরা কেন বোঝো না! তোমরা কি ভুলে গেছ? তোমাদের ওপর ফেরেশতা নিযুক্ত আছে; যাঁরা তোমাদের প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসও সংরক্ষণ করেন এবং প্রতিটি কথাবার্তা লিখে রাখেন। এর দ্বারা আল্লাহর সামনে তোমাদেরকে হিসাবের সম্মুখীন করবেন।

*** যে সমস্ত বিষয় থেকে জিহ্বাকে হেফাজত করতে হবে:**

অভিশাপ দেওয়া, অশ্লীল ও লাগামহীন কথাবার্তা বলা, বেশি বেশি আল্লাহর অসন্তুষ্টিমূলক হাসি-ঠাট্টা করা, আল্লাহর অসন্তুষ্টিমূলক অনর্থক কথাবার্তা অধিক পরিমাণে বলা এবং গীবত, চোগলখুরি ও ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করা থেকে জিহ্বাকে হেফাজত করতে হবে। বিশেষত আল্লাহর আয়াত, কিতাবসমূহ, নবী-রাসূল, উলামা, তালিবুল ইলম, দায়ী ও মুজাহিদদেরকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা থেকে জিহ্বাকে হেফাজত করতে হবে। কারণ, এগুলো নেফাকির আলামত।

*** কীভাবে জিহ্বাকে হেফাজত করা যাবে?**

১. জিহ্বাকে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল রাখা এবং এর দ্বারা আল্লাহর নিকট কী পরিমাণ বিনিময় রয়েছে, তা অনুধাবন করা। কারণ, উত্তম কথা তোমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী করবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে। বিশুদ্ধ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত যে, তিনি বলেন– “বান্দা এক টুকরো খেজুর ও একটি উত্তম কথার দ্বারা জাহান্নাম থেকে বেঁচে যায়।”

২. সালাফে সালেহীনের জীবনী পাঠ: তাতে উত্তম নমুনা রয়েছে, যা অনর্থক কাজ বাদ দিয়ে অর্থবহ কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে অনুপ্রেরণা যোগাবে।

৩. আল্লাহর নিকট দুআ করবে; যেন আল্লাহ তোমার জিহ্বাকে অনর্থক কথা বলা থেকে হেফাজত করেন এবং সঠিক কথা বলার তাওফীক দান করেন। কারণ, এর দ্বারা আমল সংশোধন হবে এবং গুনাহ মাফ

হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا . يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। তাহলে আল্লাহ তোমাদের আমল সংশোধন করে দেবেন এবং তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন।"[৯৫]

হাদীসে বর্ণিত দুআর মধ্যে রয়েছে– قُلِ اللَّهُمَّ اهْدِنِي وَسَدِّدْنِي "বল, হে আল্লাহ! আমাকে হিদায়াত দান করুন এবং আমার কথা ও কাজ সঠিক করে দিন।"[৯৬]

এই বলে আল্লাহর নিকট দুআ করবে–

اللهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ لِسَاناً يُرْضِيْكَ عَنِّيْ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ لِسَانٍ يَغْضِبُكَ عَلَيَّ

"হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট এমন জিহ্বা চাই; যা তোমাকে আমার প্রতি সন্তুষ্ট করবে এবং এমন জিহ্বা থেকে আশ্রয় চাই; যা তোমাকে আমার প্রতি ক্রোধান্বিত করবে।"

*** কথার মধ্যে দুটি বড় বিপদ রয়েছেঃ**

ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন, জবানের মধ্যে দুটি বড় বিপদ রয়েছে, একটি থেকে মুক্তি পেলেও অপরটি থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না। একটি হলো– কথা বলার বিপদ, আরেকটি হলো– চুপ থাকার বিপদ। আপন আপন সময়ে প্রত্যেকটিই অপরটি থেকে বড় বিপদ হতে পারে।

যেমন, যে হক কথা বলা থেকে চুপ থাকে, সে হলো– বোবা শয়তান, আল্লাহর অবাধ্য, রিয়াকারী ও শৈথিল্যকারী (যদি নিজের ওপর আশঙ্কা না থাকে)।

....

৯৫. সূরা আহজাব: ৭০-৭১
৯৬. সহীহ মুসলিম: ২৭২৫

- আর যে ভ্রান্ত কথা বলে, সে হলো– বাকশীল শয়তান, আল্লাহর অবাধ্য।
- বেশিরভাগ মানুষই কথা বলা ও চুপ থাকার ক্ষেত্রে সঠিক অবস্থা থেকে বিচ্যুত। তারা এ দুটির যে কোনো একটিতে লিপ্ত।
- মধ্যমপন্থীরাই হচ্ছে সরল সঠিক পথের অনুসারী। যারা নিজেদের জিহ্বাকে বাতিল কথা থেকে হেফাজত করে। আর যা পরকালে উপকারী হবে, তা বলে।

اللهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ لِسَاناً يُرْضِيْكَ عَنِّيْ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ لِسَانٍ يَغْضِبُكَ عَلَيَّ

“হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট এমন জিহ্বা চাই; যা তোমাকে আমার প্রতি সন্তুষ্ট করবে এবং এমন জিহ্বা থেকে আশ্রয় চাই; যা তোমাকে আমার প্রতি ক্রোধান্বিত করবে।”

الزهد في الدنيا

জুহ্দ বা দুনিয়া বিমুখতা

আল্লাহ তাআলা বলেন–

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى

"বলুন, দুনিয়ার ভোগসম্ভার তুচ্ছ। যারা আল্লাহকে ভয় করে, তাদের জন্য আখিরাতই উত্তম।"[৯৭]

ইমাম বাগাবী রহ. বলেন, অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ! আপনি বলুন, দুনিয়ার উপকারিতা ও তার দ্বারা সুবিধা গ্রহণ তুচ্ছ ও নগণ্য। যারা শিরক ও রাসূলের অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকে, তাদের জন্য আখিরাতই উত্তম ও শ্রেষ্ঠ।

*** জুহ্দ এর সংজ্ঞা:**

যুহ্দ হলো, দুনিয়ার ধ্বংসের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া; ফলে তা তুচ্ছ মনে হবে এবং তা থেকে বিমুখ থাকা সহজ হবে।

ইমাম আহমাদ রহ. বলেন, জুহ্দ হলো স্বল্প আশা করা।

তাঁর থেকে এরূপ আরেকটি বর্ণনা রয়েছে যে, জুহ্দ হলো– দুনিয়া আসার কারণে আনন্দিত না হওয়া এবং চলে যাওয়ার কারণেও দুঃখিত না হওয়া। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, এক ব্যক্তির নিকট এক হজার দিনার আছে, সে কি জাহেদ (দুনিয়াবিমুখ)? তিনি বললেন– হ্যাঁ, হতে পারে; শর্ত হলো, তা বৃদ্ধি পেলেও সে আনন্দিত হতে পারবে না এবং কমে গেলেও দুঃখিত হবে না।

আল্লাহ তাআলা জুহ্দ অবলম্বন করার প্রতি তাঁর কিতাবে উৎসাহিত করেছেন। তা মানুষের জন্য পছন্দ করেছেন, তার প্রশংসা করেছেন এবং তার বিপরীত অবস্থাকে মন্দ বলেছেন। দুনিয়ার প্রতি আসক্তি আর

....

৯৭. সূরা নিসা: ৭৭

আখিরাত থেকে বিমুখ হওয়াকে নিন্দা করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন–

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى

"আসলে তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও; অথচ আখিরাতই শ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী।"[৯৮]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ

"দুনিয়া যদি আল্লাহর নিকট মাছির পাখা সমপরিমাণও হতো; তাহলে আল্লাহ তাআলা কোনো কাফেরকে দুনিয়ার এক ফোঁটা পানিও পান করাতেন না।"[৯৯]

*** গভীর প্রজ্ঞাবাণী:**

ইমাম আহমাদ রহ. এর নিকট দুনিয়ার আলোচনা করা হলে তখন তিনি বললেন, দুনিয়ার অল্প-স্বল্প যথেষ্ট হয় আর আধিক্যতা তৃষ্ণা বাড়ায়।

*** জুহ্‌দের হাকীকত:**

জুহ্‌দ বা দুনিয়া বিমুখতা দারিদ্রের নাম নয় এবং দুনিয়া তোমার থেকে বিমুখ, তাই তুমিও দুনিয়া থেকে বিমুখ– বিষয়টি এমনও নয়। বরং জুহ্‌দ হলো– সম্পদের লোভ তোমার মধ্যে না থাকা; যদিও তা তোমার হাতে থাকে।

*** তুমি কীভাবে দুনিয়াবিমুখ হবে? তার কয়েকটি পন্থা:**

১. বান্দা নিজের কাছে যা আছে, তার তুলনায় আল্লাহর নিকট যা আছে তার ওপর অধিক নির্ভরশীল হওয়া। আর এমন অবস্থা তৈরি হবে

৯৮. সূরা আ'লা: ১৬-১৭
৯৯. সহীহ মুসলিম

আখিরাতের প্রতি সত্যিকার ও নিশ্চিত বিশ্বাসের দ্বারা। কারণ, স্বয়ং আল্লাহ তাআলা বান্দাদের রিজিকের দায়িত্ব ও যিম্মাদারী নিয়েছেন। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا

“জমিনে যত প্রাণী আছে, সকলের রিজিকের দায়িত্ব আল্লাহর ওপর।”[১০০]

২. বান্দার অবস্থা এমন হওয়া যে, যখন তার কোনো বিপদ আসে যেমন, সম্পদ, সন্তান বা অন্য কিছু চলে যায়, তখন সে দুনিয়ায় যা কিছু চলে গেছে; তার থেকে আখিরাতে যে বিনিময় স্থায়ীভাবে লাভ করবে, তার প্রতি অধিক আগ্রহী হবে। আর এটাও পরিপূর্ণ ইয়াকীনের দ্বারাই সৃষ্টি হয়।

৩. বান্দার নিকট হক্বের ব্যাপারে তার প্রশংসাকারী আর নিন্দাকারী সমান হয়ে যাওয়া: এটা দুনিয়া বিমুখতা, তাকে তুচ্ছ মনে করা ও তার প্রতি কম আগ্রহ থাকার একটি প্রমাণ। কারণ, যার নিকট দুনিয়া বড় হবে, সে প্রশংসাকে ভালোবাসবে এবং নিন্দাকে অপছন্দ করবে। ফলে এটা তাকে নিন্দার ভয়ে অনেক হক বর্জন করতে এবং প্রশংসার আশায় অনেক অন্যায় কাজে লিপ্ত হতে উদ্বুদ্ধ করবে।

সুতরাং যার নিকট তার প্রশংসাকারী ও নিন্দাকারী সমান হয়ে যাবে, তার অন্তর থেকে মাখলুকের বড়ত্ব দূর হয়ে যাবে এবং তার অন্তর আল্লাহর ভালোবাসা ও যাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি আছে, তা দ্বারা পরিপূর্ণ হবে।

*** দুনিয়ার স্বাদ ও আখিরাতের স্বাদের মাঝে পার্থক্য:**

ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন, আখিরাতের স্বাদ বড় ও স্থায়ী আর দুনিয়ার স্বাদ ছোট ও সাময়িক। এমনিভাবে দুনিয়ার কষ্ট ও আখিরাতের কষ্ট এমনই। আর এর ভিত্তি হলো, ঈমান ও ইয়াকীনের ওপর। তাই যখন ঈমান শক্তিশালী হবে এবং অন্তরের গভীরে প্রবেশ করবে, তখন সে উন্নত

....

১০০. সূরা হূদ: ০৬

স্বাদকে নিম্নটার ওপর প্রাধান্য দেবে এবং কঠিন যন্ত্রণার পরিবর্তে লঘু যন্ত্রণা সহ্য করে নেবে।

قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

"তারা বলল, যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, সেই সত্তার কসম! আমাদের নিকট যে উজ্জ্বল নিদর্শনাবলি এসেছে, তার ওপর আমরা কিছুতেই তোমাকে প্রাধান্য দিতে পারব না। সুতরাং তুমি যা করতে চাও কর, তুমি যাই কর না কেন, তা এ পার্থিব জীবনেই হবে।"[১০১]

*** জুহ্দই স্বস্তি:**

জনৈক দুনিয়াবিমুখ সালাফ বলতেন, দুনিয়া বিমুখতা মন ও দেহের স্বস্তি। আর দুনিয়ার প্রতি আগ্রহ চিন্তা ও পেরেশানির উদ্ভব ঘটায়।

*** দুটি একত্রিত হয় না:**

বলা হয়ে থাকে– আল্লাহ তাআলা দাউদ আ. এর নিকট ওহী পাঠালেন: আমি অন্তরসমূহের ওপর হারাম করেছি যে, একই অন্তরে আমার ভালোবাসা আবার অন্যদের ভালোবাসা একত্রিত হওয়াকে। হে দাউদ! তুমি যদি আমাকে ভালোবাস; তাহলে অন্তর থেকে দুনিয়ার ভালোবাসা দূর করে ফেল। কারণ, আমার ভালোবাসা আর দুনিয়ার ভালোবাসা এক অন্তরে থাকতে পারে না। হে দাউদ! যারা আমাকে ভালোবাসে, তারা সেই সময় আমার সামনে দাঁড়িয়ে তাহাজ্জুদ পড়ে, যখন অলস লোকেরা ঘুমিয়ে পড়ে এবং তারা নির্জনে আমাকে স্মরণ করে, যখন গাফেলরা বিভোর থাকে।

*** দুনিয়ার বিবরণ:**

আলী রাযি. কে বলা হলো, আমাদের জন্য দুনিয়ার বর্ণনা তুলে ধরুন। তিনি বললেন, সংক্ষেপে না দীর্ঘ করব? তারা বলল, সংক্ষেপে। তিনি

....

১০১. সূরা তহা: ৭২

বললেন, দুনিয়ার হালালগুলোর হিসাব দিতে হবে আর হারামগুলোর জন্য আযাব হবে।

*** জুহ্‌দের সুফল:**

১. আল্লাহর সাক্ষাতের প্রতি আগ্রহ।

২. দুনিয়ার সাথে সম্পৃক্ত না হওয়া এবং তার জন্য অনুতাপ না থাকা।

৩. নেতৃত্ব ও পদের লোভ থেকে মুসলিমদের সুরক্ষা।

৪. মানুষকে দেখানো ও খ্যাতি অর্জনের ফেতনা থেকে মুসলিমদের সুরক্ষা, যা আল্লাহর স্মরণ ও নামাজ থেকে মন ফিরিয়ে রাখে।

৫. নারীদের ফেতনা থেকে সুরক্ষা।

৬. হারামে লিপ্ত হওয়া থেকে সুরক্ষা এবং এমন সন্দেহ ও সংশয়পূর্ণ জিনিস থেকে দূরে থাকতে সহায়ক; যা হারামে পৌঁছে দেয়।

৭. ফুযাইল ইবনে ইয়ায রহ. বলেন, তোমাদের কলবে কিছুতেই ঈমানের মিষ্টতা অনুভব করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা দুনিয়াবিরাগী হবে।

*** কীভাবে আখিরাতের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হবে?**

ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন, দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত আখিরাতের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হবে না। তাই দুনিয়াকে আখিরাতের ওপর প্রাধান্য দেওয়া হয় ঈমানের কমতির কারণে, অথবা আকলের ঘাটতির কারণে, অথবা উভয়টারই ঘাটতির কারণে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ দুনিয়াকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করেছেন। তাঁরা তার থেকে তাঁদের অন্তর ফিরিয়ে নিয়েছিলেন এবং তাকে এমনভাবে পরিত্যাগ করেছিলেন যে, তার প্রতি আর ঝুঁকেননি। দুনিয়াকে কারাগার মনে করেছেন; জান্নাত নয়। তাই তাঁরা দুনিয়ার ব্যাপারে প্রকৃত জুহ্‌দ অবলম্বন করেছিলেন। তাঁরা চাইলে দুনিয়ার সকল প্রিয় বস্তুই লাভ করতে পারতেন। প্রতিটি আগ্রহই পুরা করতে পারতেন। কিন্তু তাঁরা বিশ্বাস করতেন– এটা হলো, কোনো রকমে অতিক্রম করার জায়গা; আনন্দের

জায়গা নয়। এটা হলো, গ্রীষ্মের মেঘসম; যা মুহূর্তেই বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। এক উদ্ভট স্বপ্নের ন্যায়; যা এখনো দেখা শেষ হয়নি, অমনি বিদায়ের ঘণ্টা বাজায়।

*** জুহ্‌দ অবলম্বনে সহায়ক বিষয়সমূহ:**

- দুনিয়ার দ্রুত পতন, তার ধ্বংসশীলতা, অসম্পূর্ণতা ও হীনতার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া এবং তাতে ভীড় জমানোর মধ্যে যে দুঃখ-কষ্ট ও দুর্ভোগ রয়েছে তা চিন্তা করা।
- আখিরাতের আগমন, তার স্থায়িত্ব ও তাতে যে সমস্ত নেয়ামত রয়েছে তার শ্রেষ্ঠত্বের কথা চিন্তা করা।
- মৃত্যু ও পরকালের কথা বেশি বেশি স্মরণ করা।
- আখিরাতের জন্য মুক্ত হওয়া, আল্লাহর ইবাদতের দিকে মনোযোগী হওয়া এবং সময়গুলোকে যিকির ও কুরআন তিলাওয়াতের দ্বারা আবাদ করা।
- দ্বীনি স্বার্থকে পার্থিব স্বার্থের ওপর প্রাধান্য দেওয়া।
- খরচ করা, দান করা এবং অধিক পরিমাণে সদাকা করা।
- দুনিয়াদারদের মজলিস ত্যাগ করা এবং আখিরাতপ্রেমীদের মজলিসের অন্তর্ভুক্ত হওয়া।
- জুহদের অধিকারী ব্যক্তিগণের ঘটনাবলি পাঠ করা, বিশেষত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামগণের জীবনী অধ্যয়ন করা (এবং দুনিয়ার জীবনে তাঁদের পথে কদম রাখা)।

*** দুনিয়াতে জুহ্‌দ অবলম্বন কোনো নফল বিষয় নয়:**

বরং এটা যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাত কামনা করে, তাদের প্রত্যেকের জন্য আবশ্যকীয় বিষয়। এর শ্রেষ্ঠত্বের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ তা অবলম্বন করেছিলেন। এটাই আল্লাহর ভালোবাসা এবং মানুষের ভালোবাসা লাভের একমাত্র পথ। হাদীসের মধ্যে এসেছে–

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يَا رسولَ الله، دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِي اللهُ وَأَحَبَّنِي النَّاسُ، فقال: ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبّكَ اللهُ، وَازْهَدْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبّكَ النَّاسُ

"জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি আমল বলে দিন; যা আমি করলে আল্লাহও আমাকে ভালোবাসবেন এবং মানুষও আমাকে ভালোবাসবে। তখন তিনি বললেন– দুনিয়া বিমুখতা অবলম্বন কর; তাহলে আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবেন। আর মানুষের নিকট যা আছে, সেগুলোর ব্যাপারে নির্মোহী হও; তাহলে মানুষ তোমাকে ভালোবাসবে।"[১০২]

التأهب للقاء الله

আল্লাহর সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুতি

আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

"সেই দিনকে ভয় কর, যেদিন তোমাদেরকে আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তন করানো হবে। এরপর প্রত্যেককে সে যা উপার্জন করেছে, তা বুঝিয়ে দেওয়া হবে। তাদের প্রতি কোনোরূপ জুলুম করা হবে না।"[১০৩]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ قَالَتْ عَائِشَةُ أَوْ بَعْضُ أَزْوَاجِهِ إِنَّا لَنَكْرَهُ الْمَوْتَ قَالَ لَيْسَ ذَاكِ وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بُشِّرَ بِرِضْوَانِ اللهِ وَكَرَامَتِهِ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ وَأَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حُضِرَ بُشِّرَ بِعَذَابِ اللهِ وَعُقُوبَتِهِ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ وَكَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ

"যে আল্লাহর সাক্ষাতকে ভালোবাসে, আল্লাহও তার সাক্ষাতকে ভালোবাসেন। আর যে আল্লাহর সাক্ষাতকে অপছন্দ করে, আল্লাহও তার সাক্ষাতকে অপছন্দ করেন। আয়েশা রাযি. বা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোনো একজন স্ত্রী বললেন, আমরা তো মৃত্যুকে অপছন্দ করি। তিনি বললেন, এটা নয়। বরং বিষয়টা হলো, যখন মুমিনের মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন তাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি

....

১০৩. সূরা বাকারা: ২৮১

> ও তাঁর পক্ষ থেকে সম্মান লাভের সুসংবাদ দেওয়া হয়। তখন তার নিকট তার সামনে যা আছে, এর থেকে অধিক প্রিয় কিছু থাকে না। তাই সে তখন আল্লাহর সাক্ষাতকে ভালোবাসে; ফলে আল্লাহও তার সাক্ষাতকে ভালোবাসেন। আর কাফেরের যখন মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন তাকে আযাব ও শাস্তির সংবাদ শোনানো হয়। তখন তার নিকট তার সামনে যা আছে, এর থেকে অপছন্দনীয় আর কিছু থাকে না। ফলে সে আল্লাহর সাক্ষাতকে অপছন্দ করে; ফলে আল্লাহও তার সাক্ষাতকে অপছন্দ করেন।"[১০৪]

আবু দারদা রাযি. বলেন, আমি আমার প্রতিপালকের সাক্ষাতের আশায় মৃত্যুকে ভালোবাসি।

আবু আম্বাসা আল খাওলানী রহ. বলেন, তোমাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থা এই ছিল যে, আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ তাদের নিকট মধুর চেয়েও প্রিয় ছিল।

*** ঘনিষ্ঠ ও নিঃসঙ্গ:**

অনুগত বান্দা স্বীয় রবের ঘনিষ্ঠ। সে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতকে ভালোবাসে, আল্লাহও তার সঙ্গে সাক্ষাতকে ভালোবাসেন।

আর গুনাহগারের মাঝে ও তার মাওলার মাঝে থাকে দূরত্ব– গুনাহের দূরত্ব। সে তার প্রভুর সাক্ষাতকে অপছন্দ করে। আর তার তো এমনটা হবেই। যুননূন রহ. বলেন, প্রত্যেক অনুগতই ঘনিষ্ঠ আর প্রত্যেক গুনাহগারই নিঃসঙ্গ।

*** আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুতি কীভাবে হবে?**

১. আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতকে ভালোবাসা। কারণ, এমনটা তো কল্পনা করা যায় না যে, অন্তর কোনো প্রিয়জনকে ভালোবাসবে, আর তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা ও তাঁর দর্শনকে ভালোবাসবে না।

২. বিভিন্ন প্রকার কষ্টের ওপর ধৈর্যধারণ করা। ধৈর্য হলো, ভালোবাসার

....

১০৪. সহীহ বুখারী

পথের গুরুত্বপূর্ণ স্তর। ভালোবাসার দাবিদারদের জন্য এটা জরুরি যে, তারা বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করবে।

৩. আল্লাহর সঙ্গে নির্জনতা ও মুনাজাত এবং তাঁর কিতাবের তিলাওয়াত হবে তার প্রিয় জিনিস। তাই সর্বদা সে তাহাজ্জুদ পড়বে। রাতের নীরবতা ও সকল প্রকার বাধামুক্ত অবসর সময়গুলোকে গনীমত মনে করবে। কারণ, আনন্দ লাভের সর্বনিম্ন স্তরটাই হলো– প্রিয়জনের সঙ্গে নির্জনে আলাপ করা। তাই যার নিকট ঘুম ও কথাবার্তায় লিপ্ত থাকা রাতের মুনাজাতের চেয়ে অধিক মজাদার হবে, তার ভালোবাসা কীভাবে বিশুদ্ধ হতে পারে? কারণ, প্রেমিক তার প্রেমাস্পদের খেদমত ও আনুগত্যে থাকার মাঝেই অধিক স্বাদ অনুভব করে। আর যখন ভালোবাসা শক্তিশালী হবে, তখন তার আনুগত্য ও খেদমতও শক্তিশালী হবে।

৪. তাঁর ওপর অন্য কোনো প্রিয় জিনিসকে প্রাধান্য না দেওয়া। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই তার নিকট অন্য সবকিছু থেকে অধিক প্রিয় হওয়া। বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত আছে, আব্দুল্লাহ ইবনে হিশাম বলেন–

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآنَ يَا عُمَرُ

"আমরা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি উমর রাযি. এর হাত ধরাবস্থায় ছিলেন। উমর রাযি. বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! নিশ্চয়ই আপনি আমার নিকট আমার প্রাণ ব্যতীত আর সবকিছু থেকে অধিক প্রিয়। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– না (চলবে না), আল্লাহর শপথ! যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমার নিকট তোমার প্রাণের চেয়েও প্রিয় না হব। এবার

উমর রাযি. বললেন, এখন আপনি আমার নিকট আমার প্রাণের চেয়ে অধিক প্রিয়। এরপর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এবার ঠিক আছে উমর!"[১০৫]

*** তাহলে আল্লাহকে ভালোবাসার একটি আলামত হলো:**

বান্দা কর্তৃক আল্লাহর ওপর কোনো জিনিসকে প্রাধান্য না দেওয়া। না নিজের সন্তান বা পিতামাতাকে, না অন্য কোনো মানুষকে এবং না নিজ প্রবৃত্তিকে। যে আল্লাহর ওপর তার অন্য কোনো প্রিয় জিনিসকে প্রাধান্য দিল, তার অন্তর রোগাক্রান্ত।

৫. সর্বদা আল্লাহর যিকিরে লিপ্ত থাকা। জিহ্বাকে তা থেকে বিরতি না দেওয়া এবং অন্তর কখনও তা থেকে শূন্য না হওয়া। কারণ, যে ব্যক্তি কাউকে ভালোবাসে, অনিবার্যভাবেই সে তাঁর ও তাঁর সাথে সম্পর্কিত বিষয়সমূহের আলোচনা বেশি বেশি করবে। ফলে তাঁর ইবাদত, তাঁর কালাম, তাঁর স্মরণ, তাঁর আনুগত্য ও তাঁর ওলীদেরকে সে ভালোবাসবে।

৬. আল্লাহর কালামকে ভালোবাসা। তাই যখন তুমি তোমার নিজের মাঝে বা অন্য কারও মাঝে আল্লাহর ভালোবাসা আছে কি না তা পরীক্ষা করতে চাইবে, তখন দেখবে– তার অন্তরে কুরআনের ভালোবাসা আছে কি না। কারণ, এটা সকলের জানা কথা– যে কোনো প্রিয়জনকে ভালোবাসে, তার নিকট তার কথাই সর্বাধিক প্রিয় হয়।

৭. আল্লাহর যে সকল ইবাদত ও যিকির করার সুযোগ হয়নি বা ছুটে গেছে, তার জন্য আফসোস করা। তাই দেখবে, তার নিকট সবচেয়ে কষ্টের বিষয় হবে কোনো একটি সময় নষ্ট হয়ে যাওয়া। তাই যখন তার থেকে কোনো একটি সময় চলে যায়, তখন সে তার জন্য এত ব্যথিত হয়, যা সম্পদের লোভী ব্যক্তির স্বীয় সম্পদ হাতছাড়া হওয়া, চুরি হওয়া বা নষ্ট হয়ে যাওয়ার ব্যথা থেকে অধিক। সে দ্রুত এর কাযা করে নেয়, সুযোগ হওয়ার সাথে সাথেই।

....

১০৫. সহীহ বুখারী: ২৬৫৭

كانوا يخافون النفاق

তাঁরা নিফাকের আশঙ্কা করতেন

আল্লাহ তাআলা বলেন–

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا

"নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে। আর তুমি তাদের পক্ষে কোনো সাহায্যকারী পাবে না।"[১০৬]

আল্লামা সা'দী রহ. বলেন, এখানে আল্লাহ মুনাফিকদের পরিণতি বর্ণনা করছেন যে, তারা সর্বনিকৃষ্ট আযাব ও শাস্তিতে থাকবে। তারা থাকবে সকল কাফেরের চেয়ে নিম্নস্তরে।

কারণ, আল্লাহর সাথে কুফরি ও রাসূলের দুশমনির ক্ষেত্রে তারা তো তাদের (কাফেরদের) মতো। আর এর থেকেও অধিক যে, তারা চক্রান্ত ও ষড়যন্ত করেছে এবং মুমিনদের বিরুদ্ধে এমনভাবে বিভিন্ন প্রকার শত্রুতা করেছে, যা অনুভব ও উপলব্ধিও করা যায় না। আর এ কপটচারিতার দ্বারা তারা নিজেদের ওপর ইসলামের বিধান কার্যকর করাতে সমর্থ হয়েছে এবং এমন বিষয়াবলির অধিকারী হয়েছে; যার অধিকারী তারা ছিল না।

এ কারণে এবং এ ধরনের অন্যান্য কারণে তারা সবচেয়ে কঠিন শাস্তির উপযুক্ত হয়েছে। আল্লাহর আযাব থেকে তাদের মুক্তির কোনো পথ নেই এবং তাদের এমন কোনো সাহায্যকারীও নেই, যে তাদের থেকে তার কিছুটা আযাবকে প্রতিহত করবে। এ কথা সকল মুনাফিকের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তবে যাদেরকে আল্লাহ মন্দ কর্ম থেকে তাওবা করার তাওফীক দানের মাধ্যমে অনুগ্রহ করেছেন তারা ব্যতীত।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

....

১০৬. সূরা নিসা: ১৪৫

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا ، وَمَنْ كَانَتْ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

"চারটি জিনিস যার মধ্যে থাকবে, সে হবে কাট্টা মুনাফিক। আর যার মধ্যে এর কোনো একটি থাকবে, তার মধ্যে নিফাকির একটি বৈশিষ্ট্য আছে বলে ধর্তব্য হবে, যতক্ষণ না সে তা পরিহার করবে। উক্ত বৈশিষ্টগুলো হলো: ০১. সে যখন কথা বলবে, মিথ্যা বলবে। ০২. ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করবে। ০৩. প্রতিশ্রুতি দিলে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। ০৪. ঝগড়া করলে অশ্লীল গালি-গালাজ করবে।"[১০৭]

*** নিফাকের কয়েকটি আলামত:**

মিথ্যা কথা বলা, আমানতের খেয়ানত করা, ওয়াদা খেলাফ করা, মিথ্যা কসম করা এবং প্রতিশ্রুতি দিলে গাদ্দারি করা।

- ইসলামের মৌলিক-বিষয়াদি তথা কুরআন-সুন্নাহ নিয়ে ঠাট্টা করা এবং নেককার ও উত্তম ব্যক্তিদের নিয়ে ঠাট্টা করা।
- নামাজে অলসতা করা: মাসজিদের প্রতিবেশী হওয়া সত্ত্বেও মাসজিদে না যাওয়া। আর সেখানে নামাজ না পড়ার চেয়ে বড় মুনাফেকী আর কী আছে?!
- লোক দেখানো আমল করা এবং খ্যাতি কামনা করা।
- আল্লাহর যিকির কম করা।
- আল্লাহর ক্রোধের বিষয়সমূহকে পছন্দ করা।
- আরবি ব্যতীত অন্য ভাষা পছন্দ করা:

....
১০৭. সহীহ বুখারী: ২৪৫৯; সহীহ মুসলিম: ৫৮

শাইখুল ইসলাম রহ. বলেন, যে কোনো উপকারী কারণ ব্যতীত আরবি ছাড়া অন্য কোনো ভাষা শেখে– সেই ভাষার প্রতি বিমুগ্ধতার কারণে এবং আরবি ভাষার ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে, এটা তার নিফাকির আলামত। এটা ঈমানের ত্রুটি ও ঈমানকে কম মূল্যায়ন করার ফলে সৃষ্টি হয়।

- জিহাদ পরিত্যাগ করা নিফাকির আলামত:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ

"যে ব্যক্তি জিহাদ না করে বা জিহাদের সংকল্পও না করে মৃত্যুবরণ করল, সে নিফাকির একটি শাখার ওপরে মৃত্যুবরণ করল।"[১০৮]

ইমাম নববী রহ. বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো– যারা এমনটা করে, তারা এ বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে জিহাদ হতে পশ্চাতে অবস্থানকারী মুনাফিকদের মতো। কারণ, জিহাদ পরিত্যাগ করা নিফাকির একটি অংশ।

আরেকটি নিফাক হলো: নামাজকে সঠিক সময় থেকে বিলম্ব করে পড়া: যারা নামাজকে সঠিক সময় থেকে বিলম্ব করে পড়ে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ধ্বংসের ও কঠিন শাস্তির সতর্কবার্তা দিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন–

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

"তাই দুর্ভোগ ঐ নামাজীদের; যারা তাদের নামাজে অলসতা করে।"[১০৯]

অর্থাৎ সঠিক সময় থেকে বিলম্ব করে এবং একেবারে সময়ের পরে আদায় করে; যেমনটা ইমাম মাসরুক রহ. বলেছেন। এটা মুনাফিকদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। একদল লোক আসরের নামাজ বিলম্ব করে পড়েছিল, দেখুন

....
১০৮. সহীহ মুসলিম: ১৯১০
১০৯. সূরা মাউন: ৪-৫

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ব্যাপারে কী বলেছেন–

تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ، تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ، تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ، يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا

"এটা মুনাফিকের নামাজ। এটা মুনাফিকের নামাজ। এটা মুনাফিকের নামাজ। সে বসে বসে সূর্যের অপেক্ষা করে। যখন সূর্য শয়তানের দুই শিংয়ের মাঝ বরাবর আসে, তখন নামাজে দাঁড়িয়ে চারটা ঠোকর মেরে চলে যায়; যার মাঝে আল্লাহর স্মরণ থাকে অতি সামান্যই।"[১১০]

- আল্লাহর কাজে যাঁরা নিবেদিত তাঁদেরকে তিরস্কার করা:

ইবনে কাসীর রহ. বলেন, আল্লাহর জন্য আমলকারীদেরকে তিরস্কার করা মুনাফিকদের একটি বৈশিষ্ট্য। তাদের ছিদ্রান্বেষণ ও তিরস্কার থেকে কখনোই কেউ নিরাপদ থাকে না।

নেককাজে ওযর পেশ করা এবং ইসলাম ও মুসলিমদের উপকারী কাজে প্রতিযোগিতা না করাও মুনাফিকদের একটি বৈশিষ্ট্য। আল্লাহর শপথ! আমরা নিজেদের ব্যাপারে এবং আমাদের ভাইদের ব্যাপারে এ ভয়ঙ্কর কুস্বভাবের আশঙ্কা করি; যার ব্যাপারে মুসলিমগণ উপলব্ধিই করে না।

আপনারা এ আয়াতটির ব্যাপারে চিন্তা করুন, যেটা বনী সালামা গোত্রের জাদ ইবনে কায়সের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– হে জাদ! তুমি কি এ বছর রোমান বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারবে? সে ওযর পেশ করল, যেমনটা আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ

....

১১০. সহীহ মুসলিম

"আর তাদের মধ্যে কেউ বলে, আমাকে অব্যাহতি দিন এবং আমাকে ফেতনায় ফেলবেন না। জেনে রেখ, ফেতনায় তারা পড়েই আছে। নিশ্চয়ই জাহান্নাম কাফেরদেরকে বেষ্টন করে রয়েছে।"[১১১]

আল্লাহ তাআলা বলেন–

إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ

"তোমার কাছে জিহাদ না করার অনুমতি তো তারা চায়, যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান রাখে না এবং তাদের অন্তর সন্দেহে নিপতিত। ফলে তারা নিজেদের সন্দেহের ভেতর দোদুল্যমান।"[১১২]

আল্লামা তবারী রহ. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে মুনাফিকদের আলামত জানিয়ে দিচ্ছেন। যে নিদর্শনের মাধ্যমে তাদেরকে চেনা যাবে; তা হচ্ছে– যখন তাদেরকে অভিযানে বের হওয়ার জন্য বলা হয়, তখন তারা বিভিন্ন মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে রাসূলের কাছে অনুমতি নিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ থেকে পিছু থাকার চেষ্টা করবে।

আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলছেন– হে মুহাম্মাদ! তুমি যখন তোমার শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদে বের হও, তখন যদি কেউ ওযর ব্যতীত জিহাদ থেকে পিছিয়ে থাকতে তোমার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে; তাহলে তুমি অনুমতি দেবে না। কারণ, এ ব্যাপারে তোমার নিকট অনুমতি চায় শুধু মুনাফিকরাই; যারা আল্লাহ ও পরকালকে বিশ্বাস করে না।

- আমর বিল মা'রুফ ও নাহী আনিল মুনকার বর্জন করা নিফাকির আলামত:

....

১১১. সূরা তাওবা: ৪৯
১১২. সূরা তাওবা: ৪৫

আল্লাহ তাআলা বলেন–

الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ اللـه فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

"মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী সকলেই একে অন্যের মতো। তারা মন্দ কাজের আদেশ করে এবং তারা ভালো কাজে বাধা দেয় এবং নিজেদের হাত বন্ধ করে রাখে। তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে। আল্লাহও তাদেরকে ভুলে গেছেন। নিশ্চয়ই মুনাফিকরা পাপিষ্ঠ।"[১১৩]

- মুসলমানদেরকে নিয়ে ঠাট্টা করা:

তাদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, তারা মুসলমানদেরকে নির্বোধ, স্বল্প জ্ঞানসম্পন্ন ও স্বল্প চিন্তাশীল বলে। আর তারা নিজেদেরকে মনে করে সঠিক চিন্তার অধিকারী। আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ

"যখন তাদেরকে বলা হয়, লোকেরা যেরূপ ঈমান এনেছে, তোমরা সেরূপ ঈমান আন, তখন তারা বলে– নির্বোধরা যেরূপ ঈমান এনেছে, আমরা কি সেরুপ ঈমান আনব?"[১১৪]

*** সালাফে সালেহীন নিফাকির আশঙ্কা করতেন:**

হাফেজ ইবনে রজব রহ. বলেন, সাহাবাগণ ও তাঁদের পরবর্তী সালাফে সালেহীন নিজেদের ব্যাপারে মুনাফেকীর আশঙ্কা করতেন। এ কারণে তাঁরা প্রচণ্ড চিন্তা ও পেরেশানি অনুভব করতেন। এজন্য একজন মুমিন ব্যক্তি নিজের ওপর ছোট নিফাকির আশঙ্কা করবে এবং এ আশঙ্কা করবে যে, পাছে তা পরিণামে তার ওপর প্রবল হয়ে বড় নিফাকির রূপ ধারণ করে

....

১১৩. সূরা তাওবা: ৬৭

১১৪. সূরা বাকারা: ১৩

কি না? যেমনটা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে যে, সুপ্ত মন্দের ছিটেফোঁটাই পরিণতিতে মন্দ পরিসমাপ্তির কারণ হয়।

- উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. হুযায়ফা রাযি. কে বলেন, হে হুযায়ফা! আমি তোমাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি– বলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি তোমার নিকট তাদের (মুনাফিকদের) মধ্যে আমার নামও উল্লেখ করেছেন? তিনি বললেন, না; তবে এরপর আর কাউকে আমি এমনটা বলব না।

- হাসান বসরী রহ. বলেন, আমি যদি জানতে পারি যে, আমি নিফাক থেকে মুক্ত, তাহলে এটাই আমার নিকট পুরো পৃথিবী থেকে উত্তম হবে।

- ইবনে আবী মুলাইকা রহ. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ত্রিশজন সাহাবীকে পেয়েছি, প্রত্যেকেই নিজের ব্যাপারে মুনাফেকীর আশঙ্কা করতেন।

- হাসান বসরী রহ. বলেন, নিফাক হলো– ভেতর-বাহির বা কথা-কাজে মিল না থাকা।

- নিফাক থেকে সবচেয়ে দূরে যে: উফরার আযাদকৃত গোলাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মানুষের মধ্যে নিফাক থেকে সর্বাধিক দূরে সেই ব্যক্তি, যে নিজের ব্যাপারে সর্বাধিক নিফাকির ভয় করে। যে মনে করে, তাকে এ থেকে মুক্তিদানকারী কিছু নেই। আর তার (নিফাকের) সবচেয়ে নিকটবর্তী হলো, যাকে তার মধ্যে অবিদ্যমান গুণের প্রশংসা করা হলে, তার মন খুশি হয় এবং সে তা গ্রহণ করে নেয়।

- নিফাকি কান্না: চোখ দিয়ে অশ্রু বের হবে; কিন্তু অন্তর থাকবে শক্ত। সে বিনয় প্রকাশ করবে; কিন্তু সে-ই হবে সর্বাধিক কঠিন অন্তরের অধিকারী।

- যদি মুনাফিকরা ধ্বংস হয়ে যেত: হুযায়ফা রাযি. এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন, হে আল্লাহ! মুনাফিকদেরকে ধ্বংস করুন! তিনি বললেন, হে

ভাতিজা! মুনাফিকরা সব যদি ধ্বংস হয়ে যেত; তাহলে তুমি রাস্তায় পথচারী স্বল্পতায় একাকিত্ববোধ করতে।

- সত্যবাদী ব্যক্তি নিজের ব্যাপারে নিফাকির আশঙ্কা করে।
- মুনাফিকই কেবল নিফাক থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে যায়। আর মুমিনই কেবল নিফাকির আশঙ্কা করে।

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا

"নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে। আর তুমি তাদের পক্ষে কোনো সাহায্যকারী পাবে না।"

[সূরা নিসা: ১৪৫]

التعلق بالله تعالى وحده

এক আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক জোড়া

আল্লাহ তাআলা বলেন–

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللّـه وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

"যাদেরকে লোকে বলেছিল, লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে জমায়েত হয়েছে; তাই তোমরা তাদেরকে ভয় কর। তখন এটা (এ সংবাদ) তাদের ঈমানের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেয় এবং তারা বলে ওঠে, আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম কর্মবিধায়ক।"[১১৫]

আল্লামা সা'দী বলেন, অর্থাৎ "লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়েছে এবং তোমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করতে সংকল্পবদ্ধ হয়েছে।" তারা এটা বলেছিল, মুমিনদের মাঝে আতঙ্ক ও ভীতি ছড়ানোর জন্য; কিন্তু এটা আল্লাহর ওপর তাদের ঈমান ও ভরসাই বৃদ্ধি করেছে। তারা বলে ওঠেছে– আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। অর্থাৎ আমাদের সকল বিপদের জন্য তিনিই যথেষ্ট। তিনিই উত্তম অভিভাবক। বান্দার সকল বিষয়ের ব্যবস্থাপনা তাঁরই দায়িত্বে এবং তিনিই বান্দার সকল সুবিধা-অসুবিধা দেখেন।

*** সর্বদা স্মরণ রেখঃ**

- যার আল্লাহর সাথে সম্পর্ক নেই, তথা যে স্বীয় রব থেকে বিচ্ছিন্ন; আল্লাহ তার অভিভাবক, সাহায্যকারী বা কর্মবিধায়ক হবেন না।

- আর যে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক রাখে, নিজ প্রয়োজন তাঁর থেকে চেয়ে নেয়, তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে, নিজের বিষয়াদি নিজ রবের দিকে ন্যস্ত করে; আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন, দিকনির্দেশনা দেন, যে কোনো দূরের বিষয়কে তার জন্য নিকটবর্তী করে দেন এবং তার জন্য যে কোনো কঠিন বিষয়কে সহজ করে দেন।

....

১১৫. সূরা আলে ইমরানঃ ১৭৩

- যে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করে, আল্লাহ তাকে হেফাজত করেন। আর যে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, আল্লাহ তাকে ব্যর্থ করেন।

- যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও সাথে সম্পর্ক করে, আল্লাহ তাকে তার অধীন করে দেন; কিন্তু যে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করে, সে মর্যাদাবান হয়।

- যখন কেউ আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করে, আল্লাহ সকল মানুষের অনিষ্টের বিরুদ্ধে তার পক্ষ থেকে যথেষ্ট হয়ে যান। কারণ, সকল সৃষ্টির ভালো-মন্দ তাঁর হাতে। সকলের অন্তর তাঁর নিয়ন্ত্রণে। আর তার ব্যাপারে আল্লাহ যা লিখে রেখেছেন তা-ই ঘটবে। কারণ, কলম ওঠিয়ে নেওয়া হয়েছে, খাতা শুকিয়ে গেছে।

*** মুমিনের অবস্থা:**

মুমিন যখন আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করে, তখন সকাল-সন্ধ্যা তার অন্তর আল্লাহর সাথেই জুড়ে থাকে। সে আল্লাহর জন্যই দাঁড়ায়, আল্লাহর জন্যই বসে, আল্লাহর জন্যই কথা বলে। তার নড়াচড়া, স্থিরতা, শ্বাস-প্রশ্বাস ও প্রতিটি কথায় আল্লাহর কথাই চিন্তা করে। সে প্রত্যেক এমন জিনিসের পিছু ছুটে; যাতে আল্লাহর ভালোবাসা রয়েছে। সবশেষে যখন সে এ মহান ও উন্নত স্তরে পৌঁছে এবং আল্লাহর ভালোবাসা ও সন্তুষ্টি লাভ করে, তখন সে দ্বিতীয় যে ফলটি লাভ করে, তা হলো আল্লাহর ভালোবাসার প্রতিফল।

জনৈক আলেম বলেন, মুমিন বান্দা যখন আল্লাহকে ভালোবাসে, তখন সে তার প্রতিটি কথা ও কাজের মধ্যেই আল্লাহকে সম্পৃক্ত করে।

যে নিজ প্রয়োজনাদি পূরণে, আল্লাহর নিকট যে বিনিময় রয়েছে তা লাভের জন্য এবং আশঙ্কাজনক ও কষ্টদায়ক জিনিস থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করে, আল্লাহ তাআলা তাঁর জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

"আর যে আল্লাহর ওপর ভরসা করে, আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট।"[১১৬]

....

১১৬. সূরা তালাক: ০৩

*** আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও সঙ্গে তোমার অন্তরকে যুক্ত করো নাঃ**

কিছু মানুষের অন্তর আল্লাহর সঙ্গে যুক্ত নয়; বরং অমুক কর্মকর্তা, অমুক বন্ধু বা কিছু পুরাতন কাগজপত্রের সাথে বা বিভিন্ন বিজ্ঞাপনের সাথে বা শেয়ারের ফলাফলের প্রতীক্ষা– এ জাতীয় বিষয়ের সাথে জড়িত। কিন্তু তাদের মন আল্লাহর থেকে কোনো কিছু পাওয়ার প্রতীক্ষায় থাকে না। আর কিছু মানুষ উপকরণকে অনর্থক মনে করে; ফলে কোনো উপকরণই অবলম্বন করে না। বস্তুত সবচেয়ে বড় উপকরণ হলো– আল্লাহর সাথে সম্পর্ক।

*** আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কের কিছু নমুনাঃ**

- ইয়ারমুকের যুদ্ধের বছর যখন আবু উবায়দা রাযি. কাফেরদের সঙ্গে লড়ার জন্য অতিরিক্ত সাহায্য চেয়ে উমর রাযি. বরাবর পত্র পাঠালেন এবং তাঁকে অবগত করলেন যে, তাঁদের বিরুদ্ধে এত সংখ্যক শত্রু জমা হয়েছে, যাদের বিরুদ্ধে লড়ার মতো সামর্থ্য তাঁদের নেই। যখন তাঁর এ পত্র পৌঁছল, সব মানুষ কাঁদতে লাগল। সবচেয়ে বেশি কাঁদছিলেন আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রাযি.। তিনি স্বয়ং উমর রাযি. কে লোকদের নিয়ে যুদ্ধে বের হওয়ার পরামর্শ দিলেন। উমর রাযি. মনে করলেন, এটা সম্ভব নয়। তাই তিনি আবু উবায়দা রাযি. কে লিখলেন, মুসলিমের ওপর যত বিপদই আসুক না কেন, সে যদি আল্লাহর নিকট থেকে তা সমাধান করাতে চায়; তাহলে আল্লাহ তার জন্য পথ খুলে দেন এবং সমাধান করে দেন। তাই আমার পত্র যখন তোমার নিকট পৌঁছবে, তখন তুমি আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়ে যুদ্ধ শুরু করে দেবে।

- অনেক মানুষের হিসাবের পাল্লায় উমর রাযি. এর এ অবস্থানটিকে আত্মঘাতী ও নিশ্চিত পরাজয়ের দিকে ঠেলে দেওয়া মনে হবে। কিন্তু উমর রাযি. বিশ্বাস করতেন যে, বিজয় একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। আর যেহেতু তাঁর অন্তর আল্লাহর সঙ্গে যুক্ত ছিল, এজন্য তিনি সর্বদা আল্লাহর নিকট সাহায্য চেয়েছেন, একমাত্র তাঁর সাথেই সম্পর্ক

করেছেন, সাথে সাথে সামর্থ্য মতো উপকরণও অবলম্বন করতেন। আর পত্র আসার সেই কঠিন মুহূর্তটিতেও তিনি সেই বাস্তবতাকে ভুলেননি, যার দীক্ষা তিনি লাভ করেছিলেন। তিনি স্মরণ করলেন, আল্লাহই সকল বিষয়ের উর্ধ্বে, তিনিই সকল বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান। তাই তিনি পরিপূর্ণ আস্থা ও গভীর ঈমানের সাথে এ কথা বলেছিলেন।

*** উন্নত মনোবল:**

- এটাই সেই বস্তু, যা বান্দাকে এমন উন্নত মানুষে পরিণত করে; যার ফলে তার পা থাকে মাটিতে আর আত্মা ও অন্তর যুক্ত থাকে আল্লাহর সঙ্গে।

- এটাই বান্দাকে এমন উন্নত মানুষে পরিণত করে। যার ফলে, প্রতিটি জিনিসের মধ্যেই তার অন্তর আল্লাহর সঙ্গে যুক্ত থাকে। সে আল্লাহ ব্যতীত কাউকে ভয় করে না, আল্লাহ ব্যতীত কারও নিকট আশা করে না, আল্লাহ ব্যতীত কারও কাছে নত হয় না, আল্লাহ ব্যতীত কারও নিকট কিছু চায় না, আল্লাহ ব্যতীত কারও সাহায্য প্রার্থনা করে না। তার সকল বিষয় আল্লাহর সঙ্গে যুক্ত থাকে। কোনো মানুষ ও দুনিয়ার কোনো শক্তির প্রতি সে ভ্রুক্ষেপ করে না। দুনিয়ার বস্তুরাজি তার সংকল্প, দৃঢ়তা, ঈমান ও ইয়াকীনকে একটুও টলাতে পারে না। হাদীসের মধ্যে রয়েছে—

وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعُوْا عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ ، وَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الأَقْلَامُ وَجَفَّتْ الصُّحُفُ

"জেনে রেখ, যদি সকল মানুষও একত্রিত হয়ে তোমার কোনো উপকার করতে চায়; তথাপি আল্লাহ তোমার জন্য যা লিখে রেখেছেন তার চেয়ে বেশি কোনো উপকার করতে পারবে না। অনুরূপ যদি সকল মানুষ তোমার কোনো ক্ষতি করতে একত্রিত হয়; তাহলেও

আল্লাহ যা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন, তার থেকে অধিক কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। কলম ওঠিয়ে নেওয়া হয়েছে, খাতা শুকিয়ে গেছে।"[১১৭]

- আল্লাহর শপথ! আল্লাহর কোনো বান্দা এমন নেই যে, সে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করেছে; কিন্তু অবশেষে সে এ সম্পর্কে ব্যর্থ হয়েছে। আর যাকেই আল্লাহ বিপদে তাঁর নিকট দুআ করার তাওফীক দান করেন, তার দুআ অবশ্যই কবুল হবে এবং তাকে অবশ্যই সাহায্য করা হবে।

*** বদর যুদ্ধ ও আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক:**

উপকরণের অবস্থান যত ঊর্ধ্বেই পৌঁছে যাক না কেন, তা উপকরণ হওয়ার মাঝেই সীমাবদ্ধ। সুতরাং এর সঙ্গে অন্তর যুক্ত করা উচিত নয়। বরং সেই আল্লাহর সঙ্গে অন্তর যুক্ত করা উচিত; আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী যাঁর মালিকানাধীন। আল্লাহ তাআলা বদর যুদ্ধে মুসলিমদেরকে ফেরেশতাদের মাধ্যমে সাহায্য করার কথা আলোচনা করতে গিয়ে এ বাস্তবতার প্রতিও গুরুত্ব দিয়ে বলেন–

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللـه إِلاَّ بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللـه إِنَّ اللـه عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"স্মরণ কর, যখন তোমরা নিজ প্রতিপালকের কাছে ফরিয়াদ করেছিলে, তখন তিনি তোমাদের ফরিয়াদে সাড়া দিলেন। (বললেন:) আমি তোমাদের সাহায্যার্থে এক হাজার ফেরেশতার একটি বাহিনী পাঠাচ্ছি; যাঁরা একের পর এক আসবে। এ প্রতিশ্রুতি আল্লাহ কেবল এজন্যই দিয়েছেন; যাতে এটা তোমাদের জন্য সুসংবাদ হয় এবং যাতে এর দ্বারা তোমাদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করে। আর সাহায্য তো কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে।

....

১১৭. সুনানে তিরমিযী: ২৫১৬

নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাক্ষমতাবান, প্রজ্ঞাময়।"[১১৮]

সুতরাং ফেরেশতাগণ হলেন মাধ্যম মাত্র। অন্তর তাঁদের সঙ্গে যুক্ত হওয়া উচিত নয়; বরং অন্তর যুক্ত হবে প্রকৃত সাহায্যকারী আল্লাহ তাআলার সঙ্গে।

*** বাস্তব প্রশিক্ষণ:**

কেনই বা তুমি তোমার সন্তানকে অঙ্কুরেই আল্লাহ তাআলা'র সাথে সম্পর্কের ওপর গড়ে তুলছ না?

সে যখন কোনো উপকারী জিনিস চাইবে; কিন্তু তুমি তা দিতে পারবে না, তখন তুমি তাকে বলবে– বাবা! চল, আমরা দুই রাকাত নামাজ পড়ে আল্লাহর নিকট চাই। কারণ, আল্লাহই রিজিকদাতা। তিনিই আমাদের সকল কিছুর ব্যবস্থাপক। আর তিনি যদি তোমাকে এটা এনে দেওয়ার মতো অর্থ আমাকে না দেন; তাহলে বুঝতে হবে এটা এখন আমাদের জন্য উপকারী নয়। কারণ, আল্লাহই এটা আমাদের থেকে ফিরিয়ে রেখেছেন।

من وصايا الصالحين

সালাফে সালেহীনের উপদেশ থেকে

আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

"(স্মরণ করুন) যখন লুকমান তাঁর পুত্রকে উপদেশচ্ছলে বলেছিল– হে আমার বৎস! আল্লাহর সাথে শিরক করো না। নিশ্চয়ই শিরক বড় জুলুম।"[১১৯]

আল্লামা সা'দী রহ. বলেন, তাকে (লুকমান হাকিম স্বীয় পুত্রকে) উৎসাহ ও ভীতি প্রদর্শনের সাথে কতগুলো আদেশ-নিষেধ পালনের উপদেশ দেন। ইখলাসের আদেশ করেন, শিরক করতে নিষেধ করেন। তারপর এর কারণও স্পষ্ট করে বলেন, "নিশ্চয়ই শিরক হচ্ছে বড় জুলুম।"

*** শিরক বড় জুলুম হওয়ার কারণঃ**

এর চেয়ে নিকৃষ্ট ও মারাত্মক কিছু হতে পারে না, যে মাটি থেকে সৃষ্ট কোনো বস্তুকে সকল বস্তুর মালিকের সাথে সমান করে ফেলে! যে কোনো ক্ষমতার অধিকারী নয়, তাকে সকল ক্ষমতার অধিকারীর সাথে সমান করে ফেলে! সর্বদিক থেকে পরমুখাপেক্ষী ও অসম্পূর্ণ সত্তাকে সর্বদিক থেকে পরিপূর্ণ ও অমুখাপেক্ষী সত্তার সাথে সমান করে ফেলে!

*** সর্বদা নেক কাজের নিয়ত করঃ**

ইমাম আহমাদ রহ. এর পুত্র আব্দুল্লাহ তাঁর বাবাকে বললেন, হে বাবা! আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন, তুমি নেক কাজের নিয়ত রাখবে। কারণ, যতক্ষণ তুমি নেক কাজের নিয়ত রাখবে, ততক্ষণ নেকেরই সাওয়াব লাভ করবে।

....

১১৯. সূরা লুকমানঃ ১৩

*** কীভাবে আল্লাহ তোমাকে সম্মান দান করবেন?**

এক ব্যক্তি হাসান বসরী রহ. কে বললেন, আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন, তুমি আল্লাহর হুকুমকে সম্মান কর; তাহলে আল্লাহ তোমাকে সম্মান দান করবেন ।

*** ভালোবাসা, ভয় ও আশা:**

এক ব্যক্তি তাউস রহ. কে বলল, আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন, আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি– তুমি আল্লাহকে এমনভাবে ভালোবাসবে; যেন কোনো জিনিস তোমার নিকট তাঁর থেকে প্রিয় না থাকে। তাঁকে এমন ভয় করবে যে, তোমার নিকট তাঁর থেকে ভয়ের আর কিছুই থাকবে না। আল্লাহর প্রতি এমন আশা করবে যে, এ আশা তোমার মাঝে ও উক্ত ভয়ের মাঝে আড়াল হয়ে দাঁড়ায়। আর তোমার নিজের জন্য যা পছন্দ করবে, অন্য মানুষের জন্যও তা পছন্দ করবে।

*** আল্লাহর কিতাব:**

জনৈক ব্যক্তি উবাই ইবনে কা'ব রাযি. কে বলল, আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন, আল্লাহর কিতাবকে অনুসরণীয় হিসাবে আঁকড়ে ধর এবং তাকে বিচারক ও ফায়সালাকারী মান।

*** ফেরেশতা হয়ে যাও:**

জনৈক ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসি রহ. কে বলল, আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন, আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি– তুমি দুনিয়া ও আখিরাতে ফেরেশতা হয়ে যাও। লোকটি বলল, এটা কীভাবে? তিনি বললেন, দুনিয়াতে জুহ্দ অবলম্বন কর।

*** সবচেয়ে বড় উপদেশ:**

ইবনে তাইমিয়া রহ. কে মাগরিবের এক লোক প্রশ্ন করল। লোকটি বলল, হে শাইখুল ইসলাম! আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন, তুমি আমার নিকট ওসিয়ত চাচ্ছ! তাহলে শোন, আল্লাহর কিতাব থেকে বড় উপদেশ

মানুষের জন্য আর কিছু নেই; যে তা চিন্তা ও অনুধাবন করে।

وَللــه مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللــه

"আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তা আল্লাহরই। আমি তোমাদের আগে কিতাবীদেরকে এবং তোমাদেরকেও জোর নির্দেশ দিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর।"[১২০]

এটাই হলো বড় উপদেশ। এটাই দুনিয়াতে সবচেয়ে বড় সাক্ষ্য তথা আল্লাহকে ভয় কর।

*** সতর্ক হও, সতর্ক হও:**

জনৈক ব্যক্তি উমর ইবনে আব্দুল আজীজ রহ. কে বলল, আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন, তুমি ঐ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে সতর্ক থাক, যারা নেককার লোকদের সাথে মিশে; কিন্তু তাদের দ্বারা উপকৃত হতে পারে না। অথবা যারা গুনাহগারদেরকে ভর্ৎসনা করে; কিন্তু নিজে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে না। অথবা যারা প্রকাশ্যে শয়তানকে অভিসম্পাত করে; কিন্তু গোপনে শয়তানের অনুসরণ করে।

*** সুখের সময় আল্লাহকে স্মরণ কর:**

জনৈক যুবক আবু দারদা রাযি. এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গী, আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন, হে বৎস! তুমি সুখের সময় আল্লাহকে স্মরণ রাখবে; তাহলে আল্লাহ দুঃখের সময় তোমাকে স্মরণ রাখবেন।

*** অন্তরের চিকিৎসা:**

ইবরাহীম আল-খাওয়াস রহ. বলেন, অন্তরের চিকিৎসা পাঁচটি জিনিসের মধ্যে: ধ্যান-মগ্নতার সাথে কুরআন পাঠ করা, বেশি ভক্ষণ না করা, রাত্রি

....

১২০. সূরা নিসা: ১৩১

জাগরণ করে কিয়ামুল লাইল আদায় করা, শেষ রাতে (আল্লাহর নিকট) অনুনয় বিনয় করা এবং নেককার লোকদের সাথে বসা।

ভদ্রতা

মুহাম্মাদ ইবনে আলী রহ. কে জিজ্ঞেস করা হলো, ভদ্রতা কী? তিনি উত্তর দিলেন, গোপনেও এমন কোনো কাজ না করা; যেটা করতে প্রকাশ্যে লজ্জাবোধ কর।

التصنع والتكلف للناس

কৃত্রিমতা ও লৌকিকতা করা

আল্লাহ তাআলা বলেন–

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ

"বলুন, আমি এর কারণে তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাই না এবং আমি লৌকিকতা প্রদর্শনকারীদের অন্তর্ভুক্ত নই।"[১২১]

আল্লামা সা'দী রহ. বলেন, অর্থাৎ যা আমার মধ্যে নেই; এমন কিছু দাবি করি না এবং এমন বিষয় বলি না, যা আমার জানা নেই। আমি শুধু আমার নিকট যে ওহী প্রেরণ করা হয়, তারই অনুসরণ করি।

ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– "আমাদেরকে লৌকিকতা করতে নিষেধ করা হয়েছে।"[১২২]

আসমা রাযি. থেকে বর্ণিত–

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي ضَرَّةً فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ إِنْ تَشَبَّعْتُ مِنْ زَوْجِي غَيْرَ الَّذِي يُعْطِينِي فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ

"জনৈকা মহিলা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার একজন সতিন আছে। তাই আমি যদি আমার স্বামী থেকে যা পাইনি, তার ব্যাপারে পরিতৃপ্তি (অর্থাৎ পাওয়ার ভাব) প্রকাশ করি; তাহলে কি কোনো গুনাহ হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– যে কৃত্রিমতা করে অপ্রাপ্ত বিষয়ের পরিতৃপ্ততা প্রকাশ করে, সে দুই মিথ্যার পোশাক পরিধানকারীর ন্যায়।"[১২৩]

....

১২১. সূরা সদ: ৮৬
১২২. সহীহ বুখারী
১২৩. সহীহ বুখারী: ৪৯২১; সহীহ মুসলিম: ২১৩০

ইমাম নববী রহ. বলেন, হাদীসের শব্দঃ الْمُتَشَبِّعُ– অর্থ হলো, যে পরিতৃপ্তি প্রকাশ করে; অথচ আসলে সে পরিতৃপ্ত নয়। এখানে তার অর্থ হলো, সে প্রকাশ করবে যে, তার শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে; অথচ সেটি তার অর্জিত হয়নি। আর দুই মিথ্যার পোশাক পরিধানকারী মানে হলো– জাহেদ, আলেম বা সম্পদশালীদের পোশাক পরিধান করে মানুষের নিকট মিথ্যা প্রকাশ করল; যেন মানুষ প্রতারিত হয়, অথচ সে উক্ত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নয়। আল্লাহই ভালো জানেন।

নেককারদের বৈশিষ্ট্য হলো, তারা এমন কোনো কথা বলেন না, এমন কোনো কাজ করেন না, এমন কোনো গুণ প্রকাশ করেন না এবং কোনো ইবাদতের দাবি করেন না; যার গভীর হাকীকত তাদের অন্তরে নেই। তাই তারা মানুষের সামনে নিজেদের মন্দগুলো গোপন রেখে নেকগুলো প্রকাশ করে বেড়ান না।
সালাফ তাদের অবস্থা গোপন রাখতেন এবং কৃত্রিমতা বর্জন করার উপদেশ দিতেন।

* কৃত্রিমতার কিছু নমুনাঃ

উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. এক যুবকের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, সে মাথা নিচু করে আছে। তিনি বললেন, এই! মাথা উঁচু করো। বিনয় অন্তরে যতটুকু আছে, ততটুকুই। মাথা নিচু করার দ্বারা তা বেড়ে যাবে না। যে অন্তরে যতটুকু বিনয় আছে, তার থেকে বেশি প্রকাশ করল, সে নিফাকির ওপর নিফাকি প্রকাশ করল।

কাহমাস ইবনে হাসান রহ. থেকে বর্ণিত, জনৈক লোক উমর রাযি. এর নিকট এমনভাবে শ্বাস নিল; যেন সে চিন্তিত। উমর রাযি. তাকে খোঁচা দিলেন।

* রিয়া একটি কৃত্রিমতাঃ

তথা ছোট রিয়া। যেমন, মাখলুকের জন্য কৃত্রিমতা করা, ইবাদতে আল্লাহর জন্য ইখলাস অবলম্বন না করা। বরং কখনো তা আত্মিক স্বার্থের জন্য বা কখনও দুনিয়া অর্জনের জন্য করা।

*** তুমি আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার সময়কে স্মরণ কর:**

মাখলুকের জন্য লৌকিকতা করা, মাখলুকের প্রশংসা কুড়ানো, মাখলুকের প্রশংসা কামনা করা বা এ জাতীয় বিষয়াবলি থেকে অবশ্যই দূরে থাকবে, শুধু আল্লাহর নৈকট্য অর্জনকেই উদ্দেশ্য বানাবে। আর কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার কথা স্মরণ করবে।

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ. فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ

> "যেদিন গোপন বিষয়সমূহের যাচাই বাছাই হয়ে যাবে; ফলে তার কোনো শক্তি বা সাহায্যকারী থাকবে না।"[১২৪]

সাধ্যাতীত কষ্ট: অনেকে আছে, তার কোনো আত্মীয় তার সাক্ষাতে আসলে তার জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত লৌকিকতা করে। অনেক মাল খরচ করে। তাকে ইকরাম করতে গিয়ে নিজেকে অনেক কষ্টের মধ্যে ফেলে; অথচ সে স্বল্প আয়ের লোক। এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদর্শ পরিপন্থী।

*** কৃত্রিমতার কতিপয় আলামত:**

০১. না জেনে বানিয়ে কথা বলা: মাসরুক রহ. বলেন, আমরা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. এর নিকট গেলাম। তিনি বললেন, হে লোকসকল! যে একটি বিষয় সম্পর্কে জানে, সে যেন তা বলে। আর যে জানে না, সে যেন বলে দেয়, আল্লাহই ভালো জানেন। কারণ, এটাও একটি ইলম যে, কেউ না জানলে বলে দেবে– "আল্লাহই ভালো জানেন।" আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলেন– قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ "আপনি বলে দিন, আমি এর বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না। আর আমি কৃত্রিমতা প্রদর্শনকারীও নই।"[১২৫]

....

১২৪. সূরা তারিক: ৯-১০

১২৫. সূরা সদ: ৮৬

০২. **ছন্দ মিলানো:** ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, তারা যদি তোমাকে আমির বানায়, তাহলে তাদের আগ্রহ থাকাবস্থায় তাদের নিকট হাদীস বলবে। আর দেখ, দুআর মধ্যে ছন্দ মিলানো থেকে বেঁচে থাকবে। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামকে দেখেছি– তাঁরা এটা থেকে বেঁচে থাকতেন।" ইমাম গাযালী রহ. বলেন, কৃত্রিমতার সাথে যে ছন্দ মিলানো হয়, সেটা হচ্ছে মাকরূহ। কারণ, কাকুতি-মিনতি ও বিনয় তো নিন্দিত নয়। অন্যথায় হাদীসে বর্ণিত দুআ সমূহের মধ্যেও তো মিলানো মিলানো বাক্য রয়েছে; কিন্তু সেগুলো কৃত্রিমতাপূর্ণ নয়।

০৩. বাচালতা, অনর্গল বলতে থাকা এবং অপ্রয়োজনে দীর্ঘ কথা বলা: বাচালতা মানে হচ্ছে, লৌকিকতা করে সত্য থেকে বের হয়ে গিয়ে অধিক কথা বলা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مَجْلِسًا مِنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلَاقًا وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَفَيْهِقُونَ

"নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আমার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় ও কিয়ামতে আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী আসনে থাকবে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর চরিত্রের অধিকারীগণ। আর তোমাদের মধ্যে আমার নিকট সবচেয়ে ঘৃণিত ও কিয়ামতের দিন আমার থেকে সবচেয়ে দূরের আসনে থাকবে বাচাল, চাপাবাজ, বকবককারীরা।"[১২৬]

ইমাম আসকারী রহ. বলেন, এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উদ্দেশ্য হলো– অধিক পরিমাণে অনর্থক কথা, কৃত্রিমতা করে বাকপটুতা দেখানো ও অতিশয় বাগ্মিতা প্রকাশ, এ বিষয়গুলো থেকে বারণ করা। কারণ, এগুলো নিন্দনীয়; অন্যথায় এর বিপরীত বিষয়গুলো প্রশংসনীয়।

....

১২৬. সুনানে তিরমিযী

الثبات حتى الممات

মৃত্যু পর্যন্ত অটল থাকা

আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ

"তোমার প্রভুর ইবাদত করতে থাক, নিশ্চিত বিষয় (মৃত্যু) আসার আগ পর্যন্ত।"[১২৭]

আল্লামা সা'দী রহ. বলেন, অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি সময় বিভিন্ন প্রকার ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে থাক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রবের আদেশ যথাযথভাবে পালন করেছেন। তাঁর রবের পক্ষ থেকে নিশ্চিত বিষয় তথা মৃত্যু আসার আগ পর্যন্ত তিনি আপন রবের ইবাদতে নিমগ্ন ছিলেন।

প্রত্যেক সত্যিকার মুসলিমের মৌলিক লক্ষ্যই হবে আল্লাহর দ্বীনের ওপর অটল থাকা: অর্থাৎ দৃঢ়তা ও সতর্কতার সাথে সিরাতে মুস্তাকীমে চলা। বিশেষত এ জমানায়, যখন সর্বপ্রকার ফেতনা ও কুপ্রবৃত্তি ছড়িয়ে পড়েছে।

*** দৃঢ় থাকার উপায়সমূহ:**

০১. **কুরআনের দিকে মনোযোগী হওয়া।** আল-কুরআনুল আযীমই হলো দৃঢ় থাকার প্রথম মাধ্যম। এটা হলো আল্লাহর মজবুত রজ্জু এবং স্পষ্ট আলো। যে এটাকে আঁকড়ে ধরবে আল্লাহ তাকে রক্ষা করবেন। যে এর অনুসরণ করবে, আল্লাহ তাকে মুক্তি দেবেন এবং যে আল্লাহর নিকট দুআ করবে, আল্লাহ তাকে সঠিক পথের দিশা দেবেন।

০২. আল্লাহর শরীয়তের সাথে লেগে থাকা এবং তার ওপর আমল করা। আল্লাহ তাআলা বলেন–

....

১২৭. সূরা হিজর: ৯৯

يُثَبِّتُ اللــه الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ
وَيُضِلُّ اللــه الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللــه مَا يَشَاء

"যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদেরকে এ সুদৃঢ় কথার ওপর দৃঢ়তা দান করেন দুনিয়ার জীবনেও এবং আখিরাতেও। আর আল্লাহ জালিমদেরকে করেন বিভ্রান্ত। আর আল্লাহ যা চান, তা-ই করেন।"[১২৮]

ইমাম কাতাদা রহ. বলেন, আল্লাহ তাদেরকে পার্থিব জীবনে কল্যাণ ও নেক আমলের দ্বারা দৃঢ় করবেন। আর পরকালের জীবনে কবরে সাওয়াল-জওয়াবের সময় দৃঢ় করবেন।

০৩. **দুআ :** দুআ হলো, আল্লাহর মুমিন বান্দাদের একটি বৈশিষ্ট্য। তারা দুআর মাধ্যমে আল্লাহর দিকে মনোযোগী হয়; যেন আল্লাহ তাদেরকে অবিচল রাখেন।

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে হিদায়াত দানের পর তুমি আমাদের অন্তরকে বক্র করে দিও না।"[১২৯]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেশি বেশি এ দুআ করতেন–

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِك

"হে অন্তরসমূহ পরিবর্তনকারী! তুমি আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের ওপর অটল রাখ।"[১৩০]

০৪. আল্লাহকে স্মরণ করা:

নিম্নের আয়াতে দুটি বিষয়ের আদেশের মাঝে সংযোগের প্রতি লক্ষ্য করুন–

....

১২৮. সূরা ইবরাহীম: ২৭
১২৯. আলে ইমরান: ০৮
১৩০. সুনানে তিরমিযী

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন কোনো দলের মুখোমুখী হও, তখন অটল থাক এবং বেশি বেশি আল্লাহকে স্মরণ কর; যাতে তোমরা উদ্দেশ্যে কৃতকার্য হতে পার।"[১৩১]

আল্লাহ তাআলা তাঁর স্মরণকে জিহাদে অটল থাকার সবচেয়ে বড় উসীলা বানিয়েছেন।

০৫. ভালো পরিবেশ এবং ঈমানী পরিবেশ তৈরি করা: নেককারদের সঙ্গে আলোচনা করা এবং তাঁদের নিকট যাওয়া দ্বীনের ওপর অটল থাকতে বড় সহায়ক।

*** দুই সমাপ্তির মাঝে পার্থক্য:**

কাফের ও পাপিষ্ঠরা সবচেয়ে ভয়াবহ বিপদের মুহূর্তে দৃঢ়তা থেকে বঞ্চিত হবে। ফলে তারা মৃত্যুর সময় শাহাদাত উচ্চারণ করতে পারবে না। নাউযু বিল্লাহ!

*** মন্দ পরিণতির কিছু চিত্র:**

জনৈক ব্যক্তিকে তার মৃত্যুর সময় বলা হলো, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলুন, তখন সে নিজের মাথা ডানে-বামে নাড়িয়ে তার কথা প্রত্যাখ্যান করল। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ! আরেকজন তার মৃত্যুর সময় বলতে লাগল, এটা ভালো কথা। এটার দাম সস্তা। অপর একজন মৃত্যুর সময় দাবার গুটির নাম উল্লেখ করছিল। চতুর্থ আরেকজন সুর, গানের কিছু শব্দ এবং প্রেমিকার স্মরণ করছিল। এর কারণ হলো, দুনিয়াতে এ জিনিসগুলো তাদেরকে আল্লাহর যিকির থেকে ভিন্ন কাজে ব্যস্ত রেখেছিল।

পক্ষান্তরে, দ্বীন ও নেক আমলের অধিকারী লোকদেরকে আল্লাহ মৃত্যুর সময় দৃঢ়তা দান করেন এবং উত্তম পরিসমাপ্তি দান করেন।

....

১৩১. সূরা আনফাল: ৪৫

*** উত্তম পরিসমাপ্তির আলামত:**

শাহাদাতাইন উচ্চারণ করতে পারা। কখনও চেহারা উজ্জ্বল হতে দেখা যাবে বা সুঘ্রাণ ছড়াবে বা তাঁদের রূহ বের হওয়ার সময় তাঁদের মাঝে এক ধরনের খুশি অনুভব হবে।

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِك

"হে অন্তরসমূহ পরিবর্তনকারী! তুমি আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের ওপর অটল রাখ।"

[সুনানে তিরমিযী]

أسـرار في حياة الصالحين

নেককারদের জীবনের গোপন রহস্যাবলি

আল্লাহ তাআলা বলেন–

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

“তোমরা তোমাদের রবকে ডাক বিনীতভাবে ও চুপিসারে। নিশ্চয়ই তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে ভালোবাসেন না।”[১৩২]

ইমাম তবারী রহ. বলেন, আল্লাহ তাআলা এখানে বলছেন– হে লোকসকল! তোমরা যে সকল উপাস্য ও মূর্তিকে ডাক, সেগুলোকে বাদ দিয়ে তোমাদের এক প্রভুকে ডাক। শুধুমাত্র তাঁর নিকটই দুআ কর। تَضَرُّعًا বিনয়, নম্রতা ও দীনতার সাথে। وَخُفْيَةً গোপনে, অর্থাৎ আন্তরিক বিনয় ও তাঁর একত্ববাদের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে। এমন নয় যে, উচ্চ স্বরে ও ঝগড়া করার মতো ডাকবে; অথচ অন্তরে আল্লাহর প্রভুত্ব ও একত্ববাদের ব্যাপারে নিশ্চিত বিশ্বাস থাকবে না। এমনভাবে নয়, মুনাফিক এবং প্রতারক দল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যেমন করে থাকে।

হাসান বসরী রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি পুরো কুরআন হিফজ করলেন; কিন্তু তার প্রতিবেশী তা টেরও পায়নি।

আরেক ব্যক্তি অনেক বড় আলেম হলো; কিন্তু আশপাশের কেউ তা জানতেও পারল না।

আরেক ব্যক্তি নিজ ঘরে দীর্ঘ সময় নামাজ পড়ত আর তার ঘরে মেহমান থাকত; কিন্তু তারা তা টের পেত না।

আমরা এমন অনেক লোক দেখেছি, যারা কোনো আমল গোপনে করতে পারলে, তা আর কখনো প্রকাশ হতো না।

এক সময় মুসলিমগণ অনেক প্রবলভাবে দুআ করতেন; কিন্তু তাদের কোনো আওয়াজ শোনা যেত না। শুধু তাদের মাঝে ও তাদের রবের মাঝে ফিসফিস আওয়ায হতো। কারণ, আল্লাহ তাআলা বলেছেন– ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً "তোমরা মিনতির সাথে, গোপনে তোমাদের প্রভুকে ডাক।"[১৩৩] আল্লাহ তাআলা তাঁর এক নেক বান্দার কথা আলোচনা করে তার কাজের প্রশংসা করেন এই বলে– إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا "যখন সে তাঁর প্রতিপালককে ডেকেছিল চুপিসারে।"[১৩৪]

একনিষ্ঠ বান্দাগণ তাঁদের নেক আমলকে অন্যদের থেকে গোপন করতে অনেক আগ্রহী থাকতেন। পক্ষান্তরে, অন্যরা তাঁদের গুনাহগুলোকে গোপন করতে আগ্রহী থাকত। একনিষ্ঠ বান্দাগণ সেই কল্যাণ লাভের আশায় আগ্রহী থাকতেন, যা হাদীসে এসেছে– إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنِيَّ الْخَفِيَّ। "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা সেই বান্দাকে ভালোবাসেন; যে মুত্তাকী, মানুষ থেকে অমুখাপেক্ষী ও গোপনে আল্লাহর ইবাদতকারী।"[১৩৫]

খুরাইবী রহ. বলেন, তাঁরা এটা পছন্দ করতেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তির নেক আমলের এমন গোপন একটি অংশ থাকুক; যা তাঁর স্ত্রী বা অন্য কোনো মানুষ জানতে পারবে না।

*** তোমার নেক আমল গোপন কর:**

সালামা ইবনে দিনার রহ. বলেন, তুমি তোমার মন্দ আমলগুলোকে যেরূপ গোপন কর, তোমার নেক আমলগুলোকে তার থেকে অধিক গোপন কর।

*** আখিরাতের স্বাদ:**

বিশর আল-হাফি রহ. বলেন, তুমি অখ্যাত থাক এবং হালাল খাবার আহার কর। সেই ব্যক্তি পরকালে স্বাদ লাভ করবে না, যে দুনিয়াতে মানুষের নিকট পরিচিত হতে চায়।

....

১৩৩. সূরা আ'রাফ: ৫৫

১৩৪. সূরা মারইয়াম: ০৩

১৩৫. সহীহ মুসলিম

মুহাম্মাদ ইবনুল আলা রহ. বলেন, যে আল্লাহকে ভালোবাসে, সে এটাও ভালোবাসে যে– মানুষ তাকে না চিনুক।

মুসলিম ইবনে ইয়াসার রহ. বলেন, কোনো স্বাদ উপভোগকারী নিভৃতে আল্লাহর সঙ্গে মুনাজাত করার মতো স্বাদ উপভোগ করেনি।

*** সালাফের ইবাদত গোপন করার কিছু নমুনা:**

বর্ণিত আছে, (একদা) উমর রাযি. গভীর রাতে বের হলেন। হযরত তালহা রাযি. তাঁকে দেখে ফেললেন। এরপর উমর রাযি. গিয়ে একটি ঘরে প্রবেশ করলেন, তারপর সেখান থেকে বের হয়ে আরেকটি ঘরে প্রবেশ করলেন। সকাল বেলা তালহা রাযি. সেই ঘরে গেলেন। সেখানে দেখলেন, এক অন্ধ অচল বৃদ্ধা। তিনি মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন, এ লোকটি কী কারণে তোমার ঘরে আসে? মহিলা বলল, লোকটি এত এত দিন ধরে আমাকে দেখাশোনা করছে। আমার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এনে দেয়। আমার অসুবিধা হলে দূর করে। তখন তালহা রাযি. বললেন, ধ্বংস তোমার হে তালহা! তুমি উমরের দোষ-ত্রুটি তালাশ করছ?!

জায়নুল আবিদীন আলী ইবনে হাসান রহ. মদীনার একশ' পরিবারের লোকদের খরচ বহন করতেন। রাতের বেলা তাদের নিকট খাবার নিয়ে আসতেন। তারা মৃত্যু পর্যন্ত জানত না, কে তাদের নিকট খাবার নিয়ে আসে? মৃত্যুর পর তারা অনুসন্ধান করে জানতে পারল, এগুলো জায়নুল আবিদীনের পক্ষ থেকে আসত। বিধবাদের ঘরে খাদ্য বহনের কারণে তাঁর পিঠে যে দাগ পড়ে গেছে; তারা তা দেখতে পেল।

মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসী রহ. বলেন, যদি কেউ বিশ বছরও নিজ ঘরে কাঁদে আর তার স্ত্রীও একই ঘরে থাকে; তবুও তার স্ত্রী তা জানতে পারত না।

ইবনুল মুবারক রহ. যুদ্ধের সময় তাঁর চেহারাকে কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখতেন; যাতে কেউ তাঁকে না চিনে। ইমাম আহমাদ রহ. বলেন, আল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ. কে এত সুউচ্চ মর্যাদা দান করেছেন শুধু তাঁর গোপন আমলের কারণে।

ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, আমি কামনা করি– সমস্ত মানুষ এই ইলম শিখুক; কিন্তু তারা আমার দিকে এর কৃতিত্ব সম্পৃক্ত না করুক।

*** একটি গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবাণী:**

এ গোপন করা শুধু ঐ সমস্ত আমলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য; যেগুলোতে গোপন করা শরীয়তসিদ্ধ। আর তা শুধু নফলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, ফরযের ক্ষেত্রে নয়। উপরন্তু আলেমগণ এর থেকে ঐ সকল লোককে পৃথক করেছেন; যাদেরকে মানুষ অনুসরণ করবে। কারণ, তাঁর ক্ষেত্রে প্রকাশ করাই ভালো।

তুমি তোমার মন্দ আমলগুলোকে যেরূপ গোপন কর, তোমার নেক আমলগুলোকে তার থেকে অধিক গোপন কর।

[সালামা ইবনে দিনার রহ.]

من صفات الصالحين
সালেহীনের কিছু বৈশিষ্ট্য

আল্লাহ তাআলা বলেন–

أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللـه فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِه

"তাঁরাই ঐ সকল লোক, যাঁদেরকে আল্লাহ পথপ্রদর্শন করেছেন। তাই তুমি তাঁদের পথেরই অনুসরণ কর।"[১৩৬]

* মুমিনদের কর্তব্য হলো, সালেহীনের বৈশিষ্ট্যাবলি জানা, তাঁদের জীবনী অধ্যায়ন করা, তাঁদের উন্নত চরিত্র থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং তাঁদের উত্তম বৈশিষ্ট্যগুলো অনুসন্ধান করে তার অনুসরণ করা।

*** তাবেয়ীদের শিরোমণি সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব রহ. এর কয়েকটি অনন্য বৈশিষ্ট্য:**

তিনি বলেন, আমার ত্রিশ বছর এমন অতিবাহিত হয়েছে যে, মুআযযিন আযান দেওয়ার সময় আমি মাসজিদে উপস্থিত ছিলাম।

তিনি বলেন, চল্লিশ বছর যাবৎ আমার জামায়াতে নামাজ ছুটেনি।

*** ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. এর কিছু বৈশিষ্ট্য:**

০১. তিনি নির্জনতা ভালোবাসতেন। ইমাম আহমাদ রহ. বলেন, আমি নির্জনতাকেই আমার অন্তরের জন্য অধিক প্রশান্তিদায়ক মনে করি।

০২. তিনি প্রসিদ্ধিকে অপছন্দ করতেন। মারওয়াযী রহ. বলেন, ইমাম আহমাদ রহ. আমাকে বললেন, তুমি আব্দুল ওয়াহ্হাবকে বল যে, তুমি অখ্যাত থাক। কারণ, আমি প্রসিদ্ধির কারণে ফেতনায় আক্রান্ত হয়েছি।

....

১৩৬. সূরা আনআম: ৯০

০৩. তাঁকে মানুষ সম্মান করুক, তা তিনি অপছন্দ করতেন। মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান রহ. বলেন, আমি আবু আব্দুল্লাহকে দেখেছি– তিনি যখন রাস্তায় হাঁটতেন, তখন কেউ তাঁর পিছু পিছু হাঁটলে তিনি তা অপছন্দ করতেন।

০৪. তাঁর বিনয়: খুরাসানী রহ. তাঁকে বলেন: সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে, আপনাকে দেখার তাওফীক দান করেছেন। তিনি বললেন– বস, এটা কী? আমি কে? আরেক ব্যক্তি থেকে বর্ণিত, আমি আবু আব্দুল্লাহর চেহারায় চিন্তার রেখা দেখতে পেলাম। আর এর কারণ ছিল এক ব্যক্তি তাঁর প্রশংসা করে বলেছিল, আল্লাহ আপনাকে ইসলামের পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দান করুন!

তখন তিনি বলেছিলেন, বরং আমার পক্ষ থেকে আল্লাহ তাআলা ইসলামকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমি কে? আমি কী বস্তু?

০৫. তাঁর রাত্রি জাগরণ: মারওয়াযী রহ. বলেন, আমি আবু আব্দুল্লাহ কে দেখলাম, তিনি তাঁর নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াতের জন্য অর্ধরাত্রি থেকে সাহরীর সময় পর্যন্ত জাগরণ করলেন।

০৬. মুসলিম ভাইদের জন্য তাঁর দুআ: আব্দুল্লাহ রহ. বলেন, আমি অনেক সময় বাবাকে দেখেছি, বিভিন্ন কওমের জন্য নাম ধরে ধরে দুআ করতেন। তিনি অনেক বেশি দুআ করতেন এবং তা নিচু স্বরে করতেন। মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়েও নামাজ পড়তেন।

০৭. তাঁর স্বল্প নিদ্রা: তিনি এশার নামাজ পড়ার পর উত্তমরূপে কয়েক রাকাত নামাজ পড়তেন। তারপর বিতর পড়ে কিছুক্ষণ ঘুমাতেন। তারপর আবার দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তেন। তাঁর কেরাত হতো কোমল ও মৃদু স্বরে। মাঝে মাঝে কিছু অংশ আমি বুঝতাম না।

০৮. অধিক রোজা পালন: তিনি নিয়মিত অনেক দিন রোজা রাখার পর কিছুদিন রোজা মুক্ত থাকতেন। তিনি সোমবার, বৃহস্পতিবার ও আইয়ামে বীযের রোজা কখনও ছাড়তেন না। কারাগার থেকে বের হওয়ার পর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি অবিরাম রোজা রেখেছিলেন।

০৯. দরিদ্রদের সম্মান করা: মারওয়াযী রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইমাম আহমাদ রহ. এর মজলিস অপেক্ষা কোনো মজলিসে দরিদ্রদের এত সম্মানের অবস্থায় দেখিনি। তিনি তাদের প্রতি ধাবিত ছিলেন আর দুনিয়াদারদের থেকে বিরাগী ছিলেন।

১০. তাঁর স্বল্প কথন: তিনি যখন আসরের পর ফাতওয়া প্রদানের জন্য স্বীয় মজলিসে বসতেন, তখন কোনো প্রশ্ন করার আগে কথা বলতেন না।

১১. তাঁর উত্তম চরিত্রের কিছু চিত্র: তিনি হিংসাপরায়ণ বা তড়িৎপ্রবণ ছিলেন না। তিনি ছিলেন অত্যাধিক বিনয়ী, উত্তম চরিত্রের অধিকারী, সহনশীল, সদা উজ্জ্বলমুখ, নম্র ও কোমল। তাঁর মাঝে কোনো কঠোরতা (মুমিনদের প্রতি) ছিল না। তিনি প্রতিবেশীদের কষ্ট সহ্য করতেন।

১২. আল্লাহর সম্মানের প্রতীকসমূহকে সম্মান করতেন: তিনি কাউকে আল্লাহর জন্যই ভালোবাসতেন, আল্লাহর জন্যই কাউকে ঘৃণা করতেন। আর যখন কোনো দ্বীনি বিষয়ে ব্যতিক্রম ঘটত, তখন তাঁর ক্রোধ হতো কঠিন।

*** ইমাম বুখারী রহ. এর কিছু বৈশিষ্ট্য:**

ইমাম বুখারী রহ. এর অনেক প্রশংসনীয় গুণাবলির মাঝে বিশেষভাবে তিনটি গুণ উল্লেখযোগ্য:

- তিনি ছিলেন স্বল্পভাষী।
- মানুষের ধন-সম্পদের প্রতি লোভী ছিলেন না।
- মানুষের বিষয়াদি নিয়ে ব্যস্ত হতেন না। তাঁর একমাত্র ব্যস্ততা ছিল ইলম।
- সবল-দুর্বলের মাঝে কোনো পার্থক্য করতেন না। আব্দুল মাজীদ ইবনে বুখারী রহ. বলেন, আমি সবল-দুর্বলের মাঝে সমতাকারী ইমাম বুখারী রহ. এর মতো কাউকে দেখিনি।

- জবানের হেফাজত: ইমাম বুখারী রহ. বলেন, আমি যখন থেকে জানি যে, গীবত গীবতকারীর জন্য ক্ষতিকর, তখন থেকে কখনও কারও গীবত করিনি।

- তাঁর রাতের ইবাদত: তিনি শেষ রাতে তেরো রাকাত নামাজ পড়তেন।

*** সালেহগণের সার্বক্ষণিক অভ্যাস:**

শাইখুল ইসলাম রহ. বলেন: তাঁদের উল্লেখযোগ্য সার্বক্ষণিক অভ্যাসগুলো হলো:

- আল্লাহর স্মরণে থাকা ও সর্বদা কাকুতি-মিনতি করা

- হাদীসে বর্ণিত দুআ দ্বারা দুআ করা এবং দুআ কবুলের সম্ভাব্য সময়গুলোতে যেমন– শেষ রাতে, আযান-ইকামতের সময়, সিজদায় ও নামাজের পরে দুআ করা।

- এর সাথে ইস্তেগফারও করা। কারণ, কেউ ইস্তেগফার করে আল্লাহর প্রতি রুজু হলে, আল্লাহ তাঁকে মৃত্যু পর্যন্ত উত্তম ভোগসামগ্রী দান করেন।

- দিনের শুরুতে, শেষে এবং ঘুমের সময় নিয়মিত যিকিরের অভ্যাস করা।

- যে সমস্ত বাধা ও প্রতিবন্ধকতা আসে, তাতে ধৈর্যধারণ করা। কারণ, এতে আল্লাহ তাঁর নিজ শক্তি দ্বারা বান্দাকে সাহায্য করেন এবং বান্দার অন্তরের গভীরে ঈমানের মজবুতী দান করেন।

- ফরযসমূহ বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণভাবে পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় করার প্রতি যত্নবান হওয়া। যেমন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ। কারণ, এগুলো হলো দ্বীনের খুঁটি।

- সর্বদা সব কাজে লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ জপতে থাকা। কারণ, এর মাধ্যমে সে গুরুদায়িত্ব পালন, বিপদ মোকাবেলা করা ও উন্নত মর্যাদা লাভ করতে সক্ষম হবে।

- দুআ ও প্রার্থনায় বিতৃষ্ণ না হওয়া। কারণ, বান্দা যতক্ষণ পর্যন্ত এ কথা না বলে যে, আমি দুআ করলাম; কিন্তু দুআ কবুল হলো না, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর দুআ কবুল হয়।

- আর তাঁরা বিশ্বাস করে যে, বিজয় ধৈর্যের মাঝে এবং সফলতা কষ্টের সাথে। আর সংকটের সাথেই সচ্ছলতা রয়েছে। নবী-রাসূলগণ এবং সালেহগণ সবরের কারণেই ভালো ফলাফল লাভ করতে পেরেছেন। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যই; যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক।

আমার ত্রিশ বছর এমন অতিবাহিত হয়েছে যে, মুআযযিন আযান দেওয়ার সময় আমি মাসজিদে উপস্থিত ছিলাম। চল্লিশ বছর যাবৎ আমার জামায়াতে নামাজ ছুটেনি।

[সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব রহ.]

صالحـون ومصلحـون

সৎকর্মশীল ও সংশোধনকারী

আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ

"এবং মূসা তাঁর ভাই হারুনকে বলল, আমার অনুপস্থিতিতে তুমি আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে আমার প্রতিনিধিত্ব করবে। সবকিছু ঠিকঠাক রাখবে এবং অশান্তি সৃষ্টিকারীদের অনুসরণ করবে না।"[১৩৭]

অপর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللـه عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

"আমার এমন কোনো ইচ্ছা নেই যে, আমি যেসব বিষয়ে তোমাদেরকে নিষেধ করি, তা তোমাদের পেছনে গিয়ে নিজেই করতে থাকব। নিজ সাধ্যমতো সংস্কার করা ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য আমার নেই। আর আমি যা কিছু করতে পারি, তা কেবল আল্লাহর সাহায্যেই পারি। আমি তাঁরই ওপর নির্ভর করি এবং তাঁরই দিকে ফিরি।"[১৩৮]

তাই কোনো ব্যক্তিগত বা অন্যকে প্রভাবিতকারী ইবাদত সংশোধিত হওয়া ও সংশোধন করার প্রয়োজনীয়তা থেকে মুক্ত নয়। বিশেষত যে সকল ইবাদতের উদ্দেশ্যই ইসলাহ বা সংশোধন করা। যেমন, সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজের নিষেধ। তাই সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজের নিষেধ ও সমস্ত সৃষ্টিজীবের কল্যাণ কামনা করা ঈমানের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

....

১৩৭. সূরা আ'রাফ: ১৪২

১৩৮. সূরা হূদ: ৮৮

যা আহলে হক তথা নবী-রাসূল ও তাঁদের অনুসারীদের বৈশিষ্ট্য। তাদের প্রধান কাজই ছিল আমর বিল মারুফ তথা তাওহীদ, ইনসাফ ও উন্নত আখলাকের অনুশীলন প্রতিষ্ঠা করা এবং নাহী আনিল মুনকার তথা জমিনে শিরক, অবাধ্যতা, জুলুম ও ফ্যাসাদ হতে বাধা দেওয়া।

*** সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজের নিষেধের গুরুত্ব:**

আল্লাহ তাআলা বলেন–

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ

"যাঁদেরকে আমি পৃথিবীতে ক্ষমতা দান করলে তাঁরা নামাজ প্রতিষ্ঠা করবে, জাকাত আদায় করবে, সৎকাজের আদেশ করবে এবং অন্যায় কাজে নিষেধ করবে। আর সকল বিষয়ের চূড়ান্ত পরিণতি আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে।"[১৩৯]

অপর আয়াতে বলেন–

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"তোমাদের মধ্য হতে যেন এমন একটি দল থাকে; যারা কল্যাণের দিকে ডাকবে, সৎকাজের আদেশ করবে, অন্যায় কাজে নিষেধ করবে। আর তাঁরাই সফল।"[১৪০]

হযরত লুকমানের স্বীয় সন্তানের প্রতি উপদেশের ঘটনা বর্ণনা করে আল্লাহ তাআলা বলেন–

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ

....

১৩৯.সূরা হাজ্ব: ৪১

১৪০. সূরা আলে ইমরান: ১০৪

"হে বৎস! নামাজ কায়েম কর, সৎকাজের আদেশ কর, অন্যায় কাজে নিষেধ কর এবং তোমার ওপর যে বিপদ আপতিত হয়, তার ওপর সবর কর। নিশ্চয়ই এটা দৃঢ় সংকল্পের কাজ।"[১৪১]

এ কাজের ক্ষেত্রে আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভূমিকা ছিল সবচেয়ে বেশি। তিনি তাঁর উম্মতকে সর্বপ্রকার ভালো কাজের আদেশ করেছেন এবং সর্বপ্রকার মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করেছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

"তোমাদের মধ্যে কেউ যদি কোনো মন্দ কাজ সংঘটিত হতে দেখে, সে যেন তা হাত দ্বারা পরিবর্তন করে। যদি তা না পারে; তাহলে যেন মুখ দ্বারা বাধা দেয়। যদি তাও না পারে; তাহলে যেন অন্তরে তা পরিবর্তনের পরিকল্পনা করতে থাকে। আর এটা হলো সর্বচেয়ে দুর্বল ঈমান।"[১৪২]

*** সমাজ সংশোধন:**

ড. আব্দুল কারীম যায়দান বলেন, ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার একটি বৈশিষ্ট্য হলো, তাতে প্রতিটি ব্যক্তি সমাজ সংশোধনের দায়িত্ব পালন করবে। অর্থাৎ প্রতিটি সদস্যের মাঝে সমাজ সংশোধন, যথাসম্ভব তা থেকে ফ্যাসাদ দূরীকরণ এবং এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে অন্যের সাথে সহযোগিতামূলক অংশগ্রহণের দায়িত্বে থাকবে। আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأَثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"তোমরা সৎ ও তাকওয়ার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর, আর গুনাহ ও সীমালঙ্ঘনে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না।"[১৪৩]

....

১৪১. সূরা লুকমান: ১৭

১৪২. সহীহ মুসলিম: ৪৯

১৪৩. সূরা মায়িদা: ০২

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পারস্পরিক সহযোগিতা হলো, সমাজ সংশোধনে পরস্পরকে সাহায্য করা। যখন একজন ব্যক্তি সমাজ সংশোধনের দায়িত্বে থাকবে, তখন স্বাভাবিকভাবেই সে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করা থেকে দূরে থাকবে। আল্লাহ তাআলা বলেন– وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا "এবং পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার পর তাতে অশান্তি বিস্তার করো না।"[১৪৪]

মুসলিম সমাজের নারী-পুরুষ প্রতিটি সদস্য সংশোধন, কল্যাণ বিস্তার ও নৈরাজ্য মোকাবেলায় একে অপরকে সহযোগিতা করবে, ঐ সকল মুনাফিকদের বিপরীতে; যারা নৈরাজ্য সৃষ্টি করে সংশোধন করার দাবি করে। অথচ আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ . أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ

"তাদেরকে যখন বলা হয়, তোমরা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করো না, তখন তারা বলে, আমরাই তো শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী। জেনে রেখ, নিশ্চয়ই তারাই অশান্তি সৃষ্টিকারী কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করে না।"[১৪৫]

*** মুমিন ও মুনাফিকের মাঝে পার্থক্য:**

আল্লাহ তাআলা মুমিনদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেন–

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

"আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীগণ একে অপরের বন্ধু। তাঁরা সৎকাজের আদেশ করে ও অন্যায় কাজে নিষেধ করে।"[১৪৬]

....

১৪৪. সূরা আ'রাফ: ৫৬

১৪৫. সূরা বাকারা: ১১-১২

১৪৬. সূরা তাওবা: ৭১

আর মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেন–

الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ

"মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী সকলেই একরকম। তারা অন্যায় কাজের আদেশ করে এবং সৎকাজে নিষেধ করে।"[১৪৭]

*** আমর বিল মা'রূফ ও নাহী আনিল মুনকারে সালেহীনের অবস্থান:**

০১. আলী ইবনে আবী তালিব রাযি. বলেন, হে লোকসকল! তোমাদের পূর্ববর্তীগণ ধ্বংস হওয়ার কারণ হলো– তারা অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়েছে। আর তাদের মধ্যে যারা আল্লাহওয়ালা ও আলেম ছিল, তারা তাদেরকে বাধা দেয়নি। তাই আল্লাহ তাআলা তাদের সকলের প্রতি তাঁর শাস্তি অবতীর্ণ করেন। তাই তাদের ওপর যেরূপ শাস্তি এসেছিল, তোমাদের ওপরও অনুরূপ শাস্তি আসার পূর্বেই তোমরা আমর বিল মা'রূফ ও নাহী আনিল মুনকার করতে থাক। জেনে রেখ, আমর বিল মা'রূফ ও নাহী আনিল মুনকার কারও রিজিক কমায় না এবং কারও মৃত্যু তরান্বিত করে না।

০২. সুজা ইবনুল ওয়ালীদ রহ. বলেন, আমি সুফইয়ান রহ. সাথে হজ করতাম। আমি কখনও দেখিনি, আসা যাওয়ার সময় তাঁর জিহ্বা আমর বিল মা'রূফ ও নাহী আনিল মুনকার থেকে বিরত হয়েছে।

০৩. আবু আব্দুর রহমান আল-আমরী বলেন, আল্লাহর ব্যাপারে অবহেলা মানে তোমার নিজের প্রতি নিজের গাফিলতি। যেমন, তুমি আল্লাহকে অসন্তুষ্টকারী একটি বিষয় দেখতে পেলে, অতঃপর মাখলুকের ভয়ে কোনো আদেশ-নিষেধ না করে তা অতিক্রম করে চলে গেলে।

যে মাখলুকের ভয়ে আমর বিল মা'রূফ ছেড়ে দেয়, তার প্রভাব চলে যায়। এরপর সে তার সন্তানকে আদেশ করলেও সন্তান তা হালকা করে দেখে।

....

১৪৭. সূরা তাওবা: ৬৭

*** তুমি কীভাবে কল্যাণময় হবে?**

ইমাম সা'দী রহ. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন– وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ "এবং আমাকে করেছেন কল্যাণময়, আমি যেখানেই থাকি না কেন।"[১৪৮] সর্বস্থানে সর্বসময় আল্লাহ আমার (ঈসা আ.) মধ্যে কল্যাণ রেখেছেন। মানুষকে কল্যাণকর বিষয় শিক্ষা দেওয়া এবং কল্যাণের দিকে আহ্বান করার ক্ষেত্রে এবং অকল্যাণকর বিষয় থেকে নিষেধ করা এবং কথা-কাজের মাধ্যমে আল্লাহর দিকে বান্দাদের দাওয়াত দেওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ আমার মধ্যে বরকত দান করেছেন। তাই যে তাঁর সঙ্গে ওঠাবসা করতো এবং তাঁর সংশ্রবে থাকতো, তাঁর বরকত তাকেও ছুঁয়ে যেতো এবং সেই ব্যক্তি তাঁর সাহচর্যে ধন্য হতো।

*** উপদেশ দানের শর্তাবলি:**

উপদেশ দানের জন্য নিম্নোক্ত তিনটি বিষয় আবশ্যক:

১. আদেশ-নিষেধের পূর্বে ঐ বিষয়ের ইলম থাকা: কাযী আবু ইয়ালা রহ. উল্লেখ করেন, একমাত্র সেই ব্যক্তিই সৎকাজের আদেশ বা অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে; যে আদেশ-নিষেধকৃত বিষয়টির ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহর বুঝ রাখে।

২. সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধের মাঝে কোমলতা অবলম্বন করা। কারণ, যে কোনো বিষয়ের মধ্যে কোমলতা বিষয়টিকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে।

৩. আমল বিল মা'রূফ ও নাহী আনিল মুনকারের পরে ধৈর্যধারণ করা। আল্লাহ তাআলা হযরত লুকমান হাকিমের তাঁর সন্তানের প্রতি প্রদত্ত উপদেশ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন–

يَابُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

....

১৪৮. সূরা মারইয়াম: ৩১

"হে আমার বৎস! নামাজ কায়েম কর, সৎকাজের আদেশ কর, অন্যায় কাজে নিষেধ কর এবং তোমার ওপর যে বিপদ আপতিত হয়, তার ওপর সবর কর। নিশ্চয়ই এটা দৃঢ় সংকল্পের কাজ।"

"তোমাদের মধ্যে কেউ যদি কোনো মন্দ কাজ সংঘটিত হতে দেখে, সে যেন তা হাত দ্বারা পরিবর্তন করে। যদি তা না পারে; তাহলে যেন মুখ দ্বারা বাধা দেয়। যদি তাও না পারে; তাহলে যেন অন্তরে তা পরিবর্তনের পরিকল্পনা করতে থাকে। আর এটা হলো সর্বচেয়ে দুর্বল ঈমান।"

[সহীহ মুসলিমঃ ৪৯]

ويؤثرون على أنفسهم

"তাঁরা নিজেদের ওপর অন্যদের প্রাধান্য দেয়।"[১৪৯]

আল্লামা সা'দী রহ. বলেন, আনসারদের যে বৈশিষ্ট্যটির মাধ্যমে তাঁরা অন্যদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন এবং বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়েছেন, তা হলো– 'ইছার' (নিঃস্বার্থপরায়ণতা) তথা অন্যকে নিজের ওপরে প্রাধান্যদান করার মাধ্যমে।

নিঃস্বার্থপরায়ণতা হলো– সর্বোন্নত মানের মহানুভবতা। আর তা হলো, নিজের প্রিয় সম্পদ বা অন্য কোনো বিষয়ের ক্ষেত্রে অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং নিজের শুধু প্রয়োজন নয়; বরং প্রচণ্ড অভাব ও ক্ষুধা থাকা সত্ত্বেও তা অন্যকে দান করা।

এটা একমাত্র এমন পরিশুদ্ধ চরিত্র ও আল্লাহ প্রেমের দ্বারাই হতে পারে, যা প্রবৃত্তির চাহিদা ও তার স্বাদ পুরা করার আগ্রহের ওপর বিজয়ী হয়েছে।

এ ব্যাপারে রয়েছে জনৈক আনসারী সাহাবীর সেই ঘটনাটি, যার প্রেক্ষিতে আয়াতটি নাযিল হয়েছে। যিনি তাঁর নিজের ও স্ত্রী-সন্তানের খাবারের ক্ষেত্রে মেহমানকে প্রাধান্য দিয়ে নিজেরা ক্ষুধার্ত অবস্থায় রাত কাটিয়েছেন।

'ইছার' হলো 'আছারাহ (স্বার্থপরতা)'র বিপরীত। তাই নিঃস্বার্থপরায়ণতা প্রশংসিত; কিন্তু আছারাহ তথা স্বার্থপরতা নিন্দিত। কারণ, এটা হলো– কার্পণ্য ও সংকীর্ণতার বৈশিষ্ট্য।

আর যে ইছারের গুণ লাভ করেছে, নিশ্চয়ই সে মনের লোভ-লালসা থেকে মুক্ত। আল্লাহ তাআলা বলেন–وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
"আর যাঁরা তাঁদের অন্তরের কৃপণতা থেকে মুক্তি লাভ করেছে, তাঁরাই সফল।"[১৫০]

....

১৪৯. সূরা হাশর: ০৯

১৫০. সূরা হাশর: ০৯

আর স্বভাবগত কার্পণ্য থেকে মুক্ত থাকলে আল্লাহর সকল হুকুমের ক্ষেত্রেই কার্পণ্যমুক্ত থাকা যায়। কারণ, যখন কোনো বান্দা স্বভাবগত কার্পণ্য থেকে মুক্ত হয়, তখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সকল হুকুমের ব্যাপারেই তার মন উদার হবে। সে স্বতস্ফূর্ততা, আনুগত্য ও উদারতার সাথেই তা করবে। আর আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয় তার কাছে আকর্ষণীয় হলেও; তা বর্জন করতে ভালোবাসবে।

*** সাহাবীগণের ভ্রাতৃত্ব ও নিজের ওপর অন্যকে প্রাধান্যদানের কিছু নমুনাঃ**

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সত্য ভ্রাতৃত্বের বীজ আনসার ও মুহাজিরদের মাঝে বপন করেছিলেন। সেদিনের কথা স্মরণ করুন, যেদিন জনৈক আনসারী তাঁর মুহাজির ভাইয়ের সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন– এই রাখলাম আমার সম্পদ, তা আমার ও তোমার মাঝে যৌথ। এই রাখলাম আমার দুনিয়া; এর অর্ধেক আমার, অর্ধেক তোমার। এই যে আমার দুই স্ত্রী; তাদের মধ্য থেকে যে সুন্দর তাকে তালাক দিয়ে দিচ্ছি, সে তোমার।

দেখুন, মিসকীনদের বাবা আবু জা'ফর রাযি. এর অবস্থাঃ তিনি আমাদেরকে (বর্ণনাকারী) তাঁর বাড়িতে নিয়ে চললেন খানা খাওয়াতে। অবশেষে সেই পাত্রটিও বের করলেন, যাতে কিছু ছিল না। তিনি সেটা খুললেন। আমরা তার মধ্যে যা ছিল তা চেটে খেলাম।

আবু হুরায়রা রাযি. বলেন (হাদীসটি সহীহ বুখারীতে বর্ণিত রয়েছে)–

وَالْجُوْدُ بِالْمَوْجُوْدِ، خَيْرُ النَّاسِ لِلْمِسَاكِيْنِ جَعْفَرُ يَخْرُجُ لَهُمْ يُؤْثِرُوْنَ ضَيْفَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ بِطَعَامِ الْأَوْلَادِ

"দানশীলতা হলো, যা বিদ্যমান আছে তা দান করা। মিসকীনদের জন্য সর্বোত্তম মানুষ হলো– জা'ফর। তিনি তাঁদের (মিসকীনদের) উদ্দেশ্যে বের হতেন। নিজের সন্তানদের খাবারের ওপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মেহমানদের অগ্রাধিকার দিতেন।"

*** তাবেয়ীদের ভ্রাতৃত্ব ও ইছারের কিছু নমুনা:**

তাবেয়ীদের একজন বড় ইমাম বলেন, আল্লাহর শপথ! যদি পুরো দুনিয়াকে আমার জন্য এক লোকমায় জমা করে দেওয়া হয়, আর আমার এক দ্বীনি ভাই আমার নিকট আসে: তাহলে আমি কোনো পরোয়া না করে, তা তাঁর মুখে দিয়ে দেব।

ইছার করার (তথা অগ্রাধিকার দেওয়া) জন্য কীসের প্রয়োজন? ইছার করার জন্য প্রয়োজন একটি কোমল হৃদয়ের। এমন একটি হৃদয়; যাতে অজস্র চিন্তা একত্রিত হলেও সে সবগুলো নিয়েই চিন্তা করে। অবশেষে দুঃখ-বেদনায় ফেটে পড়ে। প্রয়োজন এমন একটি হৃদয়ের; যা মুসলমানদের চিন্তা, পেরেশানির ভার বহনের জন্য সুপ্রশস্ত।

*** মনের প্রিয় জিনিসগুলোর ওপর আল্লাহর ভালোবাসাকে প্রাধান্য দেওয়া:**

এমনিভাবে আল্লাহর ভালোবাসাকে মনের ভালোবাসার বস্তুগুলোর ওপর প্রাধান্য দেওয়া এবং আল্লাহ যা ভালোবাসেন, তাকে প্রবৃত্তির ভালোবাসার ওপর প্রধান্য দেওয়াও ইছারের জন্য আবশ্যক। সুতরাং, ইছার দুটি জিনিসের দাবি করে:

১. আল্লাহ যা ভালোবাসেন তা করা; যদিও মন তা অপছন্দ করে। কখনও মন কোনো এক প্রকার ইবাদতকে অপছন্দ করে। যেমন ধরুন, তার মধ্যে কার্পণ্য, স্বার্থপরতা বা অলসতা আছে, সেক্ষেত্রে প্রকৃত ইছার হবে নিজের অপছন্দের ওপর আল্লাহর ভালোবাসাকে প্রাধান্য দেওয়া।

২. ইছারের দ্বিতীয় প্রকার: আল্লাহ যা অপছন্দ করেন, তা বর্জন করা; যদিও তোমার মন তা পছন্দ করে ও ভালোবাসে।

এ দুটি জিনিসের মাধ্যমে সঠিক ইছার সাব্যস্ত হবে। কিন্তু যে মুমিন আল্লাহর ভালোবাসার স্তরে পৌঁছতে চায় এবং আল্লাহর ভালোবাসা নিজের দিকে আকর্ষণ করতে চায়, তাকে আরও কষ্ট করতে হবে এবং দুর্বল মনকে শায়েস্তা করতে হবে; যাতে এ স্তরে পৌঁছতে পারে এবং এ রকম ইছার

বাস্তবায়ন করতে পারে। তাই আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য, মহাসফলতা লাভ করার জন্য এবং উচ্চ মেহনত ও ভয়াবহ বিপদ সহ্য করার জন্য কোমর বাঁধতে হবে।

*** ইছারের মাধ্যমসমূহ:**

১. আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা এবং একনিষ্ঠভাবে আমল করা: যখন বান্দা কোনোরূপ অলসতা ব্যতীত মনে প্রাণে আল্লাহর দিকে অগ্রসর হতে চায়, যখন সে আখিরাতের দিকে দৌড়ায়, তখন সে নেক আমল ও ঈমান অর্জনকারী ইবাদতে কোনো বিরতি দেয় না।

২. দয়া ও নম্রতা: দয়া ছাড়া কোনো ইছার হয় না। এ কারণে কোনো মানুষের অন্তর যতক্ষণ পর্যন্ত নম্র, কোমল ও দয়াশীল না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার জন্য ইছারকারী হওয়া সম্ভব নয়। যখন আল্লাহ কাউকে কঠোর হৃদয় থেকে মুক্তির মাধ্যমে দয়া করেন; ফলে তার অন্তর অপরের জন্য দুঃখ-বেদনায় ফেটে পড়ে। তখন এই দয়ার মাধ্যমেই সে ইছার করতে পারে। যেটাকে আল্লাহ রহমত বলে উল্লেখ করেছেন। যার অর্থ হচ্ছে অন্তর নরম হওয়া।

তাই যার অন্তর কঠিন, সে তো ইছার থেকে অনেক দূরে। কঠিন হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তি তার অন্তরে ইছারের প্রতি কোনো জায়গা খুঁজে পাবে না।

আল্লাহ তাআলা যখন কোনো বান্দাকে নরম-কোমল অন্তর দান করেন, তখন সে মুসলমানদের কষ্ট দেওয়া থেকে নিজে বিরত থাকে ও অন্যদেরকে বিরত রাখে এবং এমন ব্যক্তি আল্লাহর মুমিন বান্দাদেরকে উপকার করতে সর্বাত্মক চেষ্টা করে।

৩. মৃত্যু ও আখিরাতের স্মরণ: এটা হলো, ইছারের সবচেয়ে বড় মাধ্যম। এটাই অন্য মুসলিমকে কষ্ট দেওয়া থেকে নিজেকে হেফাজত করার এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় তাদের প্রতি সর্বপ্রকার কল্যাণ পৌঁছাতে উৎসাহিত হওয়ার সবচেয়ে বড় মাধ্যম।

বান্দার এ কথা স্মরণ করা যে, সে আল্লাহর দিকে ফিরে যাবে: সে যখন এটা স্মরণ করবে, তখন তার নিকট দুনিয়া তুচ্ছ হয়ে যাবে আর পরকালীন ভবিষ্যৎ গুরুত্বপূর্ণ হবে। সে মৃত্যু ও তার যন্ত্রণার কথা চিন্তা করবে। কবর ও তার শয্যার কথা চিন্তা করবে।

وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"আর যাঁরা তাঁদের অন্তরের কৃপণতা থেকে মুক্তি লাভ করেছে, তাঁরাই সফল।"

[সূরা হাশর: ০৯]

الثناء على الله تعالى

আল্লাহ তাআলা'র প্রশংসা করা

আমাদের প্রভুর সঙ্গে আমাদের মুনাজাতে, দুআয় ও সারা জীবনে আমাদের একটি ত্রুটি হলো– আমরা আল্লাহ তাআলা'র প্রশংসা কম করি, তাঁর বড়ত্ব, মহত্ত্ব ও পবিত্রতা কম বর্ণনা করি। অথচ তিনি আমদেরকে দ্বীনি ও দুনিয়াবী কত নেয়ামত দান করেছেন; যা গণনা ও অনুমানের বাহিরে।

একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত: যদি এক ব্যক্তি তোমাকে প্রত্যেক মাসে বিপুল পরিমাণ অর্থ দান করে, তার জন্য তোমার সম্মান, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও বিভিন্ন মজলিসে অত্যধিক প্রশংসার অবস্থা কেমন হবে? অথচ আল্লাহর জন্যই সর্বোচ্চ সম্মান। আমরা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের একটি মুহূর্তও তাঁর থেকে অমুখাপেক্ষী থাকতে পারব না। তাহলে কি এ মহান অনুগ্রশীল, দয়াশীল, দানবীর, রিজিকদাতা এবং বহু সুন্দর নাম ও উন্নত গুণাবলির অধিকারী রব দিবা-রাত্রি, সর্বস্থানে ও সকল অবস্থায় প্রশংসা ও সম্মান পাবার উপযুক্ত নন?

*** কুরআনে আল্লাহর প্রশংসা:**

আমরা যদি কুরআন যথাযথভাবে অনুধাবন করি; তাহলে দেখতে পাব– পুরো কুরআনেই আল্লাহ তাআলা'র সত্তা, তাঁর নাম, গুণাবলি, কুদরত ও মহত্ত্বের ব্যাপারে আলোচনা রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

"তারা আল্লাহকে তাঁর যথোচিত মর্যাদা দেয়নি। অথচ কিয়ামতের দিন সমগ্র পৃথিবী তাঁর মুঠোর ভিতরে থাকবে এবং আকাশমণ্ডলী গুটানো অবস্থায় তাঁর ডান হাতে থাকবে। তিনি পবিত্র। তারা যে শিরক করে, তিনি তা থেকে বহু ঊর্ধ্বে।"[১৫১]

....

১৫১. সূরা জুমার: ৬৭

আল্লাহ তাআলা কুরআনের অনেক আয়াতে নিজেই তাঁর পবিত্র ও বরকতময় সত্তার পরিচয় তুলে ধরেছেন। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি দেখুন–

قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ . اللّٰهُ الصَّمَدُ . لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ . وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

"বলুন, তিনি আল্লাহ একক। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও কেউ জন্ম দেয়নি। আর তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।"[১৫২]

وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا

"আল্লাহর রয়েছে সুন্দর নামসমূহ। তাই তোমরা সেগুলোর মাধ্যমে তাঁকে ডাক।"[১৫৩]

بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

"আকাশমণ্ডলী ও জমিনের অস্তিত্বদাতা। তিনি যখন কোনো বিষয়ের ফায়সালা করেন, তখন কেবল এতটুকু বলেন যে– হয়ে যাও, অমনি তা হয়ে যায়।"[১৫৪]

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"আসমানসমূহ, জমিন ও এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে, সবকিছুর রাজত্ব আল্লাহরই। তিনি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান।"[১৫৫]

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"তিনিই প্রথম, তিনিই সর্বশেষ। তিনিই প্রকাশ্য, তিনিই গুপ্ত। তিনি প্রতিটি বস্তুর ব্যাপারে অবগত।"[১৫৬]

....

১৫২. সূরা ইখলাস: ১-৪
১৫৩. সূরা আ'রাফ: ১৮০
১৫৪. সূরা বাকারা: ১১৭
১৫৫. সূরা মায়িদা: ১২০
১৫৬. সূরা হাদীদ: ০৩

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ . لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"তাঁর মতো কিছু নেই। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। আকাশমণ্ডলী ও জমিনের যাবতীয় চাবি তাঁরই কর্তৃত্বে। তিনি যাকে ইচ্ছা রিজিক সম্প্রসারিত করে দেন এবং যাকে ইচ্ছা সংকোচিত করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি প্রতিটি বস্তুর ব্যাপারে অবগত।"[১৫৭]

قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ . سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ . قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ . سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ . قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ . سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ

"(হে রাসূল! তাদেরকে) বলুন, যদি তোমরা জান তবে বল, এই পৃথিবী এবং যারা এতে বাস করছে তারা কার মালিকানায়? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহর। বলুন, তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না? বলুন, কে সাত আকাশের মালিক এবং মহাআরশের মালিক? তারা অবশ্যই বলবে, এসব আল্লাহর। বলুন, তবুও কি তোমরা (আল্লাহকে) ভয় করবে না? বলুন, কে তিনি, যাঁর হাতে সবকিছুর কর্তৃত্ব এবং যিনি আশ্রয় দান করেন এবং তাঁর বিপরীতে কেউ কাউকে আশ্রয় দিতে পারে না? বলুন, যদি জান? তারা অবশ্যই বলবে (সমস্ত কর্তৃত্ব) আল্লাহর। বলুন, তবে কোথা হতে তোমরা যাদুগ্রস্ত হচ্ছ?"[১৫৮]

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"কল্যাণময় সেই সত্তা, যাঁর হতে সমস্ত রাজত্ব। তিনি প্রতিটি বিষয়ে ক্ষমতাবান।"[১৫৯]

....

১৫৭. সূরা শুআরা: ১১-১২
১৫৮. সূরা মু'মিনূন: ৮৪-৮৯
১৫৯. সূরা মুলক: ০১

هُوَ اللهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ . هُوَ اللهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ . هُوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

"তিনিই আল্লাহ; যিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তিনি গুপ্ত ও প্রকাশ্য সবকিছুর সম্পর্কে জ্ঞাত। তিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু। তিনিই আল্লাহ; যিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তিনি একমাত্র মালিক, পবিত্রতার অধিকারী, শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা, আশ্রয়দাতা, পরাক্রান্ত, প্রতাপান্বিত, গৌরবান্বিত। তারা যে শিরক করে তা থেকে আল্লাহ পবিত্র। তিনিই আল্লাহ; যিনি সৃষ্টিকর্তা, অস্তিত্বদাতা, রূপদাতা, সর্বাপেক্ষা সুন্দর নামসমূহ তাঁরই, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে; তা তাঁরই তাসবীহ পাঠ করে এবং তিনিই ক্ষমতাময়, হেকমতের মালিক।"[১৬০]

এছাড়াও রয়েছে কুরআনের সবচেয়ে বড় আয়াত আয়াতুল কুরসী। যার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরোটাই আল্লাহর প্রশংসা।

তিনি নিজের বিভিন্ন গুণ বর্ণনা করেন, তিনি সর্বোত্তম সাহায্যকারী, সকল দয়াশীলদের শ্রেষ্ঠ দয়াশীল, সর্বশ্রেষ্ঠ ফায়সালাকারী, অতিশয় ক্ষমাশীল, সর্বোত্তম বিচারক, সর্বোত্তম রিজিকদাতা, সর্বোত্তম উত্তরাধিকারী, সর্বশ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী, সর্বশ্রেষ্ঠ অবতরণকারী।

*** হাদীসে আল্লাহর প্রশংসাঃ**

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

وَلَا أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمِدْحَةُ مِنْ اللهِ تَعَالَى

"আল্লাহ হতে অধিক প্রশংসাপ্রিয় কেউ নেই।"[১৬১]

ইমাম নববী রহ. বলেন, প্রকৃতপক্ষে এতে বান্দারই উপকার। কারণ, তারা আল্লাহর প্রশংসা করলে আল্লাহ তাদেরকে পুরস্কার দান করেন; ফলে তারা উপকৃত হয়। আর আল্লাহ তাআলা জগতবাসী থেকে অমুখাপেক্ষী। তাদের প্রশংসা তাঁর কোনো উপকারে আসে না। আর তাদের প্রশংসা না করাও তাঁর কোনো ক্ষতি করে না। এ হাদীসে আল্লাহর প্রশংসা, তাসবীহ, তাহলীল, তাহমীদ, তাকবীর ও সকল প্রকার যিকিরের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–اَلِظُّوا بِيَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ "সর্বদা ইয়া জাল-জালালি ওয়াল ইকরাম বলতে থাক।" অর্থাৎ সর্বদা বেশি বেশি বল এবং তোমাদের দুআর মধ্যে তা উচ্চারণ কর।

জনৈক গ্রাম্য লোক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বলল, আমাকে কিছু দুআ শিক্ষা দিন; যাতে আমি পড়তে পারি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বল–

لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

"আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তিনি একক। তাঁর কোনো শরীক নেই। আল্লাহ মহান। অফুরন্ত প্রশংসা তাঁর জন্য। তিনি জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ পবিত্র। পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহর সাহায্য ছাড়া (পাপকাজ থেকে দূরে থাকার) কোনো উপায় এবং (সৎকাজ করার) কোনো শক্তি কারও নেই।"

লোকটি বলল, এগুলো তো আমার রবের জন্য; তাহলে আমার জন্য কী? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বল–

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي

....

১৬১. সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম

"হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন, আমার প্রতি দয়া করুন, আমাকে পথপ্রদর্শন করুন এবং আমাকে রিযিক দান করুন।"[১৬২]

এ হাদীসে শুরুতে আল্লাহর প্রশংসা আর শেষে নিজের জন্য দুআর কথা বর্ণিত হয়েছে।

*** বিপদের দুআ:**

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ।

"আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই; তিনি মহান, সহনশীল। আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই; তিনি মহান আরশের অধিপতি। আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই; তিনি আকাশমণ্ডলীর রব, পৃথিবীর রব এবং সম্মানিত আরশের রব।"[১৬৩]

*** নামাজে আল্লাহর প্রশংসাগুলোর ব্যাপারে চিন্তা কর:**

যা নামাজের নিম্নোল্লিখিত কাজগুলোর মধ্যে রয়েছে:

১. নামাজের তাহরীমা বাঁধার তাকবীর ও এক রুকন থেকে আরেক রুকনে যাওয়ার তাকবীর যখন বল– আল্লাহু আকবার; তাতে আল্লাহর মহত্ত্ব এবং সবকিছু থেকে তাঁর বড় হওয়ার বর্ণনা রয়েছে।

২. নামাজ শুরুর দুআ:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعالَى جَدُّكَ وَلا إِلَهَ غَيْرُكَ

"হে আল্লাহ! তোমার পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করছি। তোমার নাম বরকতময়। তোমার মর্যাদা অনেক ঊর্ধ্বে এবং তুমি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই।"

....

১৬২. সহীহ মুসলিম

১৬৩. সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম

وَتَعالَى جَدُّكَ মানে হচ্ছে তোমার মর্যাদা, মহত্ত্ব ও ক্ষমতা সুউচ্চ।

৩. 'আউযু বিল্লাহ' বলা। অর্থাৎ আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা। মানুষ তো একমাত্র তাঁর নিকটই আশ্রয় প্রার্থনা করে, যাকে সে শক্তিশালী ও ক্ষমতাশীল মনে করে।

৪. বিসমিল্লাহ। এতে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা, তাঁর ওপর ভরসা এবং তাঁর রহমান (পরম দয়ালু) ও রহীম (সীমাহীন মেহেরবান) নামের উল্লেখ রয়েছে।

৫. ফাতিহা। এর প্রথম তিনটি আয়াতের মধ্যে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন রয়েছে।

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ. مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ.

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য; যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক। যিনি সীমাহীন দয়ালু, বড়ই মেহেরবান। বিচার দিবসের মালিক।"

৬. রুকুর যিকিরসমূহ:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْم

'আমার মহান রবের পবিত্রতা বর্ণনা করছি'

سُبُوحٌ قُدُوسٌ رَبُّ الْمَلائِكَةِ وَالرُّوحِ

'তিনি পবিত্র, ফেরেশতা ও রূহের রব।'

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

'হে আল্লাহ, হে আমাদের রব! তোমার পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করছি। তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।'

سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ

'পরাক্রমশালী, রাজত্ব, বড়ত্ব ও মহত্ত্বের অধিকারী আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি।'

৭. রুকু থেকে ওঠার দুআসমূহ:

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

'যে আল্লাহর প্রশংসা করে, আল্লাহ তা শুনেন।'

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ

'হে আমাদের রব! তোমার অফুরন্ত প্রশংসা করছি, উত্তম ও বরকমতয় প্রশংসা।'

مِلْءِ السَّمَوَاتِ وَ مِلْءِ الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ، وَمِلْءِ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقّ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

'আকাশমণ্ডলীর সমপরিমাণ, পৃথিবীর সমপরিমাণ ও এ দু'য়ের মাঝে যা কিছু আছে তার সমপরিমাণ এবং এছাড়াও আপনি যা চান তার সমপরিমাণ। প্রশংসা ও মর্যাদার অধিকারী। বান্দা যা বলেছে, তার সর্বাধিক উপযুক্ত সত্তা। আর আমরা সবাই তোমার দাস। হে আল্লাহ! তুমি যা দান কর, তা ঠেকাবার কেউ নেই আর তুমি যা ঠেকাও, তা দান করার কেউ নেই। তোমার শক্তির বাহিরে কোনো প্রচেষ্টাকারীর প্রচেষ্টা উপকারে আসবে না।'

৮. সিজদার দুআসমূহ:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

'আমার মহান রবের পবিত্রতা বর্ণনা করছি।'

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

'হে আল্লাহ! তোমার পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করছি। হে আমাদের রব! হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর।'

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ

'তিনি পবিত্র, ফেরেশতা ও রূহের রব।'

اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

'হে আল্লাহ! তোমার জন্যই সিজদা করেছি, তোমার প্রতিই ঈমান এনেছি এবং তোমার নিকটই আত্মসমর্পণ করেছি। আমার চেহারা সেই সত্তার জন্য সিজদা করেছে; যিনি উহাকে সৃষ্টি করেছেন, তার আকৃতি দান করেছেন এবং তার কর্ণ ও চক্ষু দিয়েছেন। আল্লাহ বরকতময়। তিনি সর্বোত্তম সৃষ্টিকারী।'

سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ

'পরাক্রম, রাজত্ব, বড়ত্ব ও মহত্ত্বের অধিকারী আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি।'

৯. তাশাহ্হুদঃ

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

'সমস্ত অভিবাদন, রহমত ও কল্যাণ আল্লাহর জন্য। হে নবী! আপনার প্রতি আল্লাহর সালাম, রহমত ও বরকত। সালাম আমাদের

ওপর এবং আল্লাহর সকল নেককার বান্দাদের ওপর। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও তাঁর রাসূল।'

ইমাম নববী রহ. বলেন, التَّحِيَّاتُ এর অর্থ কেউ বলেন: রাজত্ব, কেউ বলেন: স্থায়িত্ব, কেউ বলেন: সম্মান, কেউ বলেন: জীবন।

১০. দরূদে ইব্রাহীম এর শেষাংশে রয়েছে– إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ 'নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও মর্যাদাময়।' এখানে আল্লাহর অফুরন্ত প্রশংসা ও মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে।

তাহলে তুমি নামাজে তোমার অন্তর, জিহ্বা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে আল্লাহর প্রশংসা করছ। তাই এ বিষয়টির প্রতি খেয়াল রাখবে। ঐ সকল উদাসীন ও অসাড় লোকের মতো হবে না; যারা নামাজের মধ্যে কী বলছে, তা নিজেও জানে না। যারা এ সমস্ত যিকির ও দুআগুলোর ব্যাপারে চিন্তা করে না।

*** সালাম পরবর্তী আল্লাহর প্রশংসাসমূহ:**

কেউ এগুলো যথাযথভাবে চিন্তা করলে দেখতে পাবে, তাতে শুধু আল্লাহর প্রশংসাই প্রশংসা!

أَسْتَغْفِرُ اللهَ ثَلاثاً 'আস্তাগফিরুল্লাহ' তথা আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। (তিনবার)।

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ، وَمِنْكَ السَّلاَمُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الجَلالِ والإِكْرَامِ

'হে আল্লাহ! তুমিই শান্তি, তোমার থেকেই শান্তি। হে পরাক্রম ও মর্যাদার অধিকারী! তুমি বরকতময়।'

لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الـمُلْكُ ولَهُ الـحَمْدُ، وهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِـمَا أَعْطَيْتَ، ولَا مُعْطِيَ لِـمَا مَنَعْتَ، ولَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ

'আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তিনি একক। তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই। প্রশংসা শুধু তাঁরই জন্য। তিনি প্রতিটি জিনিসের ওপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ! তুমি যা দান কর, তা ঠেকাবার কেউ নেই। আর তুমি যা ঠেকাও; তা দান করার কেউ নেই। আর তোমার শক্তির বাহিরে কোনো চেষ্টাকারীর চেষ্টা উপকারে আসে না।'

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الـمُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا باللهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ ولَهُ الفَضْلُ ولَهُ الثَّنَاءُ الحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُخلِصِينَ لَهُ الدِّيْنَ ولَوْ كَرِهَ الكَافِرُونَ

"আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তিনি একক। তাঁর সাথে কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই। প্রশংসা শুধু তাঁরই জন্য। তিনি প্রতিটি জিনিসের ওপর ক্ষমতাবান। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া (পাপকাজ থেকে দূরে থাকার) কোন উপায় এবং (সৎকাজ করার) কোন শক্তি কারও নেই। আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। আমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করি। নেয়ামত ও অনুগ্রহ তাঁরই। তাঁরই জন্য উত্তম প্রশংসা। আমরা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহরই আনুগত্যপূর্বক স্বীকার করছি যে, তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই; যদিও তা কাফেররা অপছন্দ করুক না কেন।"

سُبْحَانَ اللهِ، والحَمْدُ للـهِ، واللهُ أَكْبَرُ (ثَلاثاً وثَلاثِينَ) لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الـمُلْكُ ولَهُ الحَمْدُ، وهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

[.قراءة آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين]

'সুবহানাল্লাহ', 'আলহামদু লিল্লাহ' ও 'আল্লাহু আকবার"। (তেত্রিশবার করে।)

"আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তিনি একক। তাঁর সাথে

কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই। প্রশংসা শুধু তাঁরই জন্য। তিনি প্রতিটি জিনিসের ওপর ক্ষমতাবান।"

[আয়াতুল কুরসী একবার এবং সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস একবার করে পড়া।]

*** সকাল-সন্ধ্যার যিকিরগুলোতে আল্লাহর প্রশংসার বর্ণনা দেখ:**

সকাল-সন্ধ্যার যিকিরগুলোতে আল্লাহর প্রশংসা, সম্মান ও বড়ত্ব প্রকাশক অনেক দুআ ও যিকির রয়েছে। প্রশংসার বর্ণনা:

سيد الاستغفار: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

সায়্যিদুল ইস্তেগফার: 'হে আল্লাহ! তুমি আমার রব, তুমি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ, আমি তোমার বান্দা। আমি আমার সাধ্যমতো তোমাকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ও ওয়াদার ওপর থাকব। আমি আমার মন্দ কৃতকর্মসমূহ থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং তোমার প্রতিই প্রত্যাবর্তন করছি, যেহেতু তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছ। আমি আমার গুনাহসমূহের কারণেও তোমার প্রতি প্রত্যাবর্তন করছি। তাই তুমি আমাকে ক্ষমা কর। তুমি ছাড়া তো ক্ষমা করার আর কেউ নেই।'

اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ ، لا شَرِيكَ لَكَ ، فَلَكَ الْحَمْدُ ، وَلَكَ الشُّكْرُ

'হে আল্লাহ! এই সকালবেলা আমার ওপর এবং তোমার প্রতিটি সৃষ্টির ওপর যত নেয়ামত এসেছে; তা কেবল তোমার থেকেই। তোমার কোনো শরীক নেই। আর তোমারই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।'

حَسْبِيَ اللهُ لا إِلَـهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
(سبع مرات)

'আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। আমি তাঁর ওপরই ভরসা করেছি, তিনিই মহান আরশের রব।' (সাত বার)

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ (مائة مرة)

'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী' (আল্লাহর পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করছি) (একশত বার)

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الـمُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ (مائة مرة إذا أصبح)

'আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তিনি একক। তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই। প্রশংসা শুধু তাঁরই জন্য। তিনি প্রতিটি জিনিসের ওপর ক্ষমতাবান।' (সকালবেলা একশত বার)

اللَّهُمَّ عَالِمَ الغَيْبِ والشَّهَادَةِ، فَاطِرَ السَّموَاتِ والأَرْضِ، رَبَّ كُلِّ شَيءٍ ومَلِيْكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ، وأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءاً، أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ

'হে আল্লাহ! দৃশ্য ও অদৃশ্য বিষয়ের ইলমের অধিকারী! আসমান-জমিন সৃষ্টিকারী! প্রতিটি জিনিসের প্রতিপালক ও মালিক! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আমাদের অন্তরের অনিষ্ট থেকে, শয়তানের অনিষ্ট ও তার সাথে শরীক স্থাপন থেকে এবং আমার নিজেকে কোনো অকল্যাণে লিপ্ত করা থেকে বা কোনো মুসলিমের প্রতি তা টেনে আনা থেকে।'

সকাল-সন্ধ্যার এ জাতীয় আরও অনেক যিকির রয়েছে।

*** ঘুমের পূর্বের যিকিরগুলোতে আল্লাহর প্রশংসার কথাগুলো চিন্তা কর:**

- আয়াতুল কুরসী (যাতে আল্লাহ প্রশংসা ও বড়ত্বের কথা বর্ণিত হয়েছে)

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْأَرْضِ، وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ

'হে আল্লাহ! সপ্তাকাশ ও পৃথিবীর রব, মহান আরশের রব, আমাদের ও প্রতিটি সৃষ্টির রব, (বীজের) দানা ও খোসা বিদীর্ণকারী, তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআন অবতীর্ণকারী! তোমার হাতে যাদের ভাগ্য এমন প্রতিটি জিনিসের অনিষ্ট থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! তুমিই প্রথম, তোমার পূর্বে কোনো কিছু নেই। তুমিই সর্বশেষ, তোমার পরে কোনো কিছু নেই। তুমিই বিজয়ী, তোমার ওপরে কেউ নেই। তুমিই অভ্যন্তরে, তোমার চেয়ে নিকটবর্তী কেউ নেই। তুমি আমাদের ঋণ পরিশোধ করে দাও, আমাদেরকে দারিদ্রতা থেকে মুক্ত কর।'

'সুবহানাল্লাহ' তেত্রিশ বার, 'আলহামদু লিল্লাহ' তেত্রিশ বার এবং 'আল্লাহু আকবার' চৌত্রিশ বার।

*** আল্লাহর প্রশংসা গুণে শেষ করার মতো নয়:**

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সিজদার একটি দুআ ছিল এই:

اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ

'হে আল্লাহ! আমি তোমার সন্তুষ্টির মাধ্যমে তোমার অসন্তুষ্টি থেকে এবং তোমার ক্ষমার মাধ্যমে তোমার শাস্তি থেকে আশ্রয় চাই। আমি তোমার শাস্তি থেকে তোমার আশ্রয় চাচ্ছি। আমি তোমার প্রশংসা গুণে শেষ করতে পারব না। তুমি সেই রূপই, যেরূপ তুমি তোমার নিজের ব্যাপারে বর্ণনা করেছ।'

لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ তথা আমি তা গুণতে সক্ষম নই, এ গণনার ক্ষমতা কারও নেই। একে বেষ্টন করা যায় না।

ইমাম মালেক রহ. বলেন– لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ এর অর্থ হলো, আমরা যদি তোমার প্রশংসায় খুব পরিশ্রমও করি; তথাপি তোমার নেয়ামত, অনুগ্রহ ও তোমার যথোচিত প্রশংসা গুণে শেষ করতে পারব না।

*** তুমি কি জান? নিম্নের কথাগুলো বলাও আল্লাহর প্রশংসা:**

لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

"তুমি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই, তুমি পবিত্র। নিশ্চয়ই আমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত।"

لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللهِ

"আল্লাহর সাহায্য ছাড়া (পাপকাজ থেকে দূরে থাকার) কোনো উপায় এবং (সৎকাজ করার) কোনো শক্তি কারও নেই।"

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ

"আল্লাহর পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করছি। মহান আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি।"

سُبْحَانَ اللهِ ، وَالْحَمْدُ لِلهِ ، وَلا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَاللهُ أَكْبَرُ

'আল্লাহ পবিত্র, সমস্ত প্রশংসা তাঁরই জন্য, তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই এবং আল্লাহই সবচেয়ে বড়।'

*** তোমার অন্তরে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল করে নাও:**

১. তুমি জানবে এবং নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করবে যে– যিনি সমস্ত সৃষ্টির মালিক, সৃষ্টির পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা করেন, তিনিই আল্লাহ, তিনি একক। তাঁর কোনো শরীক নেই। তাই আসমান-জমিনে ছোট-বড় যত সৃষ্টি আছে সকলেই আল্লাহর দাস, তাঁর প্রতি মুখাপেক্ষী। তারা নিজেদের কোনো ক্ষতি, সাহায্য বা উপকার করতে পারে না। তারা জীবন, মৃত্যু বা পুনরুত্থানের ক্ষমতা রাখে না। তাই একমাত্র আল্লাহই তাদের সকলের মালিক। তারা তাঁর প্রতি মুখাপেক্ষী, তিনি তাদের থেকে অমুখাপেক্ষী। তিনি পবিত্র।

২. তুমি আরও জানবে ও বিশ্বাস করবে যে– সমস্ত কিছুর ভাণ্ডার এককভাবে আল্লাহর নিকট। অন্য কারও নিকট নয়। তাই দুনিয়াতে যত কিছু আছে, তার মালিকানা আল্লাহর। খাদ্য, পানীয়, পানি, বাতাস, ধন-সম্পদ, সমুদ্র ও অন্যান্য সকল জিনিস আল্লাহর মালিকানায় রয়েছে। তাই আমাদের যত কিছুর প্রয়োজন হবে, আমরা তা আল্লাহর নিকট চাইব। তাঁর বেশি বেশি ইবাদত ও আনুগত্য করব। তিনিই সমস্ত প্রয়োজন পূরণকারী এবং আহ্বানে সাড়াদানকারী। তিনিই সর্বোত্তম প্রার্থনাস্থল ও সর্বোত্তম দানকারী। তিনি যা দেন, তা রোধ করার কেউ নেই এবং তিনি যা রোধ করেন, তা দান করারও কেউ নেই।

৩. তুমি এ কথাও জানবে ও বিশ্বাস করবে যে– একমাত্র আল্লাহই প্রকৃত উপাস্য, তার কোনো শরীক নেই। একমাত্র তিনিই ইবাদতের উপযুক্ত। তাই তিনিই জগতবাসীর প্রতিপালক ও উপাস্য। আমরা পরিপূর্ণ বিনয়, ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার সাথে তাঁর বিধিবদ্ধ বিধানাবলি মান্য করার দ্বারা তাঁরই ইবাদত করব। সুতরাং অন্য কারও নিকট প্রার্থনা করবে না, একমাত্র তাঁর নিকটই প্রার্থনা করবে। অন্য কারও

নিকট সাহায্য চাইবে না, একমাত্র তাঁরই নিকট সাহায্য চাইবে। অন্য কারও ওপর ভরসা করবে না, একমাত্র তাঁর ওপরই ভরসা করবে। অন্য কাউকে ভয় করবে না, একমাত্র তাঁকেই ভয় করবে। অন্য কারও ইবাদত করবে না, একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন–

ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ

"তিনিই আল্লাহ, তোমাদের রব, তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই, তিনি প্রতিটি জিনিসের সৃষ্টিকর্তা। তাই তোমরা তাঁরই ইবাদত কর। তিনিই প্রতিটি জিনিসের ওপর নিয়ন্ত্রক।"[১৬৪]

দেখ, চিন্তা কর এবং অনুধাবন কর, কীভাবে একজন মুসলিম তাঁর প্রতিটি দিনে এবং পুরো জীবনে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রতিটি অবস্থায় ও প্রতিটি কাজে আল্লাহর সুন্দর নাম, উন্নত গুণাবলি এবং অগণিত ও অসংখ্য নেয়ামতরাজি উল্লেখপূর্বক তাঁর প্রশংসা ও বড়ত্ব বর্ণনা করছে।

এই যে বাক্যগুলো, যিকির ও দুআগুলো, প্রতিদিন বারবার পাঠ করছ, তুমি কি তাঁর ব্যাপারে চিন্তা করছ না অবচেতনভাবে শুধু বলে যাচ্ছ?

كيف تطيل في سجودك

কীভাবে তুমি দীর্ঘ সিজদা করবে?

দীর্ঘ সিজদা আল্লাহর সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক থাকা এবং তাঁর সঙ্গে মুনাজাত ও ঘনিষ্ঠতার স্বাদ প্রাপ্তির ইঙ্গিত প্রদান করে। আর বিপরীতটা ভিন্ন অর্থের ইঙ্গিত করে।

সহীহ বুখারীতে আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত হয়েছে—

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً كَانَتْ تِلْكَ صَلَاتَهُ يَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ ...

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগারো রাকাত নামাজ পড়তেন। ঐ নামাজগুলোতে তিনি এত দীর্ঘ সিজদা করতেন যে, তাঁর মাথা ওঠানোর পূর্বেই তোমরা পঞ্চাশ আয়াত পরিমাণ পড়তে পারবে।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সিজদা দীর্ঘ করতে উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেছেন—

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ

"বান্দা তার রবের সবচেয়ে বেশি নিকটবর্তী হয় সিজদাবস্থায়। তাই তোমরা (সিজদার মধ্যে) বেশি বেশি দুআ কর।"

*** এটি একটি মূল্যবান ও সুবর্ণ সুযোগঃ**

দুর্বল, অযোগ্য ও গুনাহগার বান্দা এ অবস্থায় আল্লাহর সবচেয়ে নিকটবর্তী হয়। তাই তোমার উচিত সিজদা দীর্ঘ করা এবং সকল প্রয়োজন পূরণকারী, আহ্বানে সাড়াদানকারী, সর্বোত্তম প্রার্থনাস্থল ও সর্বোত্তম দানকারী আল্লাহর নিকট বেশি পরিমাণে দুআ ও মিনতি করা এবং তোমার দুঃখ, ব্যথা ও অভিযোগগুলো খুলে বলা।

* সিজদা দীর্ঘ করার কিছু কার্যকরী পদক্ষেপ:

এমন কিছু বিষয় আছে দুআয় যা স্মরণ রাখতে হবে– যার ফলে দুআকারী আল্লাহর সামনে হীনতা ও দীনতায় ভেঙে পড়ে তাঁর নৈকট্যতা ও মুনাজাতের স্বাদে থেকে নিজের অজান্তেই সিজদা দীর্ঘায়িত করতে পারবে।

এমন কিছু বিষয় আছে যা দুআকারী দুআয় স্মরণ রাখলে নিজের অজান্তেই আল্লাহর সঙ্গে মুনাজাত, ঘনিষ্ঠতা এবং দীনতা ও মুখাপেক্ষিতা প্রকাশের এবং দীর্ঘ সিজদার স্বাদ লাভ করতে পারবে। উক্ত বিষয়গুলো হচ্ছে:

১. দুআ করার সময় আল্লাহর প্রশংসার কথা স্মরণ করা। আমরা পূর্বের আলোচনায় আল্লাহর প্রশংসার ব্যাপারে আলোচনা করেছি। অনেক মানুষ আছে, দুআর মধ্যে তার দ্বীনি ও দুনিয়াবী প্রয়োজনাদির কথায় ব্যস্ত থাকে; কিন্তু এটা অনুধাবনও করে না যে, তার দুআর বিরাট একটি অংশ আল্লাহর প্রশংসায় হতে হবে। উলামায়ে কেরাম এটাও উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহর প্রশংসা করা ও তাঁর মর্যাদা বর্ণনা করা এবং দুআর মধ্যে আল্লাহর দীর্ঘ প্রশংসা করতে বিরক্ত বা ক্লান্ত না হওয়া দুআ কবুলের মাধ্যমগুলোর মধ্যে একটি। কারণ, আল্লাহ আমাদেরকে অগণিত নেয়ামতের মাঝে ডুবিয়ে রেখেছেন, তাই সে নেয়ামতের বেশি বেশি প্রশংসা ও শুকরিয়া প্রকাশ করতে হবে।

২. দুআর মধ্যে নিজের পূর্বের ও বর্তমানের গুনাহগুলো স্মরণ করা এবং ভবিষ্যতে তাতে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে ভয় করা। অতঃপর আল্লাহর নিকট দুআ করা; যেন আল্লাহ তা ক্ষমা করে দেন। সহীহ মুসলিমে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুআ করেছেন–

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ

“হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আমার কৃতকর্মের মধ্যকার অনিষ্ট থেকে এবং যেগুলো এখনও করিনি, তার মধ্যকার অনিষ্টতা থেকে পানাহ চাই।”

মুহাদ্দিসগণ বলেন, এর অর্থ হচ্ছে ঐ গুনাহের ক্ষতি থেকে যা দুনিয়াতে অথবা আখিরাতে শাস্তি ডেকে আনে। যদিও বা আমি তার ইচ্ছা করেনি, সেগুলোও ক্ষমা করে দাও।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আরেকটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তিনি এ দুআ করতেন−

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِلَّهُ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ عَلانِيَتَهُ وَ سِرَّهُ

"হে আল্লাহ! আমার ছোট-বড়, শুরুতে-শেষে, প্রকাশ্যে-গোপনে যত গুনাহ করেছি, সকল গুনাহ ক্ষমা করে দাও।"

৩. দুআর মধ্যে কুরআনে বর্ণিত দুআগুলো করবে। যেমনঃ

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

"হে আমাদের রব! আমাদের পক্ষ থেকে কবুল করে নাও। নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা; সর্বজ্ঞানী।"[১৬৫]

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

"হে আমাদের রব! আমাদেরকে চক্ষুশীতলকারী স্ত্রী-সন্তান দান কর আর আমাদেরকে মুত্তাকীদের ইমাম বানাও।"[১৬৬] (দেখুন, কাহতানীর ছোট্ট দু'আর কিতাবটি)

৪. দুআর মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সকল ব্যাপক অর্থবোধক দুআ করেছেন, সেগুলো দিয়ে দুআ করবে। যেমনঃ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ: عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ.اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، وَأَعُوذُ بِكَ

....

১৬৫. সূরা বাকারাঃ ১২৭

১৬৬. সূরা ফুরকানঃ ৭৪

مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ بِكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ، وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا

"হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট নগদ, বিলম্বিত, জানা-অজানা সকল কল্যাণ প্রার্থনা করছি এবং আমি তোমার নিকট নগদ-বিলম্বিত, জানা-অজানা সকল অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! তোমার নিকট সেই বস্তু কামনা করছি, যা তোমার বান্দা ও তোমার নবী তোমার নিকট প্রার্থনা করেছেন এবং আমি তোমার নিকট সেই বস্তু থেকে আশ্রয় চাচ্ছি, যা থেকে তোমার নবী তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট জান্নাত ও যে সকল কথা ও কাজ জান্নাতের নিকটবর্তী করবে, তার তাওফীক প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট জাহান্নাম ও যে সকল বিষয় জাহান্নামের নিকটবর্তী করবে, তা থেকে আশ্রয় কামনা করছি। আর আমি প্রার্থনা করি যে, যত ফায়সালা আমার জন্য করেছেন; তা কল্যাণকর করে দিন।"

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ

"হে আল্লাহ! আপনি আমার জন্য আমার দ্বীনকে ঠিক করে দিন, যা আমার একমাত্র রক্ষাকবচ। আমার জন্য আমার দুনিয়া সংশোধন করে দিন, যার দ্বারা আমি জীবিকা নির্বাহ করব। আমার জন্য আমার আখিরাত সংশোধন করে দিন, যা আমার প্রত্যাবর্তনস্থল। নেক কাজে আমার জীবন দীর্ঘায়িত করে দিন। আর আমার মৃত্যুকে সর্বপ্রকার অনিষ্ট থেকে প্রশান্তিস্বরূপ বানিয়ে দিন।"

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"হে আল্লাহ! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন, আখিরাতে কল্যাণ দান করুন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন।"[১৬৭]

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ

"হে আল্লাহ! আপনার নিকট দুনিয়া ও আখিরাতের ক্ষমা ও নিরাপত্তা চাই।"

يَا حَيُّ ، يَا قَيُّومُ، بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ، أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، وَلاَ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

"হে চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী! তোমারই রহমতের আশ্রয় চাই। আমার জন্য আমার সকল অবস্থা সংশোধন করে দাও। এক মুহূর্তের জন্যও আমাকে আমার নিজের দায়িত্বে সঁপে দিও না। তুমি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই।"

এ দুআগুলো তোমার দুনিয়া ও আখিরাতের সকল চাহিদাগুলোকেই অন্তর্ভুক্ত করেছে। তাই এগুলোই হলো– ব্যাপক, পরিপূর্ণ ও পরিতৃপ্তকারী। তাই এগুলোর প্রতি যত্নবান হও। সর্বদা তোমার দুআর মধ্যে এগুলো বারবার পড়তে থাক। তাহলেই তুমি দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হতে পারবে।

৫. তোমার অন্তর ও নিয়তের অবস্থা স্মরণ করবে, তারপর সর্বদা আল্লাহর নিকট দুআ করবে; যেন আল্লাহ তোমার অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে দেন। তাকে নিফাক, রিয়া (লোক দেখানো), বিদ্বেষ, অহংকার, হিংসা ও পরশ্রীকাতরতা থেকে পবিত্র করেন এবং তোমার নিয়ত সঠিক করে দেন। ফলে তুমি একমাত্র আল্লাহর জন্যই আমল করতে পার। দুনিয়া উপার্জনের জন্য, প্রশংসা কুড়ানোর জন্য বা পদ লাভের জন্য আমল না কর।

....

১৬৭. সূরা বাকারাঃ ২০১

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি দুআ করতেন–

اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ

''হে আল্লাহ! অন্তরসমূহ নিয়ন্ত্রণকারী! আমাদের অন্তরগুলোকে তোমার আনুগত্যের দিকে ফিরাও।"

আরও বলতেন–

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوب ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينك

"হে অন্তরসমূহ পরিবর্তনকারী! আমার অন্তর তোমার দ্বীনের ওপর অটল রাখ।"

কারণ, আল্লাহর নিকট মানুষের মূল্য তার অন্তরের পবিত্রতা, স্বচ্ছতা, নিষ্ঠা ও সততার ভিত্তিতে।

৬. তোমার নিপীড়িত ও বন্দি ভাইদের কথা স্মরণ করবে, তারপর তাদের জন্য দুআ করবে; যেন আল্লাহ তাদেরকে সকল পেরেশানি থেকে মুক্তি দান করেন, সকল সংকট থেকে উত্তরণ করেন, তাদের অন্তরকে দৃঢ় করে দেন এবং তাদের একাকীত্বের সঙ্গী হোন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ ، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ، كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ : آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلٍ

"কোনো মুসলিম তার অপর মুসলিম ভাইয়ের জন্য তার অনুপস্থিতে দুআ করলে তা কবুল হয়। তার শিয়রে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করা হয়, যখনই সে তার ভাইয়ের জন্য কল্যাণের দুআ করে, তখন উক্ত নিযুক্ত ফেরেশতা বলে– আমীন! আল্লাহর তোমার জন্যও এমনটা কবুল করুন!"[১৬৮]

....

১৬৮. সহীহ মুসলিম

আর যে তার মুসলিম ভাইয়ের জন্য তার অনুপস্থিতিতে দুআ করবে, সে তার চেতনায় ও অনুভূতিতে উন্নতি অনুভব করবে। কারণ, এ ব্যক্তি শুধু তার ব্যক্তিকে নিয়েই চিন্তা করে না; বরং সমস্ত মুসলিমকে নিয়ে চিন্তা করে।

৭. আল্লাহর নিকট জান্নাতের উচ্চস্তর লাভের জন্য দুআ করবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ كُلُّ دَرَجَتَيْنِ مَا بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَسَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ

"জান্নাতে একশ'টি মর্যাদার স্তর রয়েছে। যা আল্লাহ তাঁর পথের মুজাহিদদের জন্য প্রস্তুত করেছেন। প্রতি দুই স্তরের মাঝে আসমান-জমিন দূরত্ব। তাই তোমরা যখন আল্লাহর নিকট দুআ করবে, তখন জান্নাতুল ফিরদাউসের দুআ করবে। কারণ, এটাই জান্নাতের সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান। এর ওপর হলো দয়াময়ের আরশ। আর সেখান থেকেই জান্নাতের নহরসমূহ প্রবাহিত হয়।"[১৬৯]

সম্মানিত ভাই! তোমরা বেশি আমল ও বেশি ইবাদতের ওপর ভরসা করো না। এটার দিকে লক্ষ্যও করো না। বরং আল্লাহর ব্যাপক রহমত, উদারতা, অনুগ্রহ, দানশীলতা ও ইহসানের কথা স্মরণ করবে। কারণ, তিনিই পরম দয়ালু, উদার, দানশীল ও মহাঅনুগ্রহকারী।

৮. দুআ তিনবার করে করবে। এটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নীতি।

وَكَانَ إِذَا دَعَا دَعَا ثَلاثًا ، وَإِذَا سَأَلَ سَأَلَ ثَلاثًا...

....

১৬৯. সহীহ বুখারী

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দুআ করতেন, তিন বার করে করতেন। কোনো কিছু চাইলে তিন বার করে চাইতেন।"[১৭০]

ইমাম নববী রহ. বলেন, এতে বুঝা গেল, দুআ তিন বার করে পুনরাবৃত্তি করা মুস্তাহাব।

দুআ পুনরাবৃত্তি করলে বোঝা যায় যে, আল্লাহর নিকট যা আছে, তার প্রতি তোমার আগ্রহ, আশা ও লোভ অনেক বেশি। আর আল্লাহ তাআলা তাঁর নেয়ামতরাজির ব্যাপারে বান্দার দৃঢ় আশাকে ভালোবাসেন।

৯. তোমার মুসলিম ভাইদের জন্য ক্ষমার দুআ করবে। হাদীসের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন–

مَنِ اسْتَغْفَرَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ حَسَنَةً

"যে ব্যক্তি মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মুমিন পুরুষ ও নারীর পক্ষ থেকে তার জন্য একটি করে সাওয়াব লিখেন।"[১৭১]

এতে তাদের জন্য বিরাট পুরস্কারের কথা বলা হলো, যারা জীবিত-মৃত সকল মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। তাহলে এটা যদি তিন বার করে পুনরাবৃত্তি করে; তাহলে সাওয়াব কেমন হতে পারে? কতজনের পক্ষ থেকে তার নেক লাভ হবে?

জ্ঞাতব্য: প্রিয় ভাই! আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহারের একটি প্রকার হলো: তাদের জন্য দুআ করা। তাই সর্বদা তাদের জন্য দুআ করতে ভুলবে না। অনেক দুআকারীই এ বিষয়টিতে উদাসীন।

১০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সমস্ত বিষয় থেকে আশ্রয় চাইতেন, তুমিও সে সকল বিষয় থেকে আশ্রয় কামনা করবে। যেমন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুআ করতেন–

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا

“হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরুষতা, কার্পণ্য, বার্ধক্য ও কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আমার নফসকে তার উপযুক্ত তাকওয়া দান কর এবং তাকে পরিশুদ্ধ কর। তুমিই তো সর্বোত্তম পরিশুদ্ধকারী। তুমিই তার অভিভাবক ও দায়িত্বশীল। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই– এমন ইলম থেকে; যা উপকৃত করে না। এমন অন্তর থেকে; যা ভয় করে না। এমন নফস থেকে; যা পরিতৃপ্ত হয় না এবং এমন দুআ হতে; যা গৃহীত হয় না।”

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ

“হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট তোমার নেয়ামতের পরিসমাপ্তি, তোমার নিরাপত্তার বিলুপ্তি, তোমার আকস্মিক শাস্তি এবং তোমার সর্বপ্রকার ক্রোধ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।”

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي، وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي، وَمِنْ شَرِّ لِسَانِي، وَمِنْ شَرِّ قَلْبِي، وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّي

“হে আল্লাহ! আমি আমার কানের অনিষ্ট থেকে, আমার চোখের অনিষ্ট থেকে, আমার জবানের অনিষ্ট থেকে, আমার অন্তরের অনিষ্ট

থেকে এবং আমার বীর্যের অনিষ্ট থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ، وَالْأَعْمَالِ، وَالْأَهْوَاءِ

"হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট মন্দ চরিত্র, মন্দ আমল ও কুপ্রবৃত্তি থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

*** সর্বদা স্মরণ রাখবে:**

আবু দারদা রাযি. বলেন, যে বেশি বেশি দরজায় করাঘাত করে, অচিরে তার জন্যই দরজা খোলা হবে। আর যে বেশি বেশি দুআ করে, তার দুআই কবুল করা হবে।

*** পরিপূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন কর:**

কিছু কিছু মানুষ যখন তার দুআ কবুলের কোনো আলামত দেখতে না পায়, তখন সে তার প্রভুর ওপর নাখোশ হয়। কিন্তু নিজের ওপর ও নিজের গুনাহসমূহের ওপর রাগান্বিত হয় না, যা তার দুআ কবুল হওয়ার ক্ষেত্রে বাধাস্বরূপ।

*** দুআকারী সর্বাবস্থায়ই লাভবান:**

জেনে রেখ, দুআর ফল নিশ্চিত। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو لَيْسَ فِيهِ إِثْمٌ وَلَا قَطِيعَةُ رَحِمٍ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ بِهَا إِحْدَى ثَلَاثٍ : إِمَّا أَنْ يُعَجِّلَ لَهُ دَعْوَتَهُ ، وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ ، وَإِمَّا أَنْ يَدْفَعَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا قَالَ: إِذًا نُكْثِرُ ! ، قَالَ اللَّهُ أَكْثَرُ :

"যে কোনো মুসলিম দুআ করুক, যদি তা কোনো গুনাহ বা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নের ব্যাপারে না হয়; তাহলে আল্লাহ তাকে

তিনটির যে কোনো একটি প্রতিদান দেনই। হয়ত নগদই তার দুআ কবুল করেন, অথবা এটা তার আখিরাতের জন্য সঞ্চয় করে রাখেন অথবা তাকে অনুরূপ একটি মন্দ বিষয় থেকে রক্ষা করেন। কেউ বলল, তাহলে তো আমরা বেশি বেশি দুআ করব! তিনি বললেন, আল্লাহ তার চেয়েও অধিক দানকারী।"

*** এক স্নেহশীলের উপদেশ:**

দুআর মধ্যে সর্বদা বারবার এ আয়াত পড়বে–

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ، إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

"তুমি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই, তুমি পবিত্র। নিশ্চয়ই আমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত।"

لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللهِ "আল্লাহর সাহায্য ছাড়া (গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার) কোনো উপায় এবং (নেক কাজ করার) করার কোনো শক্তি কারও নেই"

এগুলো দুআ কবুলের সবচেয়ে বড় মাধ্যমগুলোর অন্তর্ভুক্ত।

(আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে তাঁর অনুগত বান্দা হিসেবে কবুল করুন। পবিত্র কুরআনে তিনি তাঁর প্রিয় বান্দাদের যেসব উত্তম গুণ বর্ণনা করেছেন; আমাদেরকে সেই সব গুণে গুণান্বিত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন, ইয়া রব্বাল আলামীন।)

সম্পাদকের কথা

সালাফে সালেহিনের অনুসরণের মাঝেই রয়েছে উম্মাহর পার্থিব এবং পারলৌকিক সফলতা ও মুক্তি। ইমাম মালিক রহ. বলেন, 'এই উম্মাহর সর্বশেষ গোষ্ঠীর ইসলাহ ও সংশোধনের পথ সেটাই, যে পথে সংশোধিত হয়েছে উম্মাহর প্রথম কাফেলা।' সালাফে সালেহিন কারা? সাহাবা, তাবেয়িন, তাবে-তাবেয়িন এবং তৎপরবর্তী তাঁদের আদর্শের অনুসারী আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মহান ইমামগণই হলেন উম্মাহর সালাফে সালেহিন।

আব্দুলাহ ইবনু মাসউদ রাযি. এর উক্তিতেও উঠে এসেছে সালাফে সালেহিনের আদর্শ আঁকড়ে থাকার কথা। তিনি তাবেয়িদের উদ্দেশ্য করে বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কাউকে আদর্শপুরুষ হিসেবে গ্রহণ করতে চায়, সে যেন আদর্শপুরুষ হিসেবে তাঁদের গ্রহণ করে, যারা ইতিমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছে। কারণ, জীবিতদের কেউ যে ফিতনাক্রান্ত হবে না, এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। আর তাঁরা (অর্থাৎ সত্যের উপর মৃত্যুবরণকারীগণ) হলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবিগণ।' এরপর তিনি সাহাবিদের কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্যের কথা উলেখ করেন।

কেমন ছিল সেই মহান সালাফে সালেহিনের পথ? কেমন ছিলেন তাঁরা? এ নিয়েই 'রুহামা পাবলিকেশন' এর এবারের পরিবেশনা 'যেমন ছিলেন তাঁরা...।' চিনে নিন সালাফদের, জেনে নিন তাঁদের আদর্শ, এরপর নিজের জীবনকে করুন তাঁদের আলোয় আলোকিত।

-আলী হাসান উসামা

সম্পাদক

প্রায়ই আমরা আলোচনার মাঝে সালাফে সালেহিন-এর কথা বর্ণনা করে থাকি। নিজেদেরকে তাঁদের প্রকৃত উত্তরসূরি দাবি করি। কিন্তু আমরা কি সে পথে চলছি? যে পথে তাঁরা চলেছেন। আমরা কি সেসব গুণে গুণান্বিত হতে পেরেছি? যেসব গুণে তাঁরা গুণান্বিত ছিলেন। নিজেদের দিকেই একটু তাকিয়ে বলি– কেমন অবস্থা আজ আমাদের? দ্বীনকে আমরা কতটুকু আঁকড়ে ধরেছি? অথচ, কেমন ছিলেন আমাদের সালাফে সালেহিন? কীভাবে তাঁরা দ্বীনকে আঁকড়ে ধরেছিলেন? আসুন, আমরা পূর্বসূরিদের বৈশিষ্ট্য আর গুণাবলির প্রতি একটু লক্ষ্য করি। নিজেদের কথা আর কাজের মাঝে সত্যতার পরিচয় দিই। সত্যের পথে আলোকিত মহামানবদের প্রকৃত উত্তরসূরি হই...

কেমন ছিলেন তাঁরা...

RUHAMA
PUBLICATION